মানকুমারী বসুর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু যে-কালে কাব্যরচনা করেছিলেন, সেকালে রবীন্দ্রপ্রতিভা মধ্যগগনে। ফলে তাঁর কাব্যে খুল্লতাত এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রভাব সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি একা নন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি তাঁর ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তুলনায় অপরিজ্ঞাত কবি মৃণালিনী সেনও। এমন আরও উদাহরণ আছে।

সৌভাগ্যক্রমে মানকুমারী নিজেই রচনা করে গেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মকথা। নিজের প্রথম সাহিত্যাকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন : 'আমার মনে হয়, একদিন আমার এক ভগিনীকে দিয়া একখানি ছোট খাতা বাঁধাইয়া লইয়াছিলাম। . অতি নির্জনে বসিয়া সেই খাতা এবং দোয়াত-কলম লইয়া তাহার নামকরণ কবিলাম "লাইবাইটের উপাখ্যান"। কিন্তু সেই লাইবাইট পুস্তকে কি লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার ভাল মনে নাই। ... যাহা হউক, সেই লাইবাইটই আমার প্রথম রচনা।'

বালিকা মানকুমারী একদিন বিবাহিত হলেন। তখন তাঁর বয়স ৮। কাব্যের প্রতি স্ত্রীর স্বাভাবিক আকর্ষণ লক্ষ করে স্বামী গোপনে তাঁর কবিতা-রচনায় উৎসাহ দিতে লাগলেন। মানকুমারী জানিয়েছেন : তাঁর চোদ্দো-বছর বয়সে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বীররসপূর্ণ যে কবিতাটি লিখে স্বামীকে উপহার দিয়েছিলেন, তার নাম ছিল— 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা'। গিরীন্দ্রমোহিনী এবং কামিনী রায়ের মতো অতি সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যজীবন যাপন করে মানকুমারী স্বামীকে হারালেন সাড়ে-আঠারো বছর বয়সে। এ সময়ের চিত্তের আলোড়ন অঙ্কিত হয়ে আছে গদ্যে-পদ্যে তাঁর 'প্রিয়-প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে। কিন্তু লাঞ্ছনার ভয়ে লেখিকার নাম ও পরিচয় থেকে গেল অনুল্লিখিত। মানকুমারী দীর্ঘজীবী ছিলেন; তাই সাহিত্যচর্চার অবকাশ পেয়েছিলেন।

'কাব্যকুসুমাঞ্জলী' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথম কাব্যই তাঁকে এনে দিল অভাবনীয় অভিনন্দন ও পরিচিতি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এগুলি পত্রস্থ হয়েছিল— 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আমার দেশ' কবিতাটি। মানকুমারীর গ্রন্থের প্রকাশকের কাছে একটি চিঠি লিখে রাজনারায়ণ বসু জানিয়েছিলেন : এই কবিতার পংক্তিগুলি বহুবার পাঠ করে তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং 'মায়ের কুটির', কবিতাটি পড়ে তিনি চোখের জল সম্বরণ করতে পারেননি। নবীনচন্দ্র সেন ২৯ অক্টোবর ১৮৯৩ তারিখে কবিকে লিখেছিলেন : 'আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে-অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কবিতার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ।'

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কনকাঞ্জলী' প্রকাশিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দে। এরও প্রকাশক তারাকুমার কবিরত্ন। এটি 'হেয়ার প্রাইজ ফান্ড এসে' সিরিজের অন্তর্গত ছিল। গ্রন্থের উৎসর্গে তিনি গ্রন্থের নামকরণ-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

জ্বলন্ত অক্ষরগুলা
এনেছিনু দিব বলি,
ও চরণে দিতে, এ কি!—
হইল 'কনকাঞ্জলি'!!
আমি কি করিব প্রভো!
কি দোষ আমার তায় ?
তোমার বাতাসে, ছাই—
কেন সোনা হয়ে যায় ?

এই 'প্রভু' শুধুই ঈশ্বর নন—'ইনি' তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রকাশক তারাচরণ কবিরত্ন। সেই 'পরমারাধ্যতম' কবিরত্ন মশায়ের 'শ্রীশ্রীচরণে' 'নিবেদন' প্রসঙ্গে মানকুমারী আপন কাব্যরচনার উদ্দেশ্য এভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন :

'দেব! এ জগতে ফুলের ফুটিয়াই সুখ, পাখির গান গাহিয়াই সুখ, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে, ফুলের শোভা ও সৌরভ যখন অপর-চিত্ত বিনোদন করে, তখনই ফুলের শোভা ও ফুলজীবন সার্থক হয়, বিহঙ্গগীতি যখন অপরের শ্রুতি মুগ্ধ করে, তখনই কলকণ্ঠের গান করা সার্থক হয়, মানবের কবিতাও যখন পরের হৃদয়ে আদরপ্রাপ্ত হয়, তখনই সে কবিতার জীবন সার্থক হয়।'

মানকুমারীর মতে : তাঁর কবিতা অতএব ফুলের সৌরভ এবং পাখির কলগীতির সঙ্গে তুলনীয়।

বিহারীলাল যে কাব্যধারা প্রবর্তন করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পরে তুঙ্গস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন—সেই রোম্যান্টিক অভীপ্সা মানকুমারীর কাব্যেও আস্বাদ্য। যুগের কাব্য-আবহে এমনতর একটি রোম্যান্টিকতা যেন ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তি-অনুভব, বেদনা এবং বঞ্চনা ক্রমাগত কবিদের মধ্যে একটা স্বপ্নিল আবহ নির্মাণ করে দিয়েছিল। আমরা কামিনী রায়ের কবিতাতেও এমনতর আবেগ-উদ্বেলতা লক্ষ্য করেছি। মানকুমারীও তার ব্যতিক্রম নন।

মানকুমারীর কবিতাকে তাঁর সমকাল নানাভাবে অভিনন্দিত করেছিল। রাজনারায়ণ বসু এবং নবীনচন্দ্র সেনের কথা আমরা বলেছি। আর-এক উদারহৃদয় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মানকুমারীর 'কনকাঞ্জলী'-পাঠে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ২০ জানুয়ারি ১৮৯৪ তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

'পুস্তকখানি পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। যেখানেই খুলি, সেইখানেই মন আকৃষ্ট হয়।... কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই, যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই

গ্রন্থকর্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার প্রতিভার ছটায় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া পারিবেন না।'

এই মোহিত হওয়ার পিছনে মানকুমারীর সমাজমনস্কতা অনেকখানি কার্যকর ছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। এখানেই তিনি সমকাল এবং জীবনের অনেক কাছাকাছি। জীবন যে শুধু কল্পনামাত্র নয়, তা যে রূঢ়-বাস্তবেরও আরোহী—সেই অনুভব এই কবির ছিল। 'কনকাঞ্জলী'র কয়েকটি কবিতায় পাঠক তার পরিচয় পেতে পারেন। 'নিষিদ্ধ প্রেম' কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে এসে গিয়েছিল—এমনকি সমাজ-বিগর্হিত পতিতারাও কাব্যে ঠাঁই পেতে শুরু করেছিলেন তাদের বেদনাবিদ্ধ পশ্চাৎপট নিয়ে। 'স্রোতের ফুল'-নামে যে-কবিতাটি মানকুমারী লিখেছিলেন, সেটি 'একটি পতিতা অল্পবয়স্কা রমণী-দর্শনে লিখিত'। সেকালের এক ঘরণীর পক্ষে পতিতাদের নিয়ে কবিতা-রচনা কম দুঃসাহসের পরিচয় ছিল না। ঘৃণার পরিবর্তে এই কবিতায় আছে সমবেদনা এবং স্নেহমমতা :

আমাদের ভয়ে ফুল যদি ভেসে যায়
যদি অনুতাপী পাপী প্রীতি নাহি পায়,
বৃথা গান ধর্মগীতি
বৃথা ভাণ 'বিশ্বপ্রীতি'
আমাদের এ জীবন বৃথা এ ধরায়!
আয় তোরা বাঁচি-মরি
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ি,
বাঁধিয়া আনিব ফুলে স্নেহ-মমতায়।

২

ছোটবেলায় বাবার কাছে পুরাণ শুনে একটা আদর্শবোধ মানকুমারীর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। পাঠক তাঁর কবিতায় এই আদর্শবোধকে লালিত হতে দেখবেন। এই পুরাণ তাঁকে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে কাব্যরচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'বীরকুমারবধ কাব্য' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহিলাদের মধ্যে কবি হিসেবে তাঁর কাছে আদর্শজন ছিলেন দীপনির্বাণ-ছিন্নমুকুল-এর রচয়িত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী। আর দাম্পত্য-জীবনে তাঁকে নিত্য প্রেরণা দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবুধশঙ্কর বসু। পিতা ও স্বামীর বাইরে আরও একজন তাঁর জীবনে আদর্শের ধ্রুবতারাটিকে জাগরূক রেখেছিলেন—তিনি 'সখা'-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'তেও তিনি অনেকদিন লিখেছিলেন। বিধবা-রমণীদের কর্তব্য বিষয়ে সচেতন মানকুমারী এখানে লিখেছিলেন, 'বনবাসিনী'-নামে একটি উপন্যাসকল্প রচনা। বাঙালি রমণীদের প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন, 'নব্যভারত' পত্রিকাতেও।

মানকুমারীর কবিতাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—সামাজিক, প্রাকৃতিক, জাতীয়তা বা স্বাদেশিক, সাময়িক ঘটনা, পৌরাণিক ও শিশুদের জন্য

রচিত কবিতা। হৃদয়ের ভক্তি ও বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি'র ঈশ্বর, শিবপূজা-প্রভৃতি কবিতায়। তাঁর ঈশ্বরবোধে যে বিশেষ কোনো অর্ন্তদৃষ্টি ছিল এমন নয়—তবে প্রকৃতির মাধুর্যে তা অনুপম। ঈশ্বর-পূজার উপকরণ হিসেবে তিনি পাখির গান ও পুষ্পের সৌরভকেই স্মরণ করে হিন্দুভাবনার পরিচয় রেখেছেন।

নারীর প্রেম ও ভালোবাসাকে মানকুমারী একটি বিশেষ আদর্শের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। পুরুষ যে দেবতা, এই চিরাচরিত বোধ সত্ত্বেও তিনি প্রশ্ন করেছেন বিপরীত দিক থেকে : কজন পুরুষ তাঁর পত্নীকে দেবীরূপে দেখতে পারেন। তা যদি তাঁরা পারতেন, তাহলে জগৎটা অনেক বেশি সুন্দর হত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরকে লক্ষ্য করেই মানকুমারী সঙ্গত এই প্রশ্নটি সাহস করে উচ্চারণ করেছিলেন। এজন্য একটা গোপন বেদনাবোধ তাঁকে একটি সংগোপন নির্জনতায় নিয়ে যেত :

নীরবে ফুটাব সাধ,
নীরবে শুকাব আশা,
নীরবে কবিতা যত
গাহিবে প্রাণের ভাষা!
জীবনের যত সবি
নীরবে নীরবে হবে,
মরণেরো গায়ে মোর
নীরবতা মাথা রবে।

এমনই একটি অবস্থান থেকে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য অবলোকন করেন :

কোটি বিশ্ব-পূর্ণ এ মহা ব্রহ্মাণ্ড,
কোটি মহাসূর্যে সৌর কি প্রকাণ্ড।
কোটি কোটি তারা কি বিশাল তা'রা,
প্রতিক্ষণ গতি কি দূর প্রকাণ্ড!

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে আমাদের দেশে স্ব-দেশ প্রীতির যে নব-উদ্বোধন ঘটে তার ফলে বহু জাতীয়-সংগীত রচিত হতে থাকে। মানকুমারী এই যুগের শেষ পর্বের কবি। স্বভাবতই তিনিও 'আমরা কারা' শিরোনামে প্রশ্ন তুলেছেন: বিদেশীর পরপদলেহী ভারতবাসী কি আমরা সত্যিই দেশকে ভালোবাসি? তাঁর 'সাধের মরণ' কবিতায় তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য 'ভাইবোন'দের আহ্বান জানিয়েছেন—'উদ্বোধন-সংগীতে' জাগিয়েছেন দেশবাসীর অন্তরে প্রেরণা। 'মায়ের সাধ' কবিতাতেও দেশজননীর দুঃখ। নির্যাতিত-নিপীড়িত দেশবাসীর জন্য তাঁর প্রাণে নিত্য রক্ত ক্ষরিত হত।

আসলে এজন্য যে বলিষ্ঠ চিত্তের প্রয়োজন, এজন্য যে আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন—তা তিনি তাঁর বিভিন্ন সামাজিক কবিতায় তুলে ধরেছেন। কুলীন

কন্যাদের বেদনা, বিধবাদের রিক্ততা, ধর্মের নামে ফাঁকি, সমাজের নানা ব্যাভিচারকে দূর করতে তিনি নারী-জাগরণের আহ্বান উচ্চারণ করেছেন। পাশাপাশি এক 'অন্তঃপুরবাসিনী পতিবিয়োগ-বিধুরা মহিলা-কবির অন্তরবেদনা ভাবে ও ভাষায়' তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট।

মানকুমারীর কবিতা কি আর আমরা পড়ি। সম্ভবত না। অথচ এই আদর্শহীনতার যুগে তিনি যে কত প্রাসঙ্গিক তা বলে বোঝাবার নয়। এই বিস্মৃতপ্রায় কবিকে পুনশ্চ একালের পাঠকদের সম্মুখবর্তিনী করে দেবার জন্য বাংলা কাব্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন 'ভারবি'। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতায় এই সংকলন-কর্মে ব্রতী হয়েছি আমি। পাঠকদের আনুকূল্য অতঃপর আমাদের নিত্য-প্রার্থনার বিষয়।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ বারিদবরণ ঘোষ

সূ চি প ত্র

প্রিয়-প্রসঙ্গ হারানো প্রণয় (১৮৮৪)

কাব্যকুসুমাঞ্জলী (১৮৯৩)

কনকাঞ্জলী (১৮৯৬)

বীরকুমার-বধ কাব্য (১৯০৪)

(প্রথম সর্গ)

বিভূতি (১৯২৪)

সোনার সাথী (১৯২৭)

অগ্রন্থিত কবিতা

অরণ্যে রোদন

১

উহুহু কিসের দায়
পরান পাগল প্রায়
উচাটন মন সদা আকুল হৃদয়,
কি যেন হয়েছে আহা!
যা চাই পাই না তাহা
কি ভাবে যে এত ভাবি সুধিব কাহায়।
কিবা দিবা কিবা নিশি
বিজন-কাননে আসি,
বিরলে নয়ন-জলে বদন ভাসাই,
কি শেল বেজেছে প্রাণে
বলিনে তা কারো সনে
আপনি অনল জ্বালি আপনি নিবাই!

২

শূন্য প্রাণ শূন্য মন
শূন্য জন-নিকেতন
সব যেন শূন্যময় যা হেরি নয়নে
কে যেন অনল জ্বেলে
সুখ-শান্তি দেছে ঢেলে
চির-জনমের মতো, জ্বলন্ত দহনে!

৩

অঙ্কুর উদয় হল
নব পাতা দেখা দিল
হল ডাল—হল ক্রমে কলিকা উদয়
ফুটিতে ফুটিতে ফুল
বাজিল বিষম শূল—
পড়িল দারুণ বাজ তরুর মাথায়!

৪

আর কেন, সব হল—
সব হতে শব হল—
ফুরাইল আশা তৃষা সাধ আকিঞ্চন—
ছিঁড়িল ফুলের মালা
ভাঙিল সাধের খেলা
কমলে পশিল কীট—নাশিল জীবন!

৫

—তবু তো বোঝে না মন
তাই কয় অনুক্ষণ
শয়নে অশনে সদা সে ভাবে মগন,
ভুলে যদি থাকি তুলে
কে যেন তা দেয় ভুলে
যেন কি ঘুমের ঘোরে হেরি সে স্বপন!

৬

সহসা চমকি শেষে
শিশু যথা স্বপ্নাবেশে
প্রাণভরে মন খুলে কাঁদিবারে চাই
অভাগ্য-ভাগ্যের বলে
তাও রে ঘটে না ভালে
বোবার স্বপন কথা ফুকারিতে নাই!

৭

যে দিন গিয়াছে ফিরে
আর তা আসিবে কিরে—
না না না গিয়াছে ভেঙে সে সুখ স্বপন—
যেদিন গিয়েছে আহা,
আর না আসিবে তাহা
গিয়েছে গিয়েছে সব জন্মের মতন!

৮

সিন্ধু মথি সুধা আশে
হলাহল লাভ শেষে
প্রত্যক্ষে ফলিল তাই আমার কপালে!
উহু রে পরান মন

জ্বলিছে যে হুতাশন
নিবিবে না এ অনল থাকিতে ভূতলে!

৯

কেন রে সৌরভ-বহ!
বহিছ, মানব দেহ
কেন রে এমন জ্বলে তব পরশনে?
কেন গো প্রকৃতি দেবি!
এ হেন বিষণ্ণ ছবি—
তুমি মা কিসের দুখে কাঁদিছ বিজনে?

১০

শশী নিশি গ্রহ তারা
কি লাগিয়ে কাঁদে তারা
কার তরে কুমুদিনী ব্যাকুল হৃদয়?
তোমার চরণ ধরি
সুধাংশো! বিনয় করি
কাল হতে আর তুমি হয়োনা উদয়—

১১

সুধাহীন সুধানিধি
বিধির কেমন বিধি
জীবন-লহরী মম শুধু মরু-ময়—
আর তো সহে না প্রাণে
অরণ্যে রোদন গানে
বহিল যে আঁখিধারা কে মুছাবে হায়!!

ঈশ্বর

১

জগদীশ!

এ ভব-ভবন-মাঝে
যেদিকে যখন চাই,
তোমার করুণারাশি
কেবলি দেখিতে পাই।

২

তোমার আদেশে রবি
উজল-কিরণময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ভবিয়ে রয়।

৩

চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা তায়
উছলি উছলি হাসে।

৪

আঁধার গগনে যবে
কোটি তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।

৫

বিহগে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালোবাসি,
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি।

৬

ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষা-ধারা
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তারা।

৭

নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না শুধিতে বলে সদা
তোমারি স্নেহের কথা।

৮

কত যে বাসিছ ভালো
কিছু না জানিতে পাই,
যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই।

৯

ভাঙিলে ভবের খেলা
কোল পেতে দিবে স্থান,
দেখেও দেখিনে, তবু
নাহি ভাব "কুসন্তান"।

১০

নাহি চাও প্রতিদান
নাহি রাখ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভালো
ধন্য বটে ভালোবাসা!

১১

আর কি চাহিব নাথ!
তোমার চরণতলে,
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে?

১২

এইমাত্র মাগি ভিক্ষা
যেভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার, তাই
সদা যেন মনে রাখি।

১৩

যতটুকু, যত বিন্দু,
যা হয় এ ক্ষমতায়,
সাধিয়া তোমার কাজ
যেন এ জীবন যায়?

১৪

করম, করম-ফল
সকলি তোমারি হরি!
ভকতি প্রণতি নাথ!
ধর, এ মিনতি করি।

শিব পূজা

নমো দেব মহাদেব, নমো রাঙা পায়,
পোড়া হাড় ভস্ম ছাই,
ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়;
ভকত-বৎসল হর,
ভকতে দিবেন বর।
মরতে "শিবত্ব" মিলে শিব-সাধনায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?

২

খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় দেখেছি সকল,
দেখেছি সে শচীপতি,
কনক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দনবনে অমরের দল ;
দেখেছি বৈকুণ্ঠ ধামে,
নারায়ণ লক্ষ্মী বামে,
দেখেছি কমলাসনে উজল অনল,
গনিয়া একটি দুটি,
দেখেছি তেত্রিশ কোটি,
দেখেছি গন্ধর্ব-নাগ—স্বর্গ-রসাতল;
এমন আপন-ভোলা,
এমন পরান-খোলা,
এমন রজতগিরি—শ্বেত শতদল,
পবিত্র শংকর কোথা দেখিনি কেবল।

৩

দেখিনি কে সুধা বলি কালকূট খায়,
দেখিনি কে কৃত্তিবাস,
শ্মশানে সুখের বাস,
ভূত-পিশাচেরে পালে প্রীতি-মমতায়;
দেখিনি মড়ার হাড়,
কে করে গলার হার,
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায়,
কার বুকে এত স্নেহ,
প্রণয়িনী-শব-দেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহাতপস্যায়।
অমৃতান্ন পরিপূর্ণা,
কার ঘরে অন্নপূর্ণা,

সতীর গরব তরে কেবা পড়ে পায়
তার প্রেম হেন সাধা,
কে দেয় জায়ারে আধা,
"অর্ধনারীশ্বর" কোথা মিলে দেবতায়?
কুবের ভাণ্ডারী তবু,
সুখ-সাধ নাই কভু,
বিশ্বপ্রেমে দিশেহারা "পাগল" ধরায়
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়?

৪

নমো দেব মহাদেব, নমো ত্রিলোচন,
ভালে শোভে শশিকলা,
গলায় হাড়ের মালা,
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম, বিভূতি ভূষণ;
জ্ঞানময় সদাশয়,
আত্মজয়ী মৃত্যুঞ্জয়,
পুড়ে মরে রিপুকুল খুলিলে নয়ন,
নিষ্কাম নির্বাণদাতা,
বিশ্ববন্ধু বিশ্বপাতা,
অগতির গতি নাথ অনাথ শরণ,
কাহারে পূজিব আব—বিনা ও-চরণ?

৫

সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালোবাসি,
অনাসক্ত অনুরাগী,
সংসারী সংসারত্যাগী,
শ্মশানে সুখের বাস, নিত্য স্বর্গবাসী;
অনাথ-অধম পাতা
সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিদাতা,
রাজরাজেশ্বর তবু ভিখারি উদাসী!
জ্ঞান কর্ম প্রেম ভক্তি,
মিশামিশি শিব শক্তি,
উন্নতি মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি!
সহস্র প্রণাম পায়,
স্মরণে নীচত্ব যায়,
মৃত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি!
যদিও বুঝি না মর্ম,
জানি না ভকতি-কর্ম,
তবুও পূজিব প্রভো। সাজিয়া সন্ন্যাসী,
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালোবাসি।

ভাঙিয়ো না ভুল

১

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
যে কদিন বেঁচে রব,
তোমারে "আমারি" কব,
অন্তিমে খুঁজিয়া লব ও চরণমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

২

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা,
তুমি মোর রচয়িতা,
কি কাজ খুঁজিয়া মম সৃষ্টিতত্ত্ব-মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

৩

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
আমি দাস তুমি প্রভু
আমি হীন তুমি বিভু,
আমারি দেবতা তুমি অমৃত অতুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

৪

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
স্নেহময়ী বসুন্ধরা,
তোমারি সৌন্দর্যভরা,
তোমারি প্রেমের সিন্ধু অনন্ত অকূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

৫

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
তোমারি স্নেহের শ্বাসে,
চাঁদ হাসে রবি হাসে,
তোমারি সোহাগ-মাখা কুসুম-মুকুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

৬

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
পিতা মাতা ভাই বোন
দম্পতির সম্মিলন,
সকলি তোমার দান অমূল অমূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

৭

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
তোমারি ব্রহ্মাণ্ডভূমি,
অনাদি অনন্ত তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

৮

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
তব এ নিখিল বিশ্ব,
তুমি গুরু আমি শিষ্য,
আমারে শিখায় দিয়ো কর্তব্যের মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

৯

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
তোমারি আশিষ-বরে
খাটি যেন তোমা-তরে,
কি দুঃখ? হিংসুক, যদি ভাবে চক্ষুশূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

১০

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
ভয় কি সে শোক-রোগে
ভয় কি অশান্তি ভোগে,
আমার "আমিত্ব" যাহে তুমি তাব মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

১১

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
বুঝি নে বেদান্ত, তন্ত্র,
জানি নে তপস্যা মন্ত্র,
আমি তব, তুমি মম—এই জানি স্থূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

১২

প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
আমি কে? তা বুঝি এই,
তুমি ছাড়া আমি নেই,
আমি তব অণুকণা তব পদধুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

১৩

ভাঙিয়ো না ভুল প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল,
এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গভূমি,

এক অভিনেতা তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল;
ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্,
এ প্রাণ তোমাতে থাক্
ও চরণ বুকে থাক্ হয়ে বদ্ধমূল,
জীবলীলা-অবসানে
ওই প্রেমসিন্ধু-পানে
ছুটিবে জীবন-গঙ্গা করি কুল-কুল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিয়ো না ভুল।

মা

১

তুমি মা! জগৎধাত্রী,
সংসার পালন-কর্ত্রী,
স্নেহময়ী বেশে;
পুণ্য অমৃতের ভূমি,
স্বরগের দেবী তুমি,
মানবের দেশে।

২

কেউ কোথা নেই যার
তুমিই সকলি তার,
জুড়োও পরান;
তাই মা! তোমার নাম
আনন্দ-শান্তির ধাম,
বুকে ওঠে তান।

৩

যে অভাগা শত হেয়,
সংসারের অবজ্ঞেয়,
সদা লভে গালি;
তারি লাগি জুড়ি কর,
বিধি-পায় মাগ বর,
স্নেহ-অশ্রু ঢালি।

৪

কৃতঘ্ন, রাক্ষস, ভূত,
পিশাচ, যমের দূত,

তাবে লও বুকে,
তাবেও "গোপাল" জানি,
স্নেহমাখা কোলে টানি,
চুমো দাও মুখে।

৫

প্রীতিব অমিয়া মূর্ত্তি,
ভকতিব পূর্ণ স্ফূর্ত্তি,
অমৃতেব খনি,
"মা" বলে ডাকিলে মন,
সুধাবসে নিমগন,
শত ভাগ্য গণি।

৬

আমি যে অভাগা দীন,
অবোধ শকতিহীন,
কি জানি মহিমা,
দর্শন বিজ্ঞান তোমা,
বেদ-সংহিতাদি ও মা'
দিতে নাবে সীমা।

৭

চাঁদ ধবে, তাবা ছিঁড়ে,
বুক কেটে, প্রাণ চিবে
আমাবে হাসাও,
কেমন স্ববগ-ধাম,
"দেবতা" কাহাব নাম,
তুমিই শিখাও।

৮

পব লাগি আত্মহাবা
দেখিনি এমন ধাবা
নিশ্বাসে-নিশ্বাসে,
আমাব সুখেব তবে,
কাব প্রাণ হেন কবে,
কাব এত আসে?

৯

তোমারি শোণিত দিয়া,
গঠিত আমার হিয়া,
তব দত্ত প্রাণ;
আমি মা! তোমারি দাস,
তুমিই আমার আশ
তোমারি সন্তান।

১০

মরুদেশে চারু ছায়া,
মরতে স্বরগ-মায়া
সুখ-শান্তি-আশা ;
মানব-করুণা-হেতু,
বিধির পুণ্যের সেতু,
জানিনে তো ভাষা !

১১

হেরিলে তোমারি মুখ,
পুলকে উথলে বুক,
(তাই থাকি) রাত দিন চেয়ে ;
শুধিতে মুখের 'পরে,
আমার যে লজ্জা করে,
তুমি কি মা ! দেবতার মেয়ে ?

১২

এই কর আশীর্বাদ,
সন্তানের এই সাধ,
যে কদিন থাকি ;
বসি তব পদতলে,
ভাসি সুখ-অশ্রুজলে,
"মা" বলিয়া ডাকি।

১৩

কেমন স্বরগ-ধাম,
"দেবতা" কাহার নাম,
বুঝিব মরতে ;
তোমারি তো হাতে গড়া,
তোমারি চরণে পড়া,
আমি কে জগতে ?

মায়ের কুটির

১

আয় তোরা যাদুধন !
দেখিনি রে কতক্ষণ,
ভিজায়ে রেখেছি খুদ, ঘরে গুড় আছে ;
বেশি না তো একমুঠো,

ধব এই দুটো-দুটো,
খাও দেখি সবে মিলি বসি মোব কাছে।

২

ধুলা-মাখা সোনা গায,
মুছাযে দি কোলে আয,
মবি-মবি! কচি মুখ গেছে শুকাইয়া,
আমাব কপাল পোড়া,
কত দুখ পেলি তোবা,
দুখিনী মাযেব পেটে জনম লইযা।

৩

তিনটি এ শিশু ছেলে,
পতি গিয়াছেন ফেলে,
বাছাদেব ভাবনায পবান শুকায,
অবোধ বোঝেনা কথা,
অভাগী কি পাবে কোথা,
সকালে ভাঙিলে ঘুম আগে খেতে চায।

৪

এমনি বিধিব বাদ,
এ সব সোনাব চাঁদ,
দু-বেলা না পায দুটো উদব ভবি,
এ বুকে যে কত আছে,
কব তা কাহাব কাছে,
আঁধাবে কামনা কত গেল মিলাইয়া।

৫

থাকি এই কুঁড়ে ঘবে,
তথাপি বাসনা কবে,
ভালো মন্দ দেই কিছু বাছাদেব মুখে,
ঘুঁটে ভাঙি, কাটি ঘাস
তবুও পবানে আশ
হেসে খেলে খেযে মেখে ওবা থাকে সুখে।

৬

হায!
হেন জন নাই ভবে,
মিঠে দুটো কথা কবে
কেন আমাদের হেন নিঠুব সংসার?
পাড়া-প্রতিবাসী হায়!

দেখিলে সরিয়া যায়,
আমি তো করিনি কভু কোন ক্ষতি কার?

৭

ধনীর দুয়ারে গেলে,
খেপায় তাদের ছেলে,
ছেঁড়া বাস দেখি দেহে রুখু-রুখু চুল,
ক্ষীর-সর যাহা পায়,
দেখায়ে-দেখায়ে খায়,
আমার বাছারা যবে ক্ষুধায় আকুল!

৮

হেরি সে ক্ষুধিত মুখ,
শত বাজে ভাঙে বুক,
জগতে কি ছেলে বুড়ো মায়াহীন হায়!
কারো হায়! পৌষ মাস,
কারো হায়! সর্বনাশ,
তাহারা আমোদ-তরে ওদের কাঁদায়!

৯

আমার তো কত সয়,
এ পরান লোহাময়,
পারিনে ওদের ব্যথা দেখিবারে আর;
কেন তুমি নারায়ণ!
দিলে মোরে হেন ধন,
এ রাক্ষসপুরে কেন বাছারা আমার?

১০

শত উপবাস করি,
কিংবা অনাহারে মরি,
সংসার করে না কভু মুখের জিজ্ঞাসা;
তবু এই তুচ্ছ প্রাণ,
কতই মায়ার টান,
আমি মলে বাছাদের কি হবে রে দশা!

১১

না গো না সকলি সব,
এই সয়ে বেঁচে রব,
শুকাব এ অশ্রুজল ওদেরি হাসিতে;
তোমার চরণে হরি!
এই নিবেদন করি,
নিতি যেন পাই কিছু চাঁদ-মুখে দিতে।

ভিখারিনী মেয়ে

১

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায় ;
কে ও গায় পথে বসি এমন সময়?—
না না না, আমারি ভুল, গান ও তো নয় ;
পরানে কত কি ব্যথা পেয়ে,
কাঁদে এক ভিখারিনী মেয়ে।

২

কত দুখে আহা রে! না জানি,
শুকায়েছে সোনা মুখখানি!
ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কতদিন তেল বুঝি পড়েনি মাথায়!
অই শুন! বড় বেদনায়
নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায়!

৩

"এ জগতে কেউ মোর নাই,
আমি আজ ভিখারিনী তাই;
দুয়ারে-দুয়ারে ডাকি 'ভিক্ষা দাও' বলে,
ঘর নাই, রেতে তাই থাকি তরুতলে,
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল!

৪

ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
অভাগিনী নীরবে তাকায়;
'পাছে রাগ করে' ভেবে কথা বলি নাই ;
তারা কেউ নহে মোর বোন কিবা ভাই;
তাই তারা আমারে ডাকে না!
মোর পানে চেয়েও দেখে না!

৫

এ জগতে কে আছে আমার,
আমারে বলিবে 'আপনার';
আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শুনে,
আমায় জগতে কি গো! কেউ নাহি চিনে?
এ দেশে তো এত আছে লোক,

মোর তরে কেবা করে শোক?

৬

হায় বিধি! আমার কপালে,
মরণ কি আছে কোনকালে?
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা-ও গেছে চলে,
একা আমি পড়ে আছি, এত সব বলে,
ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে,
অভাগারে যমে ভয় করে।

৭

তিন দিন ভাত নাই পেটে,
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে;
আকাশে উড়িছে মেঘ, উড়িছে পরান,
যদি আসে ঝড় জল কোথা পাব স্থান?
এই মাত্র ভিক্ষা দাও হরি!
আজ যেন একেবারে মরি।

৮

দারুণ দুখের জ্বালা সয়ে,
বেঁচে আছি আধমরা হয়ে;
এখন বাসনা শুধু, জনম মতন—
মরণের কোল পাই করিতে শয়ন;
এ জগতে কেউ যার নাই,
মরণ! তুমিই তার ভাই!"

৯

কচি মুখে এ বিষাদ-গান
শুনে কার কাঁদে না পরান?
আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই,
দুখিনীর আঁখি-জল যতনে মুছাই;
আমাদের মানুষের প্রাণ,
কেন হবে নিরেট পাষাণ?

১০

চল্! তোরা ওর হাত ধরে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই;
তা হলে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হলে বা পুলকে হাসিবে!

একা

১

একা আমি, চিরদিন একা,
সে কেন দু-দিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভালো
কেন বা জ্বলিল আলো?
আঁধারে বাড়ায় যথা বিজলির রেখা।
ভুলে-ভুলে ভালোবাসা
ভুলে-ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা!

২

একা আমি এ অবনীতলে
কেহ নাই "আপনার" বলে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি,
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে।
সে কেন পরানে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে।

৩

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তারা,
ভাসিয়ে নয়ন নীরে
দেয় না মাথার কিরে
হাসিলে আসে না কাছে ঢেলে সুধাধারা।
একা আমি একা রই
সুখ দুখ একা সই
সে কেন আমার তরে হত দিশাহারা?

৪

একা আমি—জগতের 'পর
এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,
আমার উঠানে ভুলে
হাসে না কুসুমকুলে
ঢালেনাকো কলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর;
সে, হেন একার ঘরে
কেন অধিকার করে
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর?

৫

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
আমার "দোসর" কেন হবে?
শ্মশান-সৈকত-বুকে
একাই ঘুমাব সুখে
জগৎ-সংসার মোর শত দূরে রবে,
আমারে মমতা-স্নেহ
দেয়নি—দিবে না কেহ,
সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে?

৬

একা আমি চিরদিন একা,
তবু সে দু-দিন দিল দেখা!
এখন বাসনা তাই
কোটি পরমায়ু পাই
তাহারি তপস্যা করি কপালের লেখা।
তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসি-ভরা কান্না-ভরা
জীবনের মূল তত্ত্ব তারি লাগি শেখা!
সে আলোকের আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ!
ওপারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা।
যে কদিন থাকে প্রাণ
এই কোরো ভগবান্!
গাই যেন তারি গান বসি একা-একা।

স্নেহ-প্রতিমা

কোথাকার তুই বালা
কোথাকার তুই?
কোথাকার যাতি বেলি,
কোথাকার জুঁই?
কেন মোরে তোর হেন
মরমের টান?
আমি কি বেসেছি ভালো
দিয়ে শত প্রাণ?
গাঁথিয়া চিকন মালা

নব তারকায়,
আমি কি জড়ায়ে দিছি
তোর ও খোঁপায়?
চাঁদের চাঁদনি কি গো।
মাখায়েছি মুখে?
অমর অমৃতরাশি
ঢেলে দিছি বুকে
দু-জনে কি এক সাথে
খেলেছি সাঁতার?
করেছি কি তোর লাগি
বিশ্ব চুরমার?
কাঙাল গরিব আমি
কি দিয়েছি তোরে?
পরান-টুকুনি তোর
কেন দিলি মোরে?
কেন তোর আঁখি-ভরা
এ ঘুমের ঘোর?
আমি কি কয়েছি তোরে—
"আমি শুধু তোর"?

বর্ষা-সুন্দরী

১

রাত-দিন ঝম্‌ঝম্‌
রাত-দিন টুপ্‌টুপ্‌,
কি সাজে সেজেছ রানী!
এ কি আজ অপরূপ!

২

আননে বিজলি হাসি
গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা
এ আবার কি বাহার!

৩

শিখী নাচে, ভেকে গায়,
মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে
কত করে আয়োজন!

৪

ডুবেছে রবির ছবি—
ডুবেছে চাঁদিয়া-তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে
তরল রজত-ধারা।

৫

উথলিছে গঙ্গা, পদ্মা,
পরানে ধরেনা সুখ,
মরমে রয়েছে ছেয়ে
তোমারি স্নেহের মুখ।

৬

রাত দিন ঝম্ ঝম্
রাত দিন টুপ্‌টুপ্
দেখেছি অনেকতর
দেখিনি তো এত রূপ!

৭

জলদ বিজলি তারা
এ উহার কর ধরে
চলেছে পিছল পথে,
পা যেন পড়েনা সবে।

৮

ভিজে গেল—ভেসে গেল—
ডুবে গেল ধরা খান,
গলে গেল, মেতে গেল
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ।

৯

প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ
শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে
কত কি যে মনে আসে।

১০

জ্যোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত-বায়,
আমি নিতি জেগে থাকি
বরিষার নীলিমায়।

১১

প্রাণ গলে—মন গলে—
দিগন্ত অনন্ত গলে

ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে যেন
প্রেমের তুফান চলে।

১২

কে যেন লুকিয়ে আছে
সে যেন সুমুখে নাই,
কারে যেন ডাকি নিতি
শত প্রাণ দিয়ে তাই!

১৩

সসীমে অসীমে আজ
হয়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন পর
চিনিনে সে দিবানিশি!

১৪

শরত বসন্ত শীত
জানে শুধু হাসাহাসি,
বরিষা! তোমারি বুকে
অনন্ত প্রেমের বাশি!

১৫

সাধে কি বেসেছি ভালো,
সাধে কি আপনা ভুলে
দিয়েছি হৃদয়খানি
তোমার চরণমূলে!

১৬

জ্যোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত-বায়,
ঢালিব আমারি প্রাণ
বরিষার নীলিমায়।

১৭

সবি তো ডুবিছে রানী!
আমিও ডুবিয়া যাব,
চির-সাধনার ফল
তোমাতে ডুবিলে পাব।

জীবন-প্রহেলিকা

১

ছোট বড় ঢেউ তুলিয়া-তুলিয়া
রঙ্গে তরঙ্গিনী চলিছে বহিয়া,

কত ফুল-পাতা-খড় কুটা-লতা
হাসিছে ভাসিছে যেতেছে ডুবিয়া।

২

কোথা যায় কেন? কে জানে কারণ,
সংসারের বুকে মানব যেমন,
কেন আসে যায়? জানিতে না পায়,
রয় এ আঁধারে মুদিয়া নয়ন।

৩

"স্বজন আমার, সম্পদ আমার,
এ ও তা আমারি—আমারি সংসার,
কিবা আমা বিনা?" কিন্তু রে ভাবি না—
কোন কীট "আমি"—আছে কি "আমার"।

৪

শোক তাপ-ক্ষোভে হই হতবল,
প্রণয়ে পাগল, আনন্দে চঞ্চল,
"সুখ" লক্ষ্য করি সদা ঘুরে মরি।
আমি যেন সবি আমারি সকল।

৫

নাহি মানি অন্ত, বুঝি না অনন্ত,
"আমাময় বিশ্ব" জেনেছি নিতান্ত,
"আমি" কে ভুলিয়া, "আমি" তে মজিয়া
হয়েছি আগল পাগল একান্ত।

৬

কোটি বিশ্ব পূর্ণ এ মহাব্রহ্মাণ্ড,
কোটি মহাসূর্যে সৌর কি প্রকাণ্ড।
কোটি কোটি তারা, কি বিশাল তারা,
প্রতিক্ষণ গতি কি দূর প্রচণ্ড।

৭

সে বিরাট বিশ্ব, পরমাণু কণা,
জড়পিণ্ড বই আর তো কিছু না,
পলকে ডুবিছে—পলকে জাগিছে,
ভাবিতে নয়নে পলক পড়ে না।

৮

কত তলে আমি কত ক্ষুদ্রতম,
অণু-রেণু-কণা-পরমাণুসম।
সংসারের অঙ্গে ভেসে যাই রঙ্গে,
এ গরব-দাপ কিসে আসে মম।

৯

কেন রে। ও কথা কেন রে। আবার—
"আমিই সকল, সকলি আমার",

কেমনে ভুলিনু কেমনে মজিনু!
এ দেহ যে হবে চিতার অঙ্গার।

১০

মরণ-স্মরণে মুখ ঢেকে যাই,
মরণের ভয়ে চেতনা হারাই!
কেমনে সহিব আমি যে মরিব,
হরি! হরি! তাই ভুলিবারে চাই।

১১

এত দেখি শুনি তবুও বুঝি না,
"আমাময় বিশ্ব" তবু এ ধারণা,
"আমিই সকল আমিই কেবল"
ভুলেও ভাবি না—"আমি তো কিছু না।"

১২

নহি আমি গ্রহ অথবা তারকা,
নহি সৌদামিনী অথবা করকা,
আমি কি জগৎ? আমি কি মহৎ?
আমি তো শুধুই শ্মশান-বালুকা?

১৩

যাঁর মহাতেজে তেজোময় ভানু,
শৃঙ্গবান্ গিরি যাঁর পদরেণু,
পলকে যাঁহার নিখিল সংসার,
আমিও তাঁহারি ক্ষুদ্র এক অণু।

১৪

"আমিময় বিশ্ব" আর নাহি কব,
বিশ্বময় আমি কত দিনে হব?
কবে বা আমারে ভুলি একেবারে—
এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে দিব।

১৫

কোথা সেই দিন যার শুভক্ষণে
মিলিব অনন্ত—অনন্ত মিলনে—
কবে রে আমার পোহাবে আঁধার,
আমিত্ব ঘুচিবে 'নিত্য'-পরশনে!

কুলীন কুমারী

১

অই শুকানো মুকুল!
বিধাতা ঘুমের ঘোরে

পাঠিয়ে দিয়েছে ওরে,
কপালে লিখিতে "সুখ" হয়েছিল ভুল।
ওর বুকে শুধু জ্বালা
শুধুই আগুন ঢালা,
শরমে-মরমে মরা বিষাদে আকুল,
কি দেখিবি ও তো ভাই! শুকানো মুকুল।

২

অই শুকানো মুকুল
ও নয় হৃদয়ানন্দা
গোলাপ রজনীগন্ধা,
ও নয় চামেলি বেলি মালতী বকুল;
ও নয় লতার হাসি,
বসন্তের স্নেহরাশি,
ও নয় কুমুদ পদ্ম প্রাণময় ফুল,
কি শুনিবি ও তো ভাই। শুকানো মুকুল।

৩

অই শুকানো মুকুল।
ও জানে না নিশি দিবা,
চাঁদিমা, তপন কিবা,
ডাকে না উহার বাড়ি কলকণ্ঠকুল,
বীণায় জাগে না গীতি
জানে না সোহাগ-প্রীতি,
শোনে না স্নেহের কথা মধুর মৃদুল,
কি বুঝিবি ও তো ভাই! শুকানো মুকুল!

৪

অই শুকানো মুকুল।
নীরবে-নীরবে থাক্,
শুকায়ে লুকায়ে যাক্,
মসি-মাখা শশীখানি ঝুলে ভরা ফুল!
ওর গন্ধে মরে ভূত,
পলায় যমের দূত,
এ জনমে ফুটিল না—তরু ছিন্নমূল,
"কুলীনের মেয়ে" হায়! শুকানো মুকুল!

৫

ওর সব সারা হল আঁধারে-আঁধারে,
আঁধারে আনন ঢেকে
আঁধারে আপনা রেখে
কে জানে ও "আত্মদান" করেছিল কারে!
বিফল সে মনোরথ

অগ্নিময় "ভবিষ্যৎ",
হৃদয় ভরিয়া দেছে জ্বলন্ত অঙ্গারে,
জীবন মরণ ওঁর আঁধারে-আঁধারে।

৬

কার যেন "বরমালা" দিয়েছিল গলে,
কি এক ঘুমের ঘোর
লেগেছিল চোখে ওর,
অলক্ষ্যে সে মোক্ষলাভ, স্বপন বিভলে!
কত বর্ষ যায় আসে
স্মৃতি চূর্ণ বুকে ভাসে,
বিষাক্ত অমৃতে দিয়া চিরদিন জ্বলে!
ধর্ম অর্থ মোক্ষ ধাম
"পতি" কি তাহারি নাম?
আজো বুঝি সেই ঢেউ ভাঙা বুকে চলে?
কি যে আরামের ঠাঁই
তাও বুঝি মনে নাই,
চকিতে মন্দারগন্ধ মরমে উছলে।
আজি ভিক্ষা—উপবাস,
তবু প্রাণে হরি আশ,
বড় সাধ একদিন 'আপনার' বলে।
সেই আশে প্রাণ রাখা,
সদা পথ চেয়ে থাকা,
সে হতাশে বুক ভাসে নয়নের জলে,
রাতারাতি বরমালা দিয়েছিলে গলে।

৭

বরমালা দিয়েছিল ব্রহ্মশাপ ফলে
কি জানি কেমন পাপ!
পাষাণ আপন বাপ!
স্নেহের কনকলতা ডুবায় অতলে।
রাক্ষস পিশাচ পতি,
তার শুধু "বিয়ে" গতি,
জানে না সে পাপমতি "জায়া" কেন বলে।
সে শুধু বিবাহ পাশ
গলায় লাগায়ে ফাঁস,
শোণিত শুষিয়া খায় মর্যাদার ছলে!
কোথা বা সতিনীদলে
এ উহারে পায় দলে,
মরমে মরমে মরি কি আগুন জ্বলে!
সহস্র শ্বাপদে খায়,

হৃদি-পিণ্ড পিষে যায়,
মানব! শাবাশি তোরে এ অবনী-তলে!
কি জ্বালা যে ফণি-বিষে
তোরা তা বুঝিবি কিসে?
কি বুঝিবি কত জ্বালা বল্লালী-অনলে।
জানিনে রমণী-হৃদি
কি দিয়ে গড়েছ বিধি,
আগুনে পাহাড় ভাঙে, লৌহ তাপে গলে,
রমণী ম'ল না পুড়ে বল্লালী-অনলে।

৮

কাঁদ্ তোরা অভাগিনী! আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি,
ক-ফোঁটা নয়ন-বারি—
ভগিনি! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব;
যখন দেখিব চেয়ে—
অনূঢ়া "প্রাচীনা মেয়ে",
কপালে জোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব,
যখন দেখিব বালা
সহিছে সতিনী জ্বালা,
তখনি নয়ন জলে বুক ভাসাইব;
সধবা বিধবা প্রায়
পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ
দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে বোন! কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।

সহমরণ

১

আয়রে কৃতান্ত! প্রাণের দোসর!
তোরে পরশিবে বিধবা বালা,
অনলে পশিয়া এড়াবে হাসিয়া
অসহ্য বেদনা বৈধব্যজ্বালা!

২

ধক্ ধক্ ধক্ জ্বল হুতাশন!
স্বন্ স্বন্ স্বন্ বহ সমীরণ!

কল কল কল আইস তটিনি!
সতী-দেহ দেহে মিলাও অবনি!
ভারতের কথা জগতে যাক
অনলে পুড়িয়া জুড়াক যাতনা,
জগৎ-সংসার এ পারে থাক্।

৩

নিভিছে তপন, ঢাকিছে চন্দ্রমা,
খসিয়া পড়িছে তারকা সবে,
শূন্য, শূন্যময় এ মহা আঁধারে
কি নিয়ে অভাগী জগতে রবে।

৪

প্রভাত পরশে হাসে দিক্‌বালা,
ফোটে ফুল মৃদু পবন-ভরে,
গায় বিহঙ্গম জাগে জীবগণ,
শুধুই একটি প্রভাত তরে।

৫

ভারত-বালার কিবা আছে আর?
প্রাণের সহায় কেবল পতি,
হৃদয়ের বল, দাঁড়াবার স্থল
জীবনের পথে একই গতি।

৬

দেখেনি রমণী রবির কিরণ,
দেখেনি চাঁদিমা তারকা-রাশি,
হৃদয়ের আলো পতি-অনুরাগ,
অমৃত তাঁহারি আদর-হাসি!

৭

সেই দেবতার মূরতি-মোহন
পরতে-পরতে হৃদয়ে আঁকা,
তাঁহারি প্রণয় জীবনী-শকতি,
রমণী-জীবন তাতেই রাখা।

৮

প্রাণের দেবতা সেই পতিধন
বিদায় মাগিয়া চলিলা যবে,
কাঙালিনী তার এ শূন্য শ্মশানে
আধখানি প্রাণে কি করে রবে!

৯

জীবন-রতনে হারায়ে—জীবন—
ছার দেহ-মাঝে কেমনে রয়?
থাক্ রে জগতে জগতের লোক,
বিধবার তরে জগৎ নয়!

১০

কিসের সংসার কিসের বা ঘর?
কি বাঁধনে আর বাঁধা সে হবে?
হারায়ে ফেলিয়ে সরবস্ব ধন,
কি নিয়ে অভাগী জগতে রবে?

১১

আয় রে কৃতান্ত! করুণা করিয়া,
ভিখারিনী তোর বিধবা বালা
বারেক পরশি জুড়াও তাহার
মরম-আগুন বৈধব্যজ্বালা!

১২

অসহ্য বেদনা বৈধব্য যাতনা,
এ যাতনাসম আর কি আছে?
অনন্ত অশনি অনন্ত মরণ
সব হারি মানি ইহারি কাছে।

১৩

সধবার বেশ পরিয়া ললনা
পতি শব বুকে যতনে ধরে,
দেখ রে মানুষ! দেখ রে দেবতা!
এ মরণে সতী কি সুখে মরে!

১৪

ধু ধু ধু ধু অই গরজে অনল,
হু হু হু হু ছোটে তরঙ্গ সকল,
স্বন স্বন করি বহিল সমীর,
ফুরাল ফুরাল সে দুটি শরীর!
পতি-দেহে সতী হইল লয়।
আবার জগতে হাসিবে তপন,
খেলিবে তটিনী নাচিবে পবন
বারমাস ঋতু সঘনে চলিবে
অতীত-কাহিনী এ ভবে বলিবে,
করিবে পুরুষ দ্বিতীয় সংসার
সহমৃতা সতী ফিরিবেনা আর
তাহার জীবন অনন্তময়।

১৫

তুমি রে কৃতান্ত অনন্ত-করুণ,
কোলে ঠাঁই দিলে বিধবা বালা,
তোমার প্রসাদে হাসিয়া এড়াল
অসহ্য-বেদনা বৈধব্যজ্বালা।

শোকোচ্ছ্বাস*

১

ওরে কাল! কি করিলি
কারে আজ কেড়ে নিলি!
কেমনে এমত জ্যোতিঃ সহসা নিবালি?
কাঁদালি কাঁদালি কার—
ভাই-বন্ধু-পরিবার
এঃ! আবার বঙ্গ-মার কপাল পোড়ালি!

২

ছাড়ি এ অমরাবতী
কোথা যাও মহামতি!
কোথা যাও ফেলি তব সোনার সংসার?
প্রিয় পুত্র-কন্যা-দারা
কোথায় রহিল তারা?
একেলা চলিলে সব করিয়া আঁধার!

৩

কি দুঃখ কি অভিমানে
এতই বেজেছে প্রাণে,
এ ইন্দ্রত্ব পানে আর চাহিলে না ফিরে!
তুচ্ছ তৃণরাশিপ্রায়
অবহেলি সমুদায়,
চলেছে অজানা দেশে আলো কি তিমিরে।

৪

ধর্মশীল সত্যপ্রাণ,
জিতেন্দ্রিয় সুবিদ্বান্,
লক্ষ্মী-সরস্বতী সদা ঘরে বিরাজিত,
স্বদেশ-কল্যাণে রত
উচ্চ সাধ অবিরত,
কোমলতা-মধুরতা মরমে পূরিত।

৫

গৃহলক্ষ্মী শুদ্ধমতি
সরলা সুশীলা সতী,
পতির মঙ্গলচিন্তা করে কায়মনে,
"আশু"—এ অমূল্য নিধি,
যারে দিয়াছেন বিধি,
কিসের অভাব তাঁর এ ভব-ভবনে?

---

* স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

৬

এ সুখ-সম্পদ হায়
অবহেলি সমুদায়
কোথা যাও মহামতি! কি সুখ লভিতে?
কি কাজ রয়েছে বাকি
এ জগতে হল না কি?
যাও তাই বিভু-আজ্ঞা যতনে পালিতে?

৭

সে দেশে কি ধনহীন—-
কাঁদিছে কাঙাল-দীন?
ত্বরায় যেতেছ তাই করিতে সান্ত্বনা?
রোগার্ত ঔষধ পাবে,
ক্ষুধার্ত আনন্দে খাবে,
তোমারে ডাকিছে বুঝি, বিলম্ব কোরো না?

৮

অথবা পেয়েছ ব্যথা
জানি সে দারুণ কথা,
সেদিন কনিষ্ঠ সুত গিয়াছে ছাড়িয়া;
পুত্রশোক হৃদি-মাঝে
বাজের অধিক বাজে,
গেল কি ও হৃদি তাই শতধা হইয়া!

৯

না—না তুমি মহাজ্ঞানী,
মহাধৈর্যশীল মানী,
শোক-দুঃখ সঁপে সাধু পরমেশ-পায়;
নাহি জানি কেন কেন
উদাসীন বেশে হেন
সর্বস্ব ত্যজিয়া আজি চলিছ কোথায়?

১০

হয় তো এ বসুন্ধরা
জরামৃত্যু—স্বার্থ-ভরা,
বিষের বাতাস বুঝি লেগেছে ও গায়?
দেবতা আদরে হায়
লুকাতে লইয়া যায়,
সেই চারু দেব-দেশে যতনে তোমায়।

১১

কি দারুণ গণ্ডগোল!
কি গভীর হরিবোল।
বঙ্গভূমি-মৃত-বক্ষে একি বজ্রাঘাত!
দেশের উজ্জ্বল নিধি,

অকালে হরিল বিধি,
"গঙ্গাপ্রসাদের" দেহ হইল নিপাত।

১২

উহুঃ কি বিষম কথা!
প্রাণে-প্রাণে লাগে ব্যথা,
মধ্যাহ্নে তপন আজি পড়িল খসিয়া;
এ দুঃখ এ শোকোচ্ছ্বাসে
বঙ্গ-অভাগিনী ভাসে!
আকাশে সুধাংশু-রবি উঠিছে কাঁদিয়া।

১৩

তুমি তো চলিছ গঙ্গে!
মিশিতে সাগর-সঙ্গে,
দিগন্তে লইয়া যাও এ দুখ-বারতা;
কহিও মা! দূরাদূর—
"শূন্য সে ভবানীপুর",
বঞ্চিত 'প্রসাদে' তব করেছে বিধাতা।

১৪

মাতৃগণে দিতে শিক্ষা
কে রচিবে "মাতৃশিক্ষা"?
কে চাবে ঘুচাতে দেশে অকাল-মরণ?
অনাথ-দুর্বল-জনে
কে আর সদয় মনে
করিতে অভাব দূর করিবে যতনে?

১৫

পবিত্র জাহ্নবীকূলে
আগুন উঠিছে জ্বলে—
সুখ-সাধ-শান্তি-সহ এক অবলার;
তার রবি-তারা-শশী
পলকে পড়িল খসি,
আজ হতে হল তার জগৎ আঁধার!

১৬

সুভগা সরলা আজি
রহিল বিধবা সাজি!
শত চিতা রাবণের হৃদয়ে বহিয়া;
লিখিতে পরান ভরে,
লেখনী খসিয়া পড়ে,
বিধাতঃ! কি বেশে কারে দাও সাজাইয়া!

১৭

যাও তবে যশোধাম,
সেথা সে স্বরগ নাম—

অজর অমর দেশ সুখ-শান্তিময়,
রোগ শোক তাপ-শূন্য
আনন্দ অমৃত-পূর্ণ,
ধার্মিককুলের চির পবিত্র আলয়।
সাধি জীবনের কাজ
যে মহাত্মা যায় আজ,
পসারি স্নেহের কোল লবে কি তুলিয়া।
শান্তিময় পরমেশ।
শান্তিপূর্ণ কর দেশ,
থামাও শোকার্ত প্রাণ করুণা করিয়া।

উচ্ছ্বাস*

১

কেন আজি বঙ্গমাতা অশ্রুমুখে হাসিছে?
কেন তাঁর শুষ্ক হৃদি উথলিয়া উঠিছে?
বঙ্গের সন্তানগণ
এক মন এক পণ
কিসের উৎসবে আজি এ উদ্যমে মাতিছে?
"বাণী বর পুত্র" নামে কেন দেশ ভরিছে?

২

স্বভাবের শিশু, "বঙ্গ কবিকুলেশ্বর"
বাল্মীকির প্রিয়ানুজ, বঙ্গের হোমর,
আজি তাঁরে সমাদরে
বঙ্গবাসী পূজা করে।
পাষাণে চিত্রিত ওই সমাধি উপর—
"শ্রী মধুসূদন দত্ত অক্ষয় অমর।"

৩

রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গ যেই নিধি-পরশে
যে দিলা অমূল্য মালা মাতৃভাষা-উরসে,
যাবৎ উদিবে রবি,
অমর রবে সে কবি,
"মক্ষিকা গলেনা কভু অমৃতের সরসে"
মরিবে কি "বাণী পুত্র" মার কোলে—স্বদেশে?

* স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গঠিত।

৪

যার "মধুধ্বনি" শুনি মোহিল ভুবন,
কেমনে ভুলিবে বঙ্গ সে "মধুসূদন"?
নিয়ত সে বীরনাদ
নিনাদিছে "মেঘনাদ"
"বীরাঙ্গনা", "ব্রজাঙ্গনা" চমকিছে মন।
ভুলিবে কি বঙ্গমাতা "আঁচলের ধন"?

৫

পেয়ে ও মধুর স্বাদ "বিজাতীয়" ভুলিয়া
ইংরেজ ফরাসী সবে উঠেছিল মাতিয়া,
ধন্য সেই প্রতিভায়,
ধন্য সেই কল্পনায়,
দিয়াছে অবনীতল চমকিত করিয়া।
কত পাষাণেব প্রাণ পড়িয়াছে গলিয়া!

৬

বঙ্গের উজ্জ্বল মণি "শ্রীমধুসূদন",
কশ্যপ ঋষির কুলে অমূল্য রতন।
কোথা ঘর কোথা বাড়ি,
কোথা বা সাগরদাঁড়ি,
কোথা উদাসীর মতো ত্যজিলে জীবন,
ভুলিব না এ বেদনা জনমে কখন।

৭

সে দিন—সে কাল দিন মনে জেগে রযেছে,
যে দিন ভারত-বক্ষ "মধুহীন" হয়েছে!
হায় রে! অশুভক্ষণে
আধা পথ মায়া-বনে
আঁধারিয়া বঙ্গাকাশ সে হিমাংশু নিভেছে!
সুখের স্বপন মার জন্মশোধ ভেঙেছে!

৮

গাহিতে গাহিতে বীণা সহসা থামিল,
ফুটিতে ফুটিতে রবি জলদে ঢাকিল,
বঙ্গ-দুখিনীর ধন,
ভারতের আভরণ,
না জানি অতল জলে কেমনে পড়িল!
ছিল সে আঁধারে ভালো কেন আলো দিল?

৯

যা হবার হয়ে গেছে কি হবে তা বলিলে?
কে তারে রাখিতে পারে বিধি নিজে হরিলে?

অভাগিনী বঙ্গভূমি!
কেন মা! কাঁদিছ তুমি?
ফিরে কি আসিবে কবি সকরুণ ডাকিলে,
আসে কি মরিতে কেহ স্বরগেতে থাকিলে?

১০

মায়ের আদর্শ-সম তুমি মা গো! থাক,
মধুর "শ্রীমধু" নাম বুকে গেঁথে রাখ,
ধন্য তুমি নামে তাঁর!
তব অঙ্ক অলঙ্কার—
এই সমাধির ক্ষেত্র। শূন্য হৃদে আঁক।
আব মিছে কেঁদে তোমা কাঁদাইবনাকো।

১১

সুললিত নব তানে দেশে-দেশে গাইয়া
হেথা আসি কল-কণ্ঠ পড়িয়াছে ঘুমিয়া,
আপনি মা বসুমতী
দিয়াছেন কোল পাতি,
ছুটিছে জাহ্নবী সুখে কবি-শিব চুমিয়া,
রয়েছে প্রকৃতি-শিশু এইখানে ঘুমিয়া!

১২

শুভ জীবনের ব্রত কবি সমাপন
আরাম লভিছে হেথা "ভাবত-বতন",
তবে মা জনমভূমি!
কেন গো ব্যাকুলা তুমি?
অজর অমর তোর "শ্রীমধুসূদন"—
কর তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ 'পর আভরণ।

১৩

অথবা সাধে কি তুমি উঠিয়াছ উথলি,
মধুহীন হৃদে আজি মধু-মাখা সকলি।
কৃতজ্ঞতা-রসে ভাসি
আজি যত বঙ্গবাসী
পূজিছে কবিবে তাই সুখোৎসব কেবলি,
মধুহীন দেশে আজি মধু-মাখা সকলি!

১৪

যে ঋণে বেঁধেছ কবি! বঙ্গবাসীগণে
সে ঋণ শুধিতে কেবা পারে এ জীবনে?
কেবা সে শকতি ধরে
লেখনী ধরিয়া করে
করিবে মনের সাধে তব যশোগান?
আমি কোন্ ক্ষুদ্র কীট কতটুকু জ্ঞান!

১৫

তব এ হৃদয় কিনা উথলিয়া উঠিছে,
বিষাদ-আনন্দোচ্ছ্বাস তর-তব ছুটিছে,
তাতেই আপনা ভুলি
মরম-মরম খুলি
গাহি এ উচ্ছ্বাস-গাথা (যাহা হৃদে আসিছে)
তোমারি উৎসবে দেব! এ পবানও মাতিছে।

১৬

যে দিকে ফিরাই আঁখি হেন মনে হয়,
আজি যেন ধরাতল চিব-মধুময়।
দিবাকর কর দিয়া
পডিতেছে ছড়াইয়া
সম্মুখে স্মবণ-স্তম্ভ উচ্চরবে কয়—
"শ্রীমধুসূদন দত্ত অমর অক্ষয়।"

১৭

যে লোকেই থাক দেব। দেখ আজ চাহিয়া,
হাসিছে মলিন দেশ তব আলো মাখিয়া,
বঙ্গের সন্তানগণে
করিছে পবিত্র মনে—
এ আনন্দ-মহোৎসব অশ্রুজলে ভাসিয়া
বাখিতেছে স্মৃতিস্তম্ভে তব নাম আঁকিয়া,
আজি কেহ পব নাই,
মিশামিশি ভাই-ভাই,
কি অমৃতধারা দেব! দেছ তুমি ঢালিয়া
নীরব সুষুপ্ত বঙ্গ উঠিছে জাগিয়া।

আমাদের দেশ

১

জাগিয়া রয়েছে তারা! সুনীল আকাশে,
আমাদের নরজাতি
ঘুমেই রয়েছে মাতি,
আমাদের হেথা ভাই! বড় ঘুম আসে;
কত ভাবনায় ছাই,
আজি মোর ঘুম নাই,
এসেছি অভাগা আমি তোমাদের পাশে,
জুড়াক দগধ চিত দেবের বাতাসে।

২

কোথায় আমার বাস শুন সবিশেষ,
মরতে অমরাবতী আমাদের দেশ;
তোমরা স্বরগে রও
জনমি দেবতা হও,
আমাদেরি হয় নিতি নব-নব কেশ;
ভবের মানুষ ভাই!
নিয়ত উন্নতি চাই,
তাই সদা দুখ জ্বালা ভাবনা অশেষ;
উন্নতি কি অবনতি
কি করি কি হয় গতি,
জানি না বুঝি না তবু করি এই ক্লেশ—
যা হোক, "আমরা" তারা! আমাদের দেশ।

৩

আমাদেব দেশ তারা! "সুজলা" "সুফলা"
ছয় ঋতু যায় আসে,
চাঁদ ফোটে রবি হাসে,
আমাদের দেশে করে সুরধুনী খেলা;
বনে শোভে রাঙা ফুল,
গাছে-গাছে পাখিকুল,
আমাদেব দেশে হয় স্বভাবের মেলা,
কোথাও নগর, বন,
কোথা দেব-নিকেতন,
কোথাও শ্মশান, কোথা জলধি অতলা,
রাজ-পুরে ওড়ে কেতু,
নদী-বুকে জাগে সেতু,
জলে-স্থলে বাষ্পযান, তড়িতের শলা।
(রাজার প্রসাদে এই শেষগুলি বলা।)

৪

"মলয়জ-শীতলা" সে আমাদের দেশ,
আমাদের দেশী লোক
বুক-ভরা কত শোক,
নাই সুখ, নাই যেন আরামের লেশ,
সদা ভোগে কর্ম্মভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ
বয়স না হতে কুড়ি, আগে পাকে কেশ।
জাতিতে পুরুষ যারা
লিখি পড়ি হাড়-সারা,
ভাই-ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ;

চারুকান্তি সুকুমার
গায়ে মাখে ল্যাবেন্ডার,
চুলে করে "আলবার্ট"—মাধুরী অশেষ;
কোর্ট শার্ট শোভে গায়,
"ডসনের বুট" পায়,
হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি দেখা যায় বেশ!
গৃহিণী গহনা চায়,
"অবোধ" বলেন তায়
বিলাস নাশিতে দেন শত উপদেশ,
এমনি মানবে ভরা আমাদের দেশ।

৫

আমাদেব দেশে নারী বিচিত্র-মুরতি
লক্ষ্মীরূপা হয় কেহ
কেহ অলক্ষ্মাব গেহ,
কারো বা সপক্ষ কারো বিপক্ষ ভারতী,
জ্ঞানে অন্ধ, ধর্মে কানা,
যুক্তিহীন তর্ক নানা,
উপধর্মে বত সদা অকর্মে ভকতি,
কেউ বড় সাদা সোজা
বহেন সংসার-বোঝা,
কেউ বা বিদ্বেষী বড় "ঘরকন্না" প্রতি,
কেউ হন "মিস্ট্রেস",
কেউ বা শ্রীমতী-বেশ,
কারো বা গাউন, কারো শাড়িতেই গতি;
কেউ বা স্বাধীনা হয়,
কারে বা "অসভ্য" কয়,
কেউ বা কোণের বউ—যা করেন পতি,
যে পথে চালান প্রভু
সেই পথে চলে তবু—
জোগাইতে মন তাঁর হয় না শকতি!
সদা তাঁর আঁখি রাঙা,
কথাগুলি হাড়ভাঙা,
দিবারাতি উপদেশ অযুক্ত যুকতি;
ক্ষণে প্রীতি ক্ষণে রোষ,
দোষে গুণ গুণে দোষ,
রমণী জানে না কিসে মিলিবে মুকতি,
আমাদের দেশে এই নারীর বসতি!

৬

আমাদের দেশে সবে প্রণয়ে-পাগল,
প্রণয়ের কথা নিতি,

প্রণয়ে মাখানো গীতি,
প্রণয়ের নামে সদা চোখে বয় জল!
রবিটি প্রণয়ে আঁকা
চাঁদিমা প্রণয়-মাখা,
গঙ্গার প্রণয়-স্রোত করে ঢল-ঢল
ধরম প্রণয়ে শিক্ষা
করম প্রণয়-শিক্ষা,
প্রণয় ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল;
প্রণয় জ্বালায় ঘরে
প্রণয় বিছানা করে,
প্রণয় যুদ্ধের অস্ত্র, সাহসের বল
নাই ভাই নাই বোন
বাপ-মায়ে নাই মন
প্রণয়ে চিনেছে শুধু প্রণয়ী সকল;
কিন্তু সে প্রণয় হায়!
দু-দিনে ফুরায় যায়,
উড়ে পুড়ে মরে ছেড়ে যায় রসাতল;
মুছে ফেলে প্রিয়-স্মৃতি,
ভুলে যায় প্রেম-গীতি,
'অনন্ত-প্রণয়' ভাই! জোয়ারের জল—
আমাদের দেশে সেই প্রণয়ে পাগল!

৭

আমাদের দেশে তারা। বকাবকি-ভরা,
শুধু হাঁক, শুধু ডাক
শুধুই মুখের জাঁক,
আমাদের দেশে ভাই! শুধু গাল করা;
যে যবে জাগিয়া ওঠে
অসীম অনন্তে ছোটে,
পায়ে যেন বাজে তার এ মাটির ধরা;
আর কেউ তৃণ নয়,
সেই যেন ব্রহ্মময়,
এ বিশাল বিশ্ব তার ছোট এক শরা;
দিনকত ছুটোছুটি,
দিনকত ফুটোফুটি,
তার পরে ফিরে আসে হয়ে আধমরা।
আমাদের দেশ শুধু বকাবকি-ভরা।

৮

আমাদের দেশ ভাই! পার কি চিনিতে?
"সব ছোট আমি বড়,

আমারেই পূজা কর"—
এই কথা সেইখানে পাইবে শুনিতে;
দেখিবে সেখানে ভাই!
কাঙালেরে দয়া নাই,
"আমার" বলিয়া পরে পারে না ডাকিতে;
যে যত শরণাগত,
তারি 'পরে রেখে ততো,
পতিত অধমে যায় চরণে দলিতে;
শুনিলে "উচিত কথা"
বড় গালি পাড়ে তথা,
"ভুল" দেখাইতে গেলে আইসে মারিতে।
পৈতৃক রতনগুলি
দেয় পর-করে তুলি
প্রতিদানে ছাই লয় হাসিতে হাসিতে,
মায়েরে "অসভ্য" বলি,
মাতৃভাষা পায় দলি,
আপনার গুণপনা চায় দেখাইতে।
পাপী গায় ধর্ম-গীতি
উন্মাদে শিখায় নীতি,
অসত্যে সত্যের নাম সুযশ কিনিতে!
যেখানে দেখিবে চেয়ে
আঁধারে রয়েছে মেয়ে,
এ ওর সৌভাগ্য-সুখ পারে না সহিতে,
আমাদের দেশ সেই—পার কি চিনিতে?

৯

"শস্য-শ্যামলা" তারা! আমাদের দেশ,
আছে তথা কয়জন—
নররূপী দেবগণ,
ছয় রিপু পদানত, নাই ভোগাবেশ;
সুপুত্র, সুকন্যা রয়
সুভ্রাতা সুভগ্নী হয়,
সুপতি-সুপত্নী-খ্যাতি লভে অবশেষ;
মরমে অমর শক্তি
বুক-ভরা প্রীতি-ভক্তি,
উদার, সরল, জ্ঞানী, তেজস্বী বিশেষ;
নাহি মনে ছলা-মলা
উঁচু গলা—বোল কলা,
বিধির আদেশে যেন করেছে প্রবেশ,
পরেরে "আমার" বলে,

দলাদলি পায়ে দলে,
অনাথে অজ্ঞানে স্নেহমমতা অশেষ;
তোমাদেরি মতো তারা
পরার্থে আপনা-হারা,
তোমাদেরি মতো তারা বিমল সুবেশ!
কি আর বলিব ভাই!
আজ তবে বাড়ি যাই,
বাঁচি তো আসিব ফিরে—মনে রেখ শেষ,
"বাঙ্গালা মুলুক" ভাই! আমাদের দেশ!

ভগ্ন-হৃদয়

১

ভেঙে দিবে? ভেঙে দাও ভগন-হৃদয়,
ক্ষতি তাহে কার?
ব্যথিত তাপিত প্রাণ
হয়ে যাক শতখান,
অনন্তে মিশিয়া যাক তপ্ত অশ্রুধার!

২

আঁধারে কানন-কোলে ফুটিয়াছে জুঁই,
যাক শুকাইয়া—
গোলাপ চামেলি নয়,
তবে আর কিসে ভয়,
কি সুখে বাঁচাবে তারে সুধা-কণা দিয়া?

৩

জ্বলিছে যে ক্ষুদ্র তারা আকাশের গায়
দূরে—এক কোণে,
সে নয় তপন, শশী,
যায় যদি যাক খসি,
এইটুকু ক্ষুদে তারা, কার পড়ে মনে?

৪

ছুটেছে একটি ঢেউ জাহ্নবীর বুকে
মৃদুল হিল্লোলে,
ওর মতো কতশত
আসে যায় অবিরত
ডুবে যায় ডুবে যাক, অনন্ত কল্লোলে।

৫

গাহিছে তরুর ছায়া যে অচেনা পাখি,
থাক্ না থামিয়া

কত গান কত গীতি
জগৎ শুনিবে নিতি,
বসন্তে গাহিবে কত কোকিল-পাপিয়া।

৬

বহিছে সাঁঝের বায় নীরব সোহাগ—
দিতে বন-ফুলে,
কার বা পরান টানে,
কে চায় উহার পানে?
ও নয় মলয়ানিল মল্লিকা-বকুলে।

৭

নীরবে হাসিছে দীপ ভগ্ন কুটিরে
যায় নিভে যাক,
একটি কণার তরে
কে কোথা বিবাদ করে?
অমন কতটা হবে বিশ্বসৃষ্টি থাক্।

৮

তুচ্ছ এক ভাঙা হৃদি ভেঙে দিবে দাও—
পায় নাও দলে
"উন্নত মহৎ" নয়,
তবে আর কিসে ভয়?
কার বা বাজিবে হায়! শত চির হলে?

৯

ছোটখাটো সুখদুখ ছোট সাধ আশা—
যার মাঝে ভরা,
জীবন মরণ তার
একীভূত একাকার,
মরণ বেশি কি তার, সে তো বেঁচে মরা!

১০

ভেঙেও ভাঙেনি যদি নীরস পাষাণ,
আজ ভেঙে দাও
মরতে "দধীচি-হাড়"
ঘৃণা-উপেক্ষার ভার—
সেই বাজ আঘাতিলে "জয়ী" হতে পাও!

১১

অনাথ কাঙাল দেখে সরবস্ব তার—
পায় দিয়ো ঠেলি,
হোক সে অস্পৃশ্য হেয়,
হোক ঘৃণ্য অবজ্ঞেয়,
মরমে মরিবে তবু, গেলে অবহেলি!

১২

তুচ্ছ এক ভাঙা হৃদি, দাও ভেঙে দাও,
ভেঙেচুরে যাক
ঘৃণা-গালি অবহেলা—
সংসারের পায়ে ঠেলা,
সব ভুলে অণু, রেণু, কণা হয়ে থাক্!
নিভে যাক ক্ষীণ আশা,
শেষ প্রীতি ভালোবাসা,
ভাঙা বুক ভেঙেচুরে চির শান্তি যাক,
সব ভুলে কণা, রেণু, অণু হয়ে থাক!

পিপাসী

১

সব কয় "সুখ সুখ সুখ"
মোর দেখি অনেক অসুখ;
তপত তপন-গায় উষাটি পুড়িয়া যায়
অমায় চাঁদিমাখানি ঢাকে চাঁদমুখ,
শৈশব যৌবন হায়! সময় ফুরায়ে যায়
রোগ-শোক-পাপে ভাঙে মানবের বুক!
মোর কেন এসব অসুখ?

২

এ দশা কি সকলের তরে—
না শুধু আমারি ভয় করে—
শুনি কি আমারি কথা ললিতা বিজলি লতা
অমৃত বদলে বুকে বজ্রানল ধরে?
চেয়ে কি আমারি পানে জলধি নিঠুর প্রাণে
ধরা গরাসিতে চাহে রাক্ষস-উদরে?

৩

আমারে দেখে কি দুখ-বশে
প্রকৃত বিধবা হয়ে বসে?
খোলে সে গহনাপাতি মল্লিকা-মালতী-জাতি
সিঁথির সিঁদুর তার পলকেই খসে?
নিভে যায় সাধ হাসি ভেঙে যায় বীণা বাঁশি
বাতাস বিষাক্ত হয় আমারি পরশে?

৪

যদি

এত অমঙ্গল-মাখা প্রাণ,

তবে মোর কেন এত টান?

মলয়ে বসন্ত ভাসে আমি কেন যাই পাশে

কে বা চাঁদেবে সাধি খুলিতে বয়ান?

জ্যোছনা লাগিতে গায় ফুল ফোটে পাখি গায়,

শিলার কি আসে যায়, সে তো রে পাষাণ!

৫

তবে

এ দেশে যাহার পানে চাই

"সুখ সুখ" সাধিছে সদাই,

আয়ু, যশ, ধর্ম্মধন তাও করি বিসর্জ্জন

সুখেব সাধনা সাধি, দেখিবারে পাই;

কি লোভে যে তার পায় ব্রহ্মাণ্ড বিকাতে চায়

কি মোহিনী মায়া 'সুখ' আজি জানি নাই!

৬

বল্ তোরা 'সুখ' কার নাম,

কোথা তার সুখময় ধাম ?

কেমন মুরতি হয় কি করে সে কথা কয়

আমাদেব দেশে তাব কার মতো ধাম?

কেমনে বা কাছে আসে কেমনে বা ভালোবাসে

কিছু না জানিনু তারে শুধু খুঁজিলাম।

৭

কত বার মনে আসে তাই,

"সুখ" বুঝি সত্য কেহ নাই,

এ মরত মরুভূমি মরীচিকা সুখ! তুমি

আকুল পিপাসী আমি ধরিতে বেড়াই!

চকিতে চমক দিয়ে কোথা যাও লুকাইয়ে,

নিঠুর তামাশা এত শিখেছ কি ছাই।

৮

তোরা সব বল্ মোর কাছে

সুখ কি তোদের দেশে আছে?

নাই সেথা শোক তাপ নাই অবিচার পাপ

মরণ রহে না লুকি জীবনের পাছে?

সবার প্রসন্ন মুখ সরলতা ভরা বুক

স্বরগ মরত সেথা দুয়ে মিশিয়াছে?

৯

তবে আমি সেইখানে যাব,

পরানের পিপাসা মিটাব!

আমারে গরিব বলে দিবিনে তো পায়ে দলে?
তোদেরি রতনে মোর ভাণ্ডার পূরাব!
তোরা যাবি আগে আগে আমি যাব পা-র দাগে
তোদের মধুর ছায় এ হিয়া জুড়াব!

১০

তোদের তো মুখ ভরা হাসি
আমি কেন আঁখি জলে ভাসি?
না হয় অভাগা দীন না হয় শকতিহীন
না হয় সুখের আমি নিত্য উপবাসী!
এবার তোদেরি সুখে পূরিব এ শূন্য বুকে
অফুরন্ত সুধা পাবে অনন্ত পিপাসী!

১১

তোরা যারা সবার সবাই,
আমিও তাদের হতে চাই;
সকলে হাসিতি যদি আমি কেন নিরবধি
হাসির জগৎখানি বিষাদ মাখাই!
চল্! তোরা আগে-আগে আমি যাব পা-র দাগে
আমারে কি দেব-দেশে তোরা দিবি ঠাঁই?
অনন্ত সুখের আশে এসেছি তোদের পাশে
তোরা কি আমার হবি সহোদর ভাই?
আমার জগৎ বিশ্ব স্নেহে কি করিয়া শিষ্য
কানে-কানে ইষ্টমন্ত্র শিখাবে সদাই?
আমি কি মিটায়ে আশা দিব তারে ভালোবাসা
বেঁচে রব তারি হয়ে?—বল্ তোরা তাই,
জীবনের সত্য সুখ পিপাসা মিটাই!

আমরা কারা?

১

আমরা কারা
নিশীথে উঠিছে ধ্বনি,
প্রাণে হয় প্রতিধ্বনি,
শুনি-শুনি হইলাম স্তব্ধ পারা
অই শুন গায় গীতি আমরা কারা?

২

আমরা কারা?
শীর্ণ দেহ জীর্ণ বাস,
মর্মভেদী বহে শ্বাস,

সুখ সাধ শান্তি সব হয়েছি হারা
কি দেখে চিনিব ভাই! আমরা কারা?

৩

আমরা কারা?
নির্মমের সেবা-রত
অক্ষমের পদানত,
অধমের মন তুষি হায় মা তারা
অর্থলোভী স্বার্থপর—আমরা কারা।

৪

আমরা কারা?
ভিক্ষা মাগি আনি দুটো
ছাই ভস্ম এক মুঠো
ক্ষুধায় উদর পোড়ে, নয়নে ধারা,
কেমনে বলিব হায়! আমরা কারা?

৫

আমরা কারা?
ধরিবার কিছু নাই
শুধু ভস্ম শুধু ছাই
হতাশে রয়েছি হয়ে মরমে মরা,
কিসে পরিচয় দিব—আমরা কারা?

৬

আমরা কারা?
মিত্রদ্রোহী আত্মঘাতী
নিঠুর পাষাণ জাতি
আপন সুখের লোভে মায়েরে মারা
অপদার্থ পাপমতি—আমরা কারা?

৭

আমরা কারা?
সে মহাপাতক ফলে
চিরকাল নেত্র জলে
ভাসিব, সকল শান্তি হইব হারা
হা বিধি! তুমিই জান—আমরা কারা?

৮

আমরা কারা?
শিখিতে বিদেশী
মাতৃভাষা আগে ভুলি,
"জ্ঞান" ভাবি অজ্ঞানতা করেছি খাড়া,
কেমনে জানাব লোকে—আমরা কারা?

৯

আমরা কারা—
সভার সমক্ষে বলি
হন্টারের বংশাবলী
জানি না দাদার নাম কি গোত্র তাঁরা,
হায় কি লাজের কথা—আমরা কারা?

১০

আমরা কারা
স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা
ভারতে সমাজ নেতা".
সে ব্যাস বশিষ্ঠ আজি হয়েছি হারা,
বিশ্বের নমস্য গুরু ছিল যে তারা।

১১

আমরা কারা?—
তাই দেশ-জননীর
ঝরে সদা নেত্র-নীর,
অবোধ বুঝি না, হই বকিয়া সারা,
কে চিনিবে এ ব্যাভারে,—আমরা কারা!

১২

আমরা কারা?
কি কব—যে পূজ্য জাতি
উজলি জ্ঞানের ভাতি,
আলোকিত বসুমতী করিল যারা,
কেমনে চিনিবে আজি—আমরা তারা!

১৩

আমরা কারা?—
যাদের দরপ-ভরে
অবনী গরব করে
আকাশে হাসিতে শশী তপন তারা,
কেমনে কহিব হায়—আমরা তারা!

১৪

আমরা কারা
সত্য ধর্ম অনুরক্ত,
মহাশূর মাতৃভক্ত,
ভ্রূভঙ্গে শমন সঙ্গে খেলিত যারা
কি দেখে বুঝিবি তোরা—আমরা তারা!

১৫

আমরা কারা
বাহুবলে জ্ঞানবলে,

ধর্মবলে ধরাতলে,
অনন্যপ্রধান আর্য আছিল যাবা,
আজি আর কারে কব—আমরা তারা!

১৬

আমরা কাবা?—
স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে
লোকশিক্ষা দিত দেশে,
মা দিত শিশুর মুখে অমৃতধারা,
সে বিদুলা মদালসা, জননী তারা।

১৭

আমরা কারা—
এই জীবনে মরা
এই যে "আঁচল-ধরা"
এই যে অধম দীন পতিত যারা,
আজি কি বলিতে আছে, আমরা তারা?

১৮

আমরা তারা—
এ ভগন বক্ষে কি রে
পরান পশিবে ফিরে?
শুকাবে কি কভু আব নয়নধারা?
আর কি দেখিবে ধরা—আমরা তারা।

১৯

আমরা তারা—
মুছ ভাই! আঁখি জল
শূন্য বক্ষে কর বল,
ত্রিংশ কোটি একেবারে যাবে না মারা,
কলমে জনমে তরু—আমরা তারা

২০

আমরা তারা—
যাক সোনা যাক হীরে
যাক রক্ত বুক চিরে
সব যাক মনুষ্যত্ব হব না হারা,
ব্রহ্মাণ্ড দেখিবে পুনঃ—আমরা তারা!

২১

আমরা কারা?—
নিশীথে উঠিছে ধ্বনি
প্রাণে হয় প্রতিধ্বনি,
শুনি-শুনি চমকিনু, স্তব্ধ পারা,
কে কারে শুনায় আজি—"আমরা কারা?"

মৃত্যু-সুহৃৎ

১

আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে,
বসন্তের নব হাসি
উল্লাসে উঠিছে ভাসি,
মল্লিকা-মালতী-জাতি থোপা-থোপা দোলে,
অঙ্গের সৌরভ তার
তুলনা মিলে না আর,
নন্দনে মন্দার মরি! প্রাণ-মন ভোলে!
আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে।

২

আমি দেখিয়াছি তারে মলয়-বাতাস,
তেমনি মধুর ছটা!
তেমনি আনন্দ ঘটা,
পরানে তেমনি করে মাথায় উল্লাস;
অতি ধীরে অতি ধীরে
হাসে তোষে চলে ফিরে,
অনন্তে ছুটিতে ঢালে অমৃত-উচ্ছ্বাস,
আমি দেখিয়াছি সে তো মলয়-বাতাস!

৩

আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী,
শারদ চাঁদের মতো
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি;
ফুটায়ে বনের ফুল,
উছলি নদীর কূল
জীবন-মেঘের পাশে সেও থাকে বসি,
আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী।

৪

আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী রাগিণী,
সে যখন জাগে যন্ত্রে,
কি জানি কি মোহ-মন্ত্রে—
নিচল নিধর চিত ঘুমায় অমনি;
সে যেন মধুর উষা,
সে যেন দেবের ভূষা,
সে যেন সুখের সাধ, সোহাগের খনি!
আমি দেখিয়াছি সে তো পূরবী রাগিণী।

৫

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময়,
মমতা মাখান প্রাণ,

মুখে মমতাব গান,
বড আদবেব কথা কানে কানে কয়,
কাছে গেলে মিঠা হাসে,
আদবে ডেকে নেয় পাশে—
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
আমি দেখিয়াছি তাবে মধুবতাময়।

৬

আমি দেখিযাছি তাবে মহাযোগে বত,
সে এক জ্বলন্ত যোগী,
সুখভোগে নহে ভোগী,
পোডাযেছে নেত্রানলে পাপ বিপু যত
আশা তাব পবমার্থ,
কোথা কিছু নাহি স্বার্থ,
বিশ্বপ্রাণ-ধ্যানে যেন আছে অবিবত,
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মতো।

৭

নিষ্কাম সন্ন্যাসী সে যে এ মব-ধবায,
তাবে তো চেনে না কেহ,
কবে না আদব স্নেহ,
'আপদ বালাই' বলে ফিবে নাহি চায়,
শত ঘৃণা শত বাগে
তাব হিংসা নাহি জাগে,
সব অত্যাচাব সে তো হাসিযা উডায়,
অথচ সে মহাবীব
ভাঙে ভূধবেব শিব,
দু দণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-নাশ তাব ক্ষমতায,
দু-হাতে সে ভালোবাসা জগতে বিলায।

৮

আমি তাবে চিনি-শুনি, ভালোবাসি তায,
শুনিলে তাহাবি নাম,
উথলে হৃদয়ধাম,
পবান শিহবি উঠে সুধা পডে গায়,
একদিন দূবে—দূবে,
অনন্তে অমবপুরে—
নিয়ে যাবে সে আমারে, কয়েছে আমায়,
সে আমাব কাছে কাছে,
দিন বাত সদা আছে,
পরানে বেঁধেছি পাছে ফেলে চলে যায়,
তার নাম 'মৃত্যু' আমি ভালোবাসি তায়।

অভ্যর্থনা

(কোনও সদ্যোজাত শিশুর প্রতি)

পথ ভুলে এ মর-জগতে
এলি যদি যাদু! আয় আয়!
হৃদয়ের সোহাগ-মমতা,
দিব তোরে সহস্র ধারায়।
স্বরগের এক বিন্দু সুধা,
কিন্নরের 'মোহিনী'র তান—
পরশনে সুখে ভেসে যায়
আমাদের মানব পরান।
চিরদিন অতৃপ্ত হিয়ায়
ধরা বুঝি ছিল তোর তরে,
সাধ আশা পথ চেয়ে ছিল
তোরি লাগি অতৃপ্ত অন্তরে।
ফুলে ফুলে উঠিত কি ভেসে
অই কচি দেহের জ্যোছনা?
মলয়ায় পড়িত কি এসে
তোরি গন্ধ অমর-বাসনা?
জগতের ভালোবাসারাশি
রাখিতে কি নাহি ছিল ঠাই?
আমাদের মাটির ধরায়,
যাদুমণি! তুমি এলে তাই?
আমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস
বুকে বুকে লুকানো গরল,
পরানেও পাপের কালিমা,
তোরে যাদু! কোথা থোব বল?
তবু যদি— দয়াময় বিধি—
দেছে তোরে এ মর ধরায়,
দূর হোক বেদনা যাতনা,
অয়ি যাদু! বুকে আয়-আয়!
উষার নবীন আলো-কণা
চাঁদের প্রথম হাসি-রেখা,
থাক সুখে থাক্ চিরদিন
শুভ হোক বিধাতার লেখা।
তোর অই ক্ষুদ্র হিয়াতলে
থাকে যেন মহত জীবন,
তোমারে করুন জগদীশ,
মরতের উজ্জ্বল রতন।

এই মোর প্রাণের আশিস,
এই মোর প্রীতি-উপহার,
এব মোর শুভ 'অভ্যর্থনা'
আমি কি কোথায় পাব আর?

সাধ

১

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দুটো কথা না কহিতে,
দুটি বার না চাহিতে,
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

২

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
দুদিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

৩

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
সুখ, সাধ, শান্তিগুলি
অকস্মাৎ পড়ে খুলি,
নিভে যায় আশা-বাতি চির-আদরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

৪

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
বুকচেরা ধন নিয়া,
পোড়ায় আগুন দিয়া,
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ-প্রণয়ের
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের!

৫

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দয়া-মায়া-মমতায়,
ঢাকিয়া রাখিতে যায়,

পরের চোখের জল উপেখা পরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

৬

মানব দানব বুঝি বিশ্ব-জগতের—
কুটিল কটাক্ষে চায়,
দুর্বলের রক্ত খায়,
পদাঘাতে ভাঙে বুক দীনকাঙালের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

৭

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
হৃদয়ের পবিত্রতা,
বিশ্বময় বিশালতা,
তাই ঢালি করে পূজা হীন অধমের,
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের!

৮

কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবের—
জরা-মৃত্যু-স্বার্থ-ভরা
শোক-তাপে বেঁচে মরা,
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

৯

এবার তো কর্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
কালের তরঙ্গে ভাসি,
ফিরে যদি ভবে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের।

১০

ফুল হয়ে ফুটে থাক সুখ-সোহাগের—
আমিও অনিল হব,
তোমারি সৌরভ ব'ব,
জুড়াব পরান-মন কত তাপিতের,
এ আমার বড় সাধ চির জনমের।

সুখী

১

ভেবনা "অভাগা" মোরে
ভেবনা "জনম-দুখী",
আমার সুখের কথা
শুন আজি বিধুমুখি।

২

চিরদিন পথে-পথে
ফিরিয়াছি, শ্রান্ত দেহ,
চাহেনি মুখের পানে
নিকটে ডাকেনি কেহ।

৩

একেলা ঢেলেছি অশ্রু
মুছেছি সে আঁখি-জল,
রাখিতে তাপিত মাথা
মিলেনিকো তরুতল,

৪

চাঁদেতে ছিল না সুধা
উষাতে ছিল না হাসি,
ছিল না ফুলেতে শোভা
সংগীতে অমিয়া-রাশি।

৫

হৃদয়ে ছিল না টান
মরমে ছিল না আশা,
ছিল না আমার তরে
এক ফোঁটা ভালোবাসা।

৬

দাঁড়াতে মিলেনি ঠাঁই,
কাঁদিতে মিলেনি বন,
মিলেনি ব্যথার ব্যথী
ধরাতলে একজন!

৭

অনাথ ভিখারি হেন
ফিরিয়াছি দোরে-দোরে,
একটু আদরে কেহ
নিকটে ডাকেনি মোরে।-

৮

সেধে সেধে কাছে গেছি
প্রাণ বিকাইব বলে,
নিঠুর সংসার হায়।
চরণে দিয়েছে দলে।

৯

কি দারুণ সে আঘাত
কি যে হৃদি চুরমার।
কি বেদনা কি যাতনা।
নহে তা তো কহিবার।

১০

এমনি অভাগা দেখি
তুমি ত্রিদেবের বালা,
সাধিয়া লইলে কাছে
আঁচলে মুছায়ে জ্বালা।

১১

সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ
জীবনে রয়েছে লেখা—
মানসে দেবতা-পূজা
স্বপনে স্বরগ-দেখা।

১২

শুকানো পরান মম
ওই স্নেহ ধারা পেয়ে,
বরিষার দূর্বা সম
আবার উঠিল ছেয়ে।

১৩

তোমার মমতা, দয়া,
তোমার সোহাগ, প্রীতি,
এ বুকে নীরবে দিল
জাগায়ে অমৃত-স্মৃতি।

১৪

অনন্ত অভাব মম
মুহূর্তে পূরিয়া গেল,
শূন্য বুকে, মৃত বুকে
অমর জীবন এল!

১৫

ভবে গেল সারা ধরা
পূরে গেল প্রাণ মন,
সে হতে হলেম আমি
সংসারের "একজন"!

১৬

আজি যদি ঠাঁই মোর
নাহি থাকে ধরাতলে,
আমারে জগৎ যদি
শত পদাঘাতে দলে;
সুখ-সাধ সুখ-আশা
হয় যদি অবসান,
শ্মশানে মিশিয়া যায়
সে পূববী বীণাতান ;
তবু, ও অমব গাথা
এ পবান জুড়ি রবে,
তাতেই মবমে মম
অমৃত তুফান ব'বে।

১৭

জপিয়া তোমারি নাম
আনন্দে সকলি স'ব,
দেখেছি যে প্রেমময়ী,
তাই পূজি সুখী হব।

১৮

এ বুকে ও পূত গন্ধ
উথলিবে যতবাব,
ততোই হইব আমি
জগতের "আপনার"!

১৯

কেন ভাগ্যবান্ আমি
আমি কেন চিরসুখী?
সে সুখের ইতিহাস
শুনিলে তো বিধুমুখী!

বিদেশে

আকাশে মেঘের ছায়া—ঘোর আঁধারে,
এসেছি এ কোন দেশে? চিনিনে কারে।
আপনার জন যারা,
কেউ হেথা নাই তারা,
ভিজিল না তপ্ত বক্ষ করুণা-ধারে,
কে জানে এসেছি কোথা, চিনিনে কারে!

এ বিদেশে পর আমি, তাহে অবেলা,
বসে আছি এক পাশে হয়ে একেলা,
এ দেশে তমাল-শাখে
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
না সাজায় দিগঙ্গনা বাসন্তী মেলা!
এখানে নরের হিয়া
রহিয়াছে শুকাইয়া,
তাহারা কেবলি খেলে নিঠুর খেলা—
পদাঘাতে দীন হৃদি ভাঙিয়া ফেলা!

আমার সে "স্নেহভূমি" কতই দূরে—
যেখানে বাঁশরি বাজে মোহিনী সুরে।
যেখানে বিকাল বেলা
নির্ঝরিণী খেলে খেলা,
সুরভি সমীরটুকু বেড়ায় ঘুরে।
যেখানে শ্যামলা গাছে
চাঁপা ফুল ফুটে আছে,
সবে সবা ভালোবাসে পরান পূরে
আমার সে ঘর বাড়ি, কতই দূরে?
যদি মোর স্নেহভূমি "দু-হাত" ধরা,
তবু সে রোগ-শোক-যাতনা-হরা।
তবু তাতে স্নেহ প্রীতি,
তবু তাতে সুখ-স্মৃতি,
তবু তাহে রাশি রাশি আদর ভরা!
সেথা যে বিহগকুল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
আমারি আমারি তারা "নিজস্ব" করা!
হোক না সে স্নেহভূমি "ত্রিপাদ ধরা"!

একেলা রয়েছি আজ পরের দেশে,
সেই সব মনে-মনে জাগিছে এসে!
শুনিতে স্নেহের ভাষ
মরমে অতৃপ্ত আশ!

অন্ধ আঁখি, রুদ্ধ শ্বাস, কি হবে শেষে?
কে জানে বিধির লেখা,
হবে কি না হবে দেখা,
কোন্ স্রোতে কোন্ খানে যাইব ভেসে!
কৃতান্ত বা দেন দেখা "সুহৃদ"-বেশে।

সখী

যারে আমি "মোর" বলি,
সেই নাহি আসে কাছে,
তাই ভয় করে, সখি!
তুমি ফাঁকি দাও পাছে।
এখনো রয়েছি বেঁচে
ওই মুখ-পানে চেয়ে,
এ দেহে শোণিত বহে
তোমারি বাতাস পেয়ে।
হৃদয়ে দেবতা তুমি,
কর্মের উৎসাহ বল,
সুখের উৎসব মম,
বিষাদে আরাম-স্থল;
এই ভিক্ষা মাগি তোরে
দু-খানি চরণ ধরি,
মরমে জাগিয়া থাক্
এ আঁধার আলো করি।
নিশায় হাসিবে শশী
খুলি যবে চন্দ্রানন,
স্বরগ অমিয় নিয়ে
বহি যাবে সমীরণ;
প্রকৃতি, মানিক-ফুলে
সাজাবে গগন-ডালা,
জ্বালাইবে দিগঙ্গনা
উজল আলোক-মালা!
নীরব নিজন পুরী
স্তিমিত আলোক-রেখা,
সংসারের অগোচরে
তুমি আমি রব একা;
ধীরে-ধীরে মহানিদ্রা
নয়নে আসিবে মম,

দেখিব পরান ভরি
ও আনন নিরুপম!
ঢলিয়া পড়িব যবে,
তোরি কোলে মাথা রবে,
বল্‌ দেখি, সোনামুখি!
এ কপালে তাকি হবে?

অসময়ে

অসময়ে, দীনবন্ধো!
সকলে ঠেলিছে পায়,
ঠেলিয়ো না তুমি প্রভো!
দীনহীন অভাগায়।
নীরবে নিভিছে আশা
ভাঙিছে খেলার ঘর,
এ সময়ে, দয়াময়!
তুমি হইয়ো না "পর"
অকৃতী অধমে আজি
কেহ নাহি ভালোবাসে,
সাধিলে, না কথা কয়,
ডাকিলে, না কাছে আসে!
মরমে অনল-জ্বালা
কেবলি জ্বলিছে তাই,
বাসনা, বাঁধন খুলে
সব ফেলে চলে যাই।
না, না, আমি অণু-রেণু
সিন্ধু-তীর-বালি-কণা,
আমার এ মোহ কেন
কেন নাথ! এ যাতনা?
এমনি হাসুক শশী
নীলাকাশ আলোকিয়া,
ভাসুক রজত-ছটা
দশদিক উছলিয়া;
গাউক মধুর গীতি
কাননে পাপিয়াকুল,
আসুক বসন্ত ফিরে
ফুটুক সুরভি ফুল;
জগৎ-সংসার যেন
চাহেনা আমার পানে,

চলি যাক বহি যাক
আপন আপন তানে,
সংসারে "কুগ্রহ" আমি
চাহিয়া দেখিতে নাই,
হেন অভাজনে, বিভো!
দিবে কি চরণে ঠাই?

অন্তিমে

আসিল সায়াহ্নবেলা,
ভাঙিল জীবন-খেলা,
আর কি ডাকিছ, সখে! পথ ছাড়ি দাও,
তামসী যামিনী ঘোর
ঘনায়ে আসিছে মোর
কি আব বলিব কথা, যাও-সরে যাও।

ও মুখ হেরিলে হায়।
কে কবে মরিতে চায়।
অনন্ত জীবন পাই—সেই সাধ আসে,
আর দেখিব না সে কি! —
একটুকু থাক, দেখি।
নিঠুব মবণ ডাকে বেঁধে মহাপাশে!
জানি না কোথায় যাই,
জানিতে শকতি নাই,
জনমের সাধ আশা এই হল শেষ,
এস কাছে—আরো কাছে,
সবি যে গো! বাকি আছে,
পোরেনি আমার আজো বাসনার লেশ?

সুখ-সাধ সুখ-আশা,
দয়া, স্নেহ, ভালোবাসা,
যাহা দিয়েছিলে, এবে সব ফিরে নও,
পারি না সহিতে আর
ও বিবাদ-অশ্রুধার,
আমারে ভুলিয়া যেন তুমি সুখী হও।

সাধে কি যাইতে চাই,
থাকিতে শকতি নাই,
অনন্ত আঁধার প্রাণে ছাইয়া রয়েছে,
দেখিয়ো দেখিয়ো—খুলি
বুকের পাঁজরগুলি
কেমনে পুড়িয়া সব অঙ্গার হয়েছে!

এস কাছে! এস কাছে!
আঁখি মুদি আসে পাছে,
প্রাণভরে চন্দ্রানন বারেক নেহারি,
এখনো শকতি আছে,
আইস! আইস! কাছে,
যেন ও কোমল কোলে মাথা দিতে পারি।
অনন্ত কালের লাগি
আজি এ বিদায় মাগি
জানি না মরণ পরে যাব কোন ঠাঁই,
বল দেখি বল ওরে,
তুমি কি "আমারি" রবে?
মৃত্যু ভুলি অমৃতের দেশে চলে যাই।

আমি কি পাগল?

আমি কি পাগল?
চাঁদে মধুর আলো
কার নাহি লাগে ভালো,
কে না চাহে দেখিতে সে যুল্ল শতদল?
হাসিলে বিজলি মেয়ে
কে না তারে দেখে চেয়ে,
দারুণ নিদাঘ দিনে কে না চাহে জল?
কোন যোগী ধ্যান ভরে
নাহি চায় বিশ্বেশ্বরে,
কে না খোঁজে জীবনের চির লক্ষ্য স্থল?
তবে আমি, সেই মুখ,—
(স্মরি' যা উথলে বুক,
সোনার মন্দার ভরা দিব্য পরিমল!
বিশ্বের সৌন্দর্য-সার
অমূল্য মানিক হার!)
যত দেখি ততো বাড়ে পিপাসা প্রবল,
সেই মুখ যদি হায়!
নাহি কোথা দেখা যায়,
তবু তা ভাবিয়া যদি বহে আঁখি-জল,
তোমরা আসিয়া হেন
"উপদেশ" দাও কেন?
"বৈরাগ্য" "অনিত্য" মোরে শুনায়ে কি ফল?
তোমরা "দেবত্ব" পাবে,

পুলকে স্ববগে যাবে,
আমাব কপালে হবে আঁধাব কেবল ,
হোক না সে মুখ স্মবি
যে আরামে কেঁদে মবি,
কি ছাব তাহাব কাছে তপস্যাব বল?
আমাবে, বৈকুণ্ঠ-গীতি
স্মৃতি তো শুনায় নিতি,
পবান গলিযা হয় গঙ্গা নিবমল।
ভেসে যায় পাপ তাপ,
মলিনতা, মনস্তাপ,
তবঙ্গে তবঙ্গে তাহে ছোটে অবিবল।
—এ সব "অনিত্য" মোব?
তোমাদেব গাব জোব।
আমাব শাশ্বত সত্যে, সে পদ-কমল
তাই ভেবে বেঁচে বব,
তাই পূজে সুখী হব,
তাতেই থাকুক হিযা অটল অচল,
ছাডি জীবনেব লক্ষ্য
কেবা চায শূন্য বক্ষ?
কে ডুবায ইষ্টদেবে জলধিব তল?
তোমবা পাগল নও—আমিই পাগল?

তুমি

আবাধ্য উপাস্য পূজ্য তুমি কি দেবতা সেই?
ছাডিযা অমবাবতী ভূতলে আসিলে এই?
কনক বসন্তে যবে ফুটিত বিমল ববি,
আসিত কি এ পবানে তোমাবি বিমল ছবি?
চাহিয়া শাবদাকাশে দেখিতাম পূর্ণ শশী,
ও সবল মুখখানি তাহে কি থাকিত পশি?
শুনিতাম আনমনে পিক পাপিয়াব গান,
জাগিত কি তাবি মাঝে তোমাবি পবিত্র তান?
নব নীল ববষায় আসিত কি ভাসি-ভাসি,
অনন্ত উচ্ছ্বাস-ভরা তোমাব মহিমারাশি?
আমার পরান মাঝে ফুটিত যে সব ফুল,
তোমারি লাবণ্য সে কি, তুমি কি সকল মূল?
শ্মশানে-তোমারি নামে দিয়া আত্ম-বিসর্জন,
আমি কি এ শত বর্ষ করে আছি জাগরণ?

নিরাকাঙ্ক্ষী

১

কি চাহিব প্রিয়তম!
এ মর-হৃদয়ে মম
কামনা, বাসনা, সাধ কিবা অপূরণ?
দাসীরে দয়াল বিধি
দিয়াছেন যেই নিধি,
স্বরগে মরতে প্রভো! কি আছে তেমন?

২

চাহি না রক্তিম-ছবি—
উষার বালক রবি,
শারদ সন্ধ্যার শশী রজত-বরণ,
চাহি না তারকাকুল—
প্রকৃতির হীরা-ফুল,
চাহি না বাসব ধনু, বরষা-গগন।

৩

চাহি না বাসন্ত বায়—
অমিয়া ছড়ায়ে যায়,
সুকণ্ঠ-দোয়েল-কণ্ঠে মধুমাখা গান,
চাহি না কুসুম-রানী
আধেক ঘোমটা টানি
দেখায় সে হাসি-মাখা আধেক বয়ান।

৪

চাহি না বকুল-তলে
প্রজাপতি দলে-দলে
সাটিন-পোশাক পরি বেড়ায় নাচিয়া;
চাহিনা শুনিতে সুখে
শ্যাম ভ্রমরের মুখে
বসন্ত বাহারে বীণা উঠিছে বাজিয়া।

৫

চাহি না সুমেরু গায়
স্বর্ণ-গঙ্গা বহি যায়,
দ্রবীভূত হেম-স্রোত স্বর্গ হতে আসে;
চাহি না তাহার 'পরে
দেখি চারু শশধরে
বসি' সে সুবর্ণ-শৈলে চন্দন-বাতাসে।

৬

চাহি না নন্দন বনে
দেবের বালিকা সনে

বসিয়া মন্দার-ছায় গাঁথি ফুলমালা,
সেথা মন্দাকিনী-জলে
ফুল্ল স্বর্ণ শতদলে
চাহি না করিতে খেলা মিলি সুরবালা।

৭

চাহি না করি না আশ
অলকা অমরা-বাস,
কুবের-ভাণ্ডারে যত অমূল্য রতন,
রাজ্য কিংবা মহারাজ্য,
নাহিকো আমার কার্য,
ধন মান যশে মম কিবা প্রয়োজন?

৮

কি চাহিব? সবি তুচ্ছ,
তুমিই মহান উচ্চ,
তোমা বিনা ছাই-ভস্ম কি করিব আশা?
তুমি দেব! প্রাণারাম,
স্মরণে সকল কাম,
তব স্মৃতি কোটি স্বর্গ, অমর-পিপাসা।

৯

যে কদিন বেঁচে থাকি,
যেন গো! তোমারে ডাকি,
যোগী যথা যোগীশেরে করে আরাধনা,
দিয়ে শত অশ্রুজল
ভিজায়ে ও পদতল
মিটাই মনের সাধ প্রাণের কামনা।

১০

বল তবে প্রিয়তম!
কে সুভগা মম-সম,
কার তুমি মতি গতি ধ্যান ও ধারণা?
এত সুখে ভরা হৃদি
কারে দিয়াছেন বিধি,
কে ও রাজ্যে একেশ্বরী—অনন্যা প্রধানা?

কি চাই?

সবি তো দিয়েছ বিভো!
ফিরে কি চাইব আর?
বুকে দেছ ভক্তি প্রীতি
চোখে দেছ অশ্রুধার।

সজন নগর দেছ
নীরব বিজন বন,
শুষ্ক মরুভূমি দেছ
দেছ কান্না, দেছ হাসি,
জুড়াতে সকল জ্বালা
দেছ ভালোবাসাবাসি ,
ঘোর অমানিশা দেছ
পুন দেছ শশী রবি
আমি কি চাহিব আর
তুমি তো দিয়েছ সবি ,
যা কিছু "অভাব" দেখি
সব তাহা পূরিয়াছে,
তাই ভয় করে, তুমি
আরো কিছু দাও পাছে,
বোঝার উপর বোঝা
কে পারে বহিতে এত?
অশক্ত দুর্বল হিয়া
সহিতে পারে না সে তো!
তবে এ অতৃপ্তি কেন?—
একটি যে আছে বাকি,
আমি চাই—তুমি-আমি
মিশামিশি হয়ে থাকি!!
তাই যদি কর প্রভো।
জনমের তৃপ্তি পাব,
"এ দাও, ও দাও" বলি
নিতি-নিতি নাহি চাব।

কবিতা রানী

শীতের কুহেলি-ভরা
তমোময়ী বসুন্ধরা,
জ্বলে না একটি আলো গগন-প্রাঙ্গণে;
নীল নভস্তলে থাকি
গাহে না একটি পাখি,
ফোটে না একটি ফুল কুসুম-কাননে।
নদীর আকুল বুকে
বিধবা আনত মুখে
জীবনের পূর্ব স্মৃতি করিছে স্মরণ;

স্বপনে যে সুখরাশি
দেখা দিয়ে ছিল আসি,
এবে তা জ্বলিছে বুকে দীপ্ত হুতাশন।

কোলে শিশু আধ জেগে,
জননী উঠিছে বেগে,
আব নাহি লাগে ভালো "মানিক বতন",

দারুণ বোগেব ভবে
শবীব ভাঙিযা পড়ে,
আসে না আদব তাবে আসে না যতন।

ধবাতল ফাঁকা ফাঁকা,
কি এক অশান্তি-মাখা।
সব যেন কায়া-ছায়া—প্রাণ যেন নাই,

দশদিক্ শূন্য শূন্য,
মানব নৈবাশ্যপূর্ণ,
ধবে যদি সোনা মুঠা হয়ে যায় ছাই।

সহসা নাশিযা কালো
জাগিল ত্রিদিব-আলো,
হাসিল সুমুখী উষা কনক-অচলে,

সবায়ে আঁধাবখানি
উবিল কবিতা-বানী,
নব-পাবিজাত-মালা শোভে ববগলে।

যেদিকে ফিবিযা চায়,
বসন্ত ছড়ায়ে যায,
ফুলে-ফুলে ছেযে যায় মাটিব ধবণী,

দিগঙ্গনা খোলে আঁখি,
কলকণ্ঠে গাহে পাখি,
নীবস জগতে ছোটে প্রেম-মন্দাকিনী।

বসুধা অতৃপ্ত বক্ষে
নিবখে সহস্র চক্ষে,
আকাশ ভবিয়া ওঠে আগমনী গান ,

দেখি সে সোনাব মুখ,
আসে শান্তি আসে সুখ,
মব-নব-বুকে আসে অমর পরান।

দেবতা স্বরগ থেকে
বলিছেন ডেকে, ডেকে,
"জ্বলিতে হবে না আর অশান্তি লাগিয়া,

জুড়াতে বিশ্বের জ্বালা

সৃজিনু কবিতা-বালা,
অমৃতে অমৃতে দিবে অবনী ছাইয়া"।

দেবতা

১

আমরা এ মাটির মানব,
আমাদের ছাই মাটি আশা,
সে দেবতা, স্বরগে নিবাস
তার "স্বরগীয়" ভালোবাসা!

২

বোঝে না সে, উষ্ণ অশ্রুজল
একটি হৃদয় ভেঙে পড়ে,
বোঝে না সে, একটু হতাশে
একটি—সমস্ত প্রাণ মরে!

৩

মানে না সে, মানবের স্মৃতি
এ জনমে মুছিবার নয়,
জানে না সে, মানবের প্রীতি
চিরদিন অমর অক্ষয়!

৪

বোঝে না, এ দুর্দিনের দেশে
মানব কেমনে আত্মহারা,
জরা-মৃত্যু-মাখা ধরাতল
তবু তার কত সৃষ্টিছাড়া!

৫

তাই সে সাধিলে নাহি আসে
কহেনা স্নেহের দুটো কথা,
মোছেনাকো নয়নের জল,
শুনাইয়ে আশার বারতা!

৬

দিল না সে এক দিন তরে
এক ফোঁটা আদর করিতে,
কত চাহে নরের হৃদয়
দেবতা সে পারে না বুঝিতে।

৭

তার তরে ফুলমালা গাঁথি,
হায়! তা যে নীরবে শুকায়,

তার তরে নিত্য ঘর বাঁধি,
সে ঘর বাতাসে পড়ে যায়।
৮
মোরা থাকি মাটির জগতে,
সে লুকি স্বরগপুরে রয়—
তাও বুঝি থাকে সচকিতে,
হেথার বাতাস পাছে বয়!
৯
সুখদা শ্যামলা বরষায়
তার কারো নাহি পড়ে মনে,
শরদের সোনার সন্ধ্যায়
সে কিছু ভাবে না নিরজনে।
১০
থাক্ সে দেবতা হয়ে থাক্
তার সুখে জনমের সুখ,
দেবতা সে "দেবতা" হয়েছে,
ভাবিতে, উথলে পোড়া বুক।
১১
তারি নামে দগধ পরান
আজিও রয়েছে পাপ দেহে,
আমি যে আজিও "আমি" আছি
সে তাহারি অশরীরী স্নেহে!
১২
সেই নাকি অমর-কিরণ
আমারে মাখিয়া দিবে যবে,
ভুলি শোক, তাপ, অভিমান
আমারো "দেবত্ব" লাভ হবে!!

ছায়া

আজি সব ছায়া-ছায়া কেন?
কিছুই ধরিতে নাহি পারি,
বিশ্বের অগণ্য ছায়া যেন
দাঁড়ায়ে রয়েছে সারি সারি!

কোথা হতে আসিছে ভাসিয়া
মৃদুকণ্ঠ বিহগের গান,

কোন্‌খানে চলিছে ছুটিয়া
নির্ঝরের কুলু-কুলু তান?
কোথা থেকে বাতাসে ভাসিছে
কুসুমের মধুর নিশ্বাস,
প্রাণে কেন এমন লাগিছে,—
ছায়া-ছায়া উদাস-উদাস?

কারে যেন খুঁজিছে প্রকৃতি,
তারে যেন নাহি যায় ধরা,
তাই শুধু পথ চেয়ে আছে,
নিয়ে দুটি আঁখি জল-ভরা।

মেঘ-আড়ে চতুর্থীর চাঁদ
হাসিতেছে ম্লান ক্ষীণ হাসি,
লতা থেকে পড়িছে খসিয়া
চুপে-চুপে ফুল রাশি-রাশি।

বসন্তের আনন্দ-আননে
মেখে গেছে বিষাদের ছায়া,
জীবন শ্যামল ছটাখানি
আজি যে প্রাণহীন কায়া!

নৈশ নীলাকাশে দিগঙ্গনা
মগনা হয়েছে কোন্‌ শোকে?
জগতের শোভা, মধুরতা
কার সাথে ভোগ করে লোকে?

শিরীষ-কুসুম

১

কেন আমি ভালবাসি শিরীষ-কুসুম?
ধীরে-ধীরে সোনামুখী
দেয় মধুমাখা উঁকি।
উষার সুরভি শ্বাস, বসন্তের ঘুম,
অমরার আলোকণা, শিরীষ-কুসুম!

২

শিরীষ-কুসুম এক লাজশীলা মেয়ে,
সদা জড়সড় থাকে,
আপনা লুকায়ে রাখে,
দেখেনা তপন, শশী, আঁখি তুলি চেয়ে!

সে যেন কবির "কুন্দ" লাজে গেছে ছেয়ে।

৩

শিরীষ-কুসুম এক মোহিনী রাগিণী,
অতি মৃদু সুরে বাঁধা,
মলয়-বাতাসে সাধা,
ছুঁইলে নুইয়া পড়ে, সদা আদরিণী,
সে যেন উষা-বালিকার নবীন রাগিণী!

৪

শিরীষ-কুসুম বটে "ননীর পুতুল",
তার মতো কোমলতা,
এ মরতে আর কোথা?
কি বা তার উপমান, সবি দেখি ভুল।
পবশিলে অনুরাগে
গায়ে তার ব্যথা লাগে,
কেবা কোথা কচি মেয়ে, তার সমতুল,
কনক-লাবণ্যে হেন করে ঢুল-ঢুল?

৫

শিরীষ-কুসুম মরি! গত-সুখ-স্মৃতি—
বসতি হৃদয়-তলে,
বেঁচে থাকে অশ্রুজলে,
মনে মনে "উপভোগ" এই তার রীতি।
সহে না আঁখির তাপ,
কি জানে কি অভিশাপ!—
চাহে না পরের কাছে সমাদর, প্রীতি।
শিরীষ-কুসুম যেন বিয়োগীর স্মৃতি!

৬

বঙ্গের বালিকা বধূ শিরীষ-কুসুম—
সে গোলাপ, পদ্ম নয়,
নাহি দেয় পরিচয়,
চাহে না সপ্তমে চড়া সুযশের ধুম।
তার সে ঘোমটা মুখে,
মৃদু হাসি, ভরা সুখে,
আধ জাগরণ করে, আধ যায় ঘুম!
কেনা ভালোবাসে হেন শিরীষ-কুসুম?

৭

শিরীষ-কুসুম কার ভালো নাহি লাগে?
সদা স্নিগ্ধ শান্তরূপ,
মধুরতা অপরূপ!
কে না পূজে হৃদি-তলে প্রীতি-অনুরাগে?

পরি রাজরানী-সাজ
চাঁপা, গন্ধা, গন্ধরাজ,
প্রাণ করে ঝালাপালা, সুতীব্র সোহাগে,
শিরীষ-কুসুম, মোর তাই ভালো লাগে।

সে

সেদিন সাঁঝের বেলা
দেখিনু সে একা একা,
মুখেতে কালিমা ঢালা
ঘন নিরাশার রেখা।
কি যেন বলিতে চাহে
বলিতে পারে না হায়।
বুকখানি ভেঙে গেছে
যেন কত বেদনায়।
ঈষৎ আনত আঁখি
ছল ছল বল-হারা
শুধিলে একটা কথা
উছলে পড়ে বা ধারা।
যে সুখ-স্বপন তার
ভাঙিয়াছে বহুদিন,
নীরবে নিশ্বাসে বহে
সেই বিষাদের চিন্।
আজি নাই তার তরে
রবি শশী, সন্ধ্যা, উষা,
প্রকৃতি খুলেছে যেন
মানিক মুকুতা ভূষা।
তার সে মলিন ছবি
নিরখিয়া একবার,
জগতে বহিল ঢেউ
নিদারুণ যাতনার!
সহসা লুকায়ে গেল
ভাঙা মেঘে রাঙা চাঁদ,
নিভিল জ্যোছনা-আলো
ফুরাল সোহাগ সাধ।
আকুল পাপিয়া পাখি

বসিল বকুল-তলে,
কাঁদিল কুসুম রানী
নবীন নীহার ছলে!

বাতাস হতাশ চিতে
দিগন্তে চলিল বয়ে,
বসুধা মলিনা যেন
তারি মলিনতা লয়ে!

সে তো কিছু বলিলনা
ঝরিলনা আঁখি তার,
(তবু) নীরবে জাগিল বিশ্বে
সে নীরব হাহাকার!

নীরবে ঢলিয়া পড়ে
পশ্চিম-অচলে রবি,
সারাটা জগত তবু
মাঝে আঁধারের ছবি।

ওগো!
নীরবে সহিবে সে যে
অনন্ত যাতনা জ্বালা,
তার কথা কে শুনিবি—
সে শুধু বিষাদ ঢালা!

কি ক্ষতি আমার?

১

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
না হয়, আঁধার-মগ্ন
জীবনের সুখ-স্বপ্ন,
না হয়, মলিন প্রাণ আরো অন্ধকার!
না হয়, আপনা ভুলে,
পড়েছি জলধি-কূলে,
না হয়, গ্রাসিতে আসে ভীম পারাবার!—
আমি তো তোমারি, বিভো! কি ক্ষতি আমার?

২

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
আশা ছিল, বন-বালা
গাঁথিয়া মালতী-মালা,
আদরে বসন্ত-ভোরে দিবে উপহার;
আশা ছিল হৃদিতলে,

আনন্দে পরিব গলে,
মনোরম সে মালিকা, দেব-বালিকার!
সে আশা "দুরাশা" তাহে কি ক্ষতি আমার?

৩

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
ভেবেছিনু বসুন্ধরা
বাসন্ত-কুসুম-ভরা,
আঁচলে মলয়া চলে, শিরে তারা-হার;
মুখে পাপিয়ার রব,
মধুর মধুর সব।—
দেখি যে বরিষা নেছে কেড়ে সে বাহার।
জলাভূমি ধরা, তাহে কি ক্ষতি আমার?

৪

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
ঘর বেঁধে মহাবনে
ভেবেছিনু মনে-মনে—
"আনন্দ-আশ্রম" মম সোনার আগার!
অকস্মাৎ মহা ঝড়ে,
সে ঘর ভাঙিয়া পড়ে!
মাটিতে মিশিল হায়! হয়ে চুরমার!
ভাঙিল কুটির যদি, কি ক্ষতি আমার?

৫

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
ভেবেছিনু, কাছে গেলে
দিবে সখী সুধা ঢেলে,
আঁচলে মুছায়ে দিবে তপ্ত অশ্রুধার;
প্রাণের লুকানো ব্যথা
ভুলাইবে স্নেহলতা,
জুড়াবে তাপিত বুক, ছায়া পেয়ে তার,
সে নয় দেখেনি চেয়ে, কি ক্ষতি আমার?

৬

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
বড় সাধ ছিল মনে,
স্বরগে কমল-বনে
পাতিব আসন মম প্রীতি-প্রতিমার;
কনক-মন্দার গলে,
কনকের শতদলে
দাঁড়ায়ে কনকলতা ছড়াবে বাহার!
পূরিল না সে কামনা, কি ক্ষতি আমার?

৭

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
আমা হেরি অহর্নিশ
অমৃত উপজে বিষ,
পলকে নন্দন-বন হয় ছারখার,
পাইলে আমার সাড়া,
মনে করে "লক্ষ্মীছাড়া",
বিরক্ত, আতঙ্কে কেহ খোলে না দুয়ার।—
(আমার বিষাক্ত বায়ু, দোষ দিব কার?)

৮

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
প্রাণের অসীম আশা,
বলিতে যা হারে ভাষা,
হৃদয়ের অবক্তব্য সাধ আবদার,
সেইসব বোঝা লয়ে,
চিরকাল মরি বয়ে,
কিছুই মুহূর্ত্ততরে পোরেনা আমার!
আমি যদি সোনা ধরি,
ছাই হয়, ভয়ে মরি!
কপাল এমনি পোড়া দীন অভাগার!—
পোড়া কপালের ভস্ম,
তাই যাব "সরবস্ব,"
তার কাছে চাও কেবা, কিবা সমাচার?—
—সে সব আমারি থাক্
আমাতেই মিশে যাক্,
সবে হবে একসাথে চিতার অঙ্গার!
পর বা অপর হও,
আমা হতে দূরে রও,
ছুঁলেই ফুরায়ে যাবে কুবের-ভাণ্ডার!
আমারে বিধির লেখা,
আমি রব একা একা,
টানিব ভগন বুকে শত বোঝা ভার!
একলা একটি ধারে
কাল—চিরকাল, হারে!
কাটাব, লইয়া চিতা সাধ বাসনার!
জগৎ জাগিয়া থাক্,
অথবা ভাঙিয়া যাক,
আমারে সে ডাকিবে না, ভাগ নিতে তার!
আমি শুধু জানি, কিসে কি ক্ষতি আমার?

৯

কি ক্ষতি আমার বিভো! কি ক্ষতি আমাব?
পরে বলে আমি হরি!
নিষ্ফল তপস্যা করি,
মৃত্তিকা মিলে না মম মাথা রাখিবার!—
তা হলেও দয়াময়!
এ পরানে নাহি ভয়,
তুমি যে আমার দেব! কোটি পুরস্কার!
সংসাবের শত ঝড়
চলুক মাথার 'পর,
চাহিয়া দেখিতে মম নাহি দরকার;
তোমারে, আসন পেতে
হৃদয়ে রাখিব গেঁথে,
নিতি এ জীবনটুকু দিব "উপহার";
তব দত্ত সুখ দুখ,
তাহে ভরা মম বুক,
ভাবিলে পুলকে নাথ! বাঁচি না যে আব,
সে তুমি আমারি, "ক্ষতি" কোথায় আমার?

মোহিনী

১

কেন যে এ দশা তার সে তা জানে না,
চাহিলে মুখের পানে আঁখি তোলে না,
মুখখানি রাঙা রাঙা,
কথা বলে ভাঙা ভাঙা,
কত বলি 'সর্ সর্' তবু সরে না,
কেমন সে হতভাগী, কিছু বোঝে না।

২

সকালে গোলাপ ফোটে বন উজলি,
সে এসে দাঁড়ায় আগে সোহাগেব গলি,
দেখি তার মুখ চেয়ে,
হাসি পড়ে বেয়ে বেয়ে,
কচি হাতে তোলে কত কুসুম-কলি!—
দেখিলে সে ফুল-তোলা ভুলি সকলি।

৩

বাসন্ত বিকালবেলা মৃদু বাতাসে,
তারি ছবিখানি কেন পারনে ভাসে?

শরৎ-চাঁদেরে ছেয়ে,
সে কেন গো থাকে চেয়ে,
শুকতারা-রূপে কভু নীল আকাশে,
কেন সে মরমে সদা ঘনায়ে আসে?

৪

যতবার উপেক্ষিয়া গিয়াছি চলে,
ততবার এসেছে সে 'আমার' বলে!—
সে মধুর সুধা-সুরে,
পরান দিয়েছে পূরে,
পথে বাধা, আঁখি বাঁধা, চরণ টলে,
তাই ফিরিয়াছি তারে 'আমারি' বলে!

৫

কি মোহিনী মায়া যে সে তা তো জানিনে,
ছেড়ে যেতে চাহি ভুলে—তাও পারিনে,
উপেক্ষিতে গিয়ে তায়,
প্রাণ ভেঙে-চুরে যায়,
পাছে অশ্রু হেরি তার আঁখি-নলিনে!
কি বাঁধনে বেঁধেছে সে কিছু জানিনে।

অতিথি

(কোন সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু উপলক্ষ্যে লিখিত)

১

তুমি আসিবে তা করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা সুখের স্বপন;
হেরিব একটি অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটি সাথী;
তোমারে আনিতে আগু বাড়াইব,
আদরের ধন আদরে আনিব,
সুমঙ্গল শাঁখ সুখে বাজাইব,
ঘরে জ্বালাইব মঙ্গল-বাতি।

২

জড়ায়ে ধরিয়া জননী উষায়,
শিশুরবি রাঙা কিরণ ছড়ায়,
তাদের ডাকিয়া এনেছি হেথায়,
দেখাতে তোমারে সোহাগ-ভরে;
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,

এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু-খানি যেখানে রাখিবে,
কুসুম ফুটিবে কুসুম 'পরে।

৩

কিন্তু, হা! কল্পিত সে সুখ-কামনা
মনেই রহিল— কাজে তা হল না
ভেঙে দিল ঘুম—নিঠুর চেতনা।
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে;
সেই রবি পুন পশ্চিমে হেলিল,
উষার সে আলো আঁধারে মিলিল,
সানা বাঁশি সব বেসুরা বাজিল,
হায়! তুমি গেলে অজানা পুরে!

৪

একদিন—মরি! তাও দাঁড়ালে না,
কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না,
ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না,
গোলাপ-মকুল পড়িলে ঝরি!
দ্বিতীয়বার সেই শিশু-শশি-সম,
একবিন্দুখানি—তবু নিরুপম।
নিদয় নিঠুর কাল নিরমম
দেখিতে দিল না নয়ন ভরি!

৫

মা-র বুকে ভরা অমৃতের সিন্ধু,
পেলেনাকো স্বাদ তার একবিন্দু,
দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইন্দু,
আশিস আদর সকলি ফেলে,
আতপ-তাপিত-ফুল-কলি হেন
ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন,
তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন?
তুমি তো 'অতিথি' চলিয়া গেলে!

আসক্ত

আমি যবে যাইব চলিয়া
কাছে সবে আসিয়া বসিয়ো,
স্নেহসিক্ত স্নিগ্ধ কর দিয়া
মোর শির পরশ করিয়ো।

একটুকু দিয়ো ফুল্ল হাসি
ক্ষমিও সকল অপরাধ;
প্রফুল্লতা উঠে যেন ভাসি
আমি নারি সহিতে বিষাদ।

যেখানে যাইতে হবে মম,
শুনাইয়ো সেথাকার কথা,
কিবা সে কেমন মনোরম?—
বলে দিয়ো সকল বারতা।

হেথা যাহা রহিবে আমার,
তোমরা তা সযতনে রেখো,
প্রিয় বস্তু যত অভাগার,
চিরদিন প্রিয়ভাবে দেখো।

আকাশে ডুবিবে রাঙা রবি,
তার সাথে আমিও ডুবিব,
সবে মিলে গাহিয়ো পূরবী,
শুনি আমি উৎসাহে ছুটিব।

সে দেশের ভাইবোন যারা
মোরে দেখি আসিবে ছুটিয়া—
আমারে 'আমার' ভেবে তারা,
রীতিনীতি দিবে শিখাইয়া?

আমি যাহা বড় ভালোবাসি,
তারা জানি দিবে সে সকল?
দিনরাত থেকে পাশাপাশি,
সাধিবে কি আমারি মঙ্গল?

কিন্তু,
তোমাদের স্নেহমাখা কাছে,
তারা বুঝি দিবে না আসিতে?
তবে সেথা কিবা সুখ আছে,
কেন আমি চাহিব যাইতে?
জানিনা কোথায় 'স্বর্গ' আছে,
মোর স্বর্গ তোমাদেরি কাছে।

হৃদয়-নদী

১

প্রাণভরা ব্যথা রাশি সাশ্রু নেত্র, ম্লান হাসি,
এরূপে কদিন কাটাইব।

রমণী-হৃদয়-নদী, ক্ষুদ্র কেন নিরবধি?
চল সখি! সাগরে সঁপিব;
নহে তো পঙ্কিল সর, কেন তবে ভেবে মর?
নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব?
উদার বাতাস ব'বে, গগন বিস্মিত হবে,
চন্দ্র-তারা তাতেই দেখিব।
ঢেউগুলি দুলে দুলে আছাড়ি পড়িবে কূলে,
হেরি কত আনন্দ লভিব!
মিছা ভয় ভাবনায় বৃথা দিন বয়ে যায়,
কবে সখি কর্তব্য পালিব?

২

দেহটি রাখিব দূরে শান্তিময় অন্তঃপুরে
প্রাণখানি বিশ্বে ঢেলে দিব;
ক্ষুদ্র বুকে বল বাঁধি আগে ক্ষুদ্র কাজ সাধি
তারপরে ও পারে ফিরিব;
এখনি—কেন গো ভুল হতে চাহি চিতা-ধূল,
কোন মুখে বিদায় মাগিব?
যে দিল জীবন গড়ি, তার কাজ নাহি করি,
কোন্ লাজে ফিরিয়া যাইব?
অনাহূত আসিনাই, অনাহূত যেতে চাই
কেন সখি! গিয়া কি বলিব?
যে নদী দিগন্তে বহে, কেন সে আবদ্ধা রহে?
কেন তারে বাঁধিয়া রাখিব?
যার তরে যাই আসি, তারি কাজ অভিলাষী,
চিরদিন-তাহাই করিব,
করিতে কর্তব্য কাজ আসে যে সঙ্কোচ লাজ,
তাদের যতনে তেয়াগিব;
কদিনের নিন্দা-যশ, কেন হব তার বশ,
কোন্ লাভে এতটা ভুলিব?
যাহা হয় হউক তাই, যা পারি করিয়া যাই,
মরি যদি আনন্দে মরিব,
নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব?
চল! পারাবারে মিশাইব।

পতঙ্গের প্রতি

১

কেন রে জ্বলন্তানলে, অবোধ পতঙ্গ!
পড়িছ উড়িয়া?—

'রূপ' নহে ও যে কাল,
পাতিয়াছে মায়াজাল
ছুঁইলে মবিবি পুড়ে—যা রে যা সরিয়া।

২

আপনা বিকাবি হায়! কি সুখের আশে
অনলের পায়?
ও নহে কুসুম-বধূ
দিবে না সৌরভ মধু,
পোড়ায়ে মারিবে শুধু রূপের শিখায়।

৩

কিসের কামনা তোর বল্ প্রকাশিয়া
শুনি একবার
আমি তো বুঝি না হায়!
ওই হৃদি কিবা চায়,
নীরস মরণ তোর কেন কণ্ঠ-হার?

৪

যদি
আলোক-পিপাসী তুমি, যাও মন-সুখে
চন্দ্র-কর-ছায়,
সে যে সুধামাখা আলো
যত পাই ততো ভালো,
সকল সন্তাপ নাশি, জীবনী জাগায়।

৫

যদি,
সৌন্দর্য-ভিখারি তুমি যাও তবে চলি
যথা উপবন—
সেখানে সবুজ গাছে
বেলা-জুঁই ফুটে আছে,
রাখ গে গোলাপ-দলে অতৃপ্ত জীবন।

৬

অথবা—তোমার যদি মরণে পিয়াসা,
যাও, সিন্ধু-তলে—
সে নীলিমা অপরূপ!
অনন্ত-বিস্তৃত রূপ!
শীতল মরণ পাবে ডুবি তার তলে।

৭

নিঠুর অনলে তোর সুখের পরান

কেনরে! সঁপিবি?—

ক্ষুধিত শার্দুলপ্রায়

তোরে ও গ্রাসিবে হায়!

এ মরণে সুখ নাই—জ্বলিয়া মরিবি!

৮

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উল্লাসে নাচিয়ে,

সাধ না পূরিল!

সাধের সরল প্রাণ

আগুনে করিবি দান,

হা ধিক্! কেন রে! হেন কুমতি হইল?

৯

ফিরে যা সবে যা মূর্খ! এ নিয়তি-ফাঁদে

দিসনে চরণ—

কপট সৌন্দর্যে ভুলে

জ্বলন্ত জ্বালায় তুলে—

দিসনে ও মধু-মাখা সোনার জীবন!

১০

হায়!

মিছা তোরে দিই গালি, আমরাও হেন

কত ভুল করি—

অমৃত ছাড়িয়া ভাই!

মৃত্যু মুখে ছুটে যাই,

মরণের 'রূপে' হায়! জীবন পাসরি।

১১

মরতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব, পতঙ্গ!

তোমারো অধম—

তুমি শুধু মরে যাও,

দুঃখ, জ্বালা, নাহি পাও,

মানবের দুরদৃষ্ট যাতনা বিষম!

আমরা আগুনে পড়ি

জ্বলি, পুড়ি, নাহি মরি,

না পাই সে মহানিদ্রা—শান্ত মনোরম!

বড়ই নিঠুর, ভাই! আমাদের যম।

বীরকুমার-বধ কাব্য

১৯০৪

প্রথম সর্গ

"পাদাঙ্গং সন্ধিপর্বাণং স্বরব্যঞ্জনভূষণম্।
যমাহুরক্ষরং দিব্যং তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ ॥"

(শান্তিপর্ব— ৪৭ অধ্যায়।)

প্রণমি চরণাম্বুজে শ্বেতাম্বুজাসনা
দয়াময়ি বীণাপাণি! দয়া কর আজি
এ শরণাগত দীনে, জননী যেমন
অধম সুকৃতী সুতে করেন করুণা।
বড় সাধ ছিল মনে, চিরদাসী-রূপে
সেবিয়া ও রাঙা পদ জুড়াব জীবন।
শকতি-ভকতি হীন আমি মা ভারতি!
সে আশা দুরাশা, তাই বহিয়া বাসনা
জীবন চলিয়া যায় অসীম সাগরে।
সে যে কি দারুণ ব্যথা, তুমি তা বুঝিবে,
(অন্তর-যামিনী তুমি) সন্তানের ব্যথা
কবে না বোঝেন মাতা এ অবনীতলে?
তাই সাধি, আইস মা, হৃদি-পদ্মাসনে
শুভময়ি দয়াময়ি! করুণা করিয়া
দেহ বর, হে বরদে! দিয়াছিলে যথা
দস্যু রত্নাকরে, মূর্খ কালিদাসে, আর
বঙ্গভাষা-বোধ-হীন শ্রীমধুসূদনে।
শিখাও আমারে, মাতঃ! অমৃত-সমান
মহাভারতের কথা—কিশোর কুমার
তরুণ, উদ্যম সুখ, তরুণ উন্নতি,
অনায়াসে অবহেলি ধূলিরাশি হেন,
আপনা আহুতি দিয়া জ্বালিলা কেমনে
প্রচণ্ড সমরানল, পুড়ি গেল যাহে
"অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী" শুষ্ক তৃণসম।
শিখাও সে মহাগাথা, জননী যেমতি
শিশুরে শিখান স্নেহে পুরাণ-কাহিনী।
নম দেব আদি কবি বাল্মীকি অমর!
নম আর্য বেদব্যাস অতুল ভূতলে

মহাভারতের কবি! নম কালিদাস
ভারতীর বরপুত্র! নম বঙ্গবাসী—
কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কীর্তি ভব-ভরা।
নম নম কবিবর শ্রীমধুসূদন,
যাঁর "মেঘনাদ-বধ" মেঘমন্দ্র-রবে
স্তিমিত বঙ্গের বক্ষে উঠিল নিনাদি।
তোমাদের পদ-ধূলি শিরোপরি লয়ে
এ দীনা পশিছে আজি কল্পনা-কাননে,
করহ কবিশকুল! শুভাশিস দান,
পারি যেন গাঁথিবারে, কবিতা প্রসূনে
নব হার, অনশ্বর তারাহারসম।
দশ দিন যুঝি রণে মহা বাহুবলে,
যাঁর শয্যা "শরশয্যা" লইলা আশ্রয়
কুরুপিতামহ ভীষ্ম, সাধি নিজ কাজ
দিবাকর দিবাশেষে লভেন যেমতি
বিশ্রাম কাঞ্চনকান্তি অস্তাচল-চূড়ে।
কৌরবের সেনাপতি দ্রোণগুরু এবে
অঙ্গীকৃত রণ-যজ্ঞে দিবেন আহুতি
পাণ্ডবের পঞ্চ শির, অমেয় বিক্রমে।
সুধীরে শ্যামাঙ্গী সন্ধ্যা উরিলা ভূতলে,
চন্দ্রমা-তারকা-আলো জ্বলিল অম্বরে।
দিক্-বালা বুঝি এবে হেরিলা বিস্ময়ে
কুরুক্ষেত্র রণ-ক্ষেত্র, মরতের নর
দুরাচার!—কেমনে সে তুচ্ছ ধন-লোভে
অমূল্য জীবন-রত্ন করিছে বিনাশ!
কেমনে উন্মাদ-মদে রাজা দুর্যোধন
ভারতের ভাগ্য-লিপি রঞ্জিছে শোণিতে।
বিস্ময়ে মেলিয়া তাই সহস্র নয়ন
দেখিছে সে দৃশ্য বুঝি ত্রিদিব-সুন্দরী!
পাণ্ডব শিবিরে এবে একাকী বসিয়া
নরপতি যুধিষ্ঠির চিন্তাকুল মনে।
হেনকালে কৃষ্ণসহ ভাই চারি জন,
অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বিরাট, পাঞ্চাল,
রথী মহারথী সবে আসিল ফিরিয়া।
বাজায়ে বিজয়-শঙ্খ দাঁড়াইল সেনা,
ধ্বনিল তুরঙ্গ করী অম্বর বিদারি।
প্রণতি আশিস-দান করি পরস্পরে,
বসিলা সকলে, মাঝে নরেশে লইয়া।
কহিলেন নরপতি—"আজি, নারায়ণ!

শুনিলাম চর-মুখে, কৌরব-শিবিরে
হয়েছে মন্ত্রণা—কালি ত্রিগর্তের পতি
সুশর্মা যুঝিবে লয়ে নারায়ণী সেনা;
করিবে কৌরবপতি আপনি সমর
(ধরি গদা) শুনি মম চঞ্চল হৃদয়।
কেমনে রক্ষিবে কালি পাণ্ডব-বাহিনী,
কহ তাই যদুপতি! তুমিই ভরসা,
পাণ্ডবের আর কিছু নাহি এ জগতে।"
প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে কৃষ্ণ উত্তরিলা—
"কিসের ভাবনা, দেব! ধর্মরাজ তুমি;
'যথা ধর্ম তথা জয়' দিয়াছেন বর
মা গান্ধারী, মহাবাক্য অবশ্য ফলিবে।
সত্যের অন্যথা কবে? দেবাসুর-রণে
চিরজয়ী কবে দৈত্য? বিজ্ঞতম তুমি,
তোমারে বিশেষি আমি কি কহিব আর।
কালি যুদ্ধে যুঝিবেন বীর ধনঞ্জয়,
নারায়ণী সেনা আর সুশর্মার সনে।
কুরুপতিসহ সুখে করিবে সমর
রণজয়ী বৃকোদর, কেশরি-বিক্রমে।"
আবার শুধিল রাজা—"ভীমার্জুন দোঁহে
একাপে যুঝিবে যদি, দ্রোণাচার্য-শর
কেবা নিবারিবে কৃষ্ণ! সে দীপ্ত অনলে
কে পশিবে? ক্ষুধাতুর শার্দুলের মুখে
কহ কে যাইতে চাহে, মৃগরাজ বিনা?"
আকর্ণ-বিস্তৃত আঁখি-যুগ্ম-নীলোৎপল
বিকাশি, চাহিয়া কৃষ্ণ বীরগণ-পানে
উচ্চারিলা উচ্চ কণ্ঠে—"ক্ষত্রিয়-কুমার!
তোমরা সকলে ত্যজি রাজ্য, ধন, সুখ,
ত্যজি জীবনের আশা আসিয়াছ রণে;
এক মহাব্রতে ব্রতী—ধর্মের উদ্ধার
অধর্মের কর হতে—জীবন মরণ
উভয়ে সমান জ্ঞান ক্ষত্রিয়-সমাজে।
কে আছ পাণ্ডব-দলে বীরচূড়ামণি,
যুঝিতে আহবে কালি ভীম পরাক্রমে,
সুরাসুর-জয়ী শূর দ্রোণাচার্য সনে?
শুভক্ষণে কার জন্ম, কারে সে জননী
সার্থক শোণিত-দানে করিলা পালন?
কে হেন অটল গিরি? ভীম প্রভঞ্জনে
কাঁপে না কাহার বক্ষ, টলে না পরান?
'ন্যায়-যুদ্ধ ধর্মরক্ষা অধর্ম-বিনাশ'

এই মহামন্ত্র জপি এ মহাসমরে
কে হইবে অগ্রসর, মহা ইতিহাসে
কার নাম লেখা রবে অক্ষয় অক্ষরে?"
না ফুরাতে কেশবের মেঘমন্দ্র বাণী,
দাঁড়াইল অভিমন্যু অর্জুন-কুমার
কৃতাঞ্জলি-পুটে। শত সহস্র নয়ন
পড়িল অমনি আসি সে মুখ-উপরে।
কৃষ্ণা যামিনীর ঘন আবরণ খুলি
ফোটেন শশাঙ্ক যবে, মেলি কোটি আঁখি
সে কান্তি নিরখে যথা দিক্‌পালগণ।
বীরত্ব-বিনয়-মাখা সে মুখ-চন্দ্রমা!
সে কান্ত কিশোর-কান্তি—তরুণ যৌবন
সরায়ে কৈশোরে যেন ধীরে—অতি ধীরে
আপনার অধিকার করিছে স্থাপন।
কুঞ্চিত কুন্তল শ্যাম, প্রশস্ত ললাট,
বিশাল উরস, ভুজ আজানু-লম্বিত,
ক্ষীণ কটি, দৃঢ় কায় তবু সুকুমার,
বীরত্বের সৌন্দর্যের অপূর্ব মিলন
সে স্নিগ্ধ-প্রদীপ্ত মুখে রয়েছে জাগিয়া—
উদারতা, সরলতা, সে মহাপ্রাণতা,
অনন্যদুর্লভ গুণ, ভাগ্যবলে বলী
লভিয়াছে বিধাতার স্নেহাশিসসম।
তাই সে সুঠাম ছটা অমন সুন্দর!
তাই কমনীয় কান্তি ভুবন-মোহন।
লোচন-কমল বীর তুলি ক্ষণতরে
চাহিল শ্রীকৃষ্ণ-পানে, আবার অমনি
আনত হইল আঁখি, কহিল কুমার—
"দেবের আশিস আর নৃপতি-আশিস
গুরুজন-স্নেহাশিস লইয়া মস্তকে
ধর্ম, ন্যায়-রক্ষা আর রাজ্যোদ্ধার তরে,
এ দাস যুঝিবে কালি দ্রোণাচার্য্য সনে।"
বীরত্ব-বিনয়-মাখা সে স্বর-লহরী—
সে কথা শুনিয়া আহা! মুহূর্তেক তরে
অবাক কেশব, স্তব্ধ বীরগণ যত।
অগ্রসরি ধর্মরাজ বাহু পসারিয়া
বক্ষে তুলি, শিরে চুম্বি সে বীর কুমারে
কহিলা—"পাণ্ডুর কুলে বাপধন তুমি
অতুল্য অমূল্য রত্ন, কুলের প্রদীপ!
জানি তুমি মহাবাহু, তব বাহুবলে
সশঙ্ক দানব দেব, অর্জুন-নন্দন!

জানি বৎস! দীপ হতে যে প্রদীপ জ্বলে
হীনতেজা নহে তাহা পূর্ব দীপ হতে।
কিন্তু পুত্র! কালি সেই মহাকাল-করে,
পাঠাতে তোমাতে মোর না হবে শকতি।"
সলাজে ঈষৎ হাসি কহিল কুমার—
"কেন তাত! অমঙ্গল চিন্তিছেন মনে?
অনন্ত-মঙ্গলময় জগতের পতি
করিবেন সুমঙ্গল ধর্ম-রক্ষা তরে।
ও পদ-প্রসাদে দাস না ডরে শমনে,
মর্ত্যের মানব দ্রোণ কি ভয় তাঁহারে?
গোবিন্দের শিষ্য আমি, অর্জুন-নন্দন,
জনমিনু কুরু-কুলে, ভয় নাহি জানি।
দুর্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ আদি
সপ্ত রথী একসনে মিলি আসে যদি,
তাহে নাহি ডরে দাস ও পদ-প্রাসাদে।
বিদিত এ বীরকুলে—সে দিন সংগ্রামে
যে বীরত্ব সাধি গেছে, বীর-কুল-মণি
শঙ্খ, সে অমর গাথা কে পারে ভুলিতে?
লক্ষ লক্ষ অরি দলি দ্রোণ গুরু সনে
করিল তুমুল রণ, আচার্য যখন
নিবারিতে নারি তারে (রাজার আদেশে)
ছাড়িল ব্রহ্মাস্ত্র রোষে, সারথি সাত্যকি
ভয়ে ফিরাইলা রথ, কিন্তু সে গর্জিয়া
কহিল যা সাত্যকিরে, এখনো বাজিছে
সেই বীর-ভাষা মম শ্রবণ-কুহরে।
কহিল সে—'বীর বলি প্রশংসে তোমায
সকলে, সাত্যকি! মম নাহি লয় মনে
বীর-কুলে জন্ম তব! অথবা তোমার
দেহে বহে তপ্ত রক্ত, অসম্ভব মানি।
তাহলে ছাড়িয়া রণ তুচ্ছ প্রাণ-ভয়ে
পারিতে কি পলাইতে?—মানব-জীবন
অজর অমর কবে? আজি যাও চলি
কিনিয়া এ অপযশ-কর্তব্য-লঙ্ঘন,
কিন্তু কার তরে? ধিক্! এ জীবন-কণা—
আজি হোক কালি হোক ফুরাবে নিশ্চিত।
ফিরাও ফিরাও রথ, বিরাট-নন্দন
প্রাণভয়ে ভীত নহি কাপুরুষ-মতো।
বীর-বংশে জন্ম মম, আগ্নেয় শোণিত
এখনো ছুটিছে বক্ষে শিরায় শিরায়!'
বলিতে বলিতে তাত! দেখিনু চাহিয়া

রথ ছাড়ি শূরবর পড়িল ভূতলে,
এড়িল সে শরজাল, নারাচ, তোমর,
মুষল, মুদ্‌গর, শূল, পরিঘ, পট্টিশ,
কিন্তু সে অব্যর্থ অস্ত্র—তাই নিবারিতে
না হল শকতি! শঙ্খ কহিলা আমারে—
'তবে ভাই অভিমন্যু! সাধি বীর-কাজ
চলিলাম! বলিয়ো সে পিতার চরণে
দাসের মরণ-কথা ; বলিয়ো স্বদলে—
মরেনি বিরাট-সুত কাপুরুষসম।'
—সে মহা মরণ তাত! যবে পড়ে মনে,
ইচ্ছা হয় সেই দণ্ডে পশিয়া সংগ্রামে
ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি অধর্মী সকল
বিনাশি, হরণ করি ধরণীর ভার!
অথবা শঙ্খের মতো মহাবাহুবলে
প্রাণপণে দলি অরি, শ্রান্ত দেহে শেষে
লভিব অনন্ত নিদ্রা শরশয্যা করি—
সতত বীরেন্দ্রবৃন্দ চাহে যে শয়ন।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি নীরবিল বলী,
থামে যথা বারিনিধি ঝড়-অবসানে,
তেমনি থামিল পুনঃ সে বীর-হৃদয় ;
আবার আয়ত আঁখি হইল আনত,
আবার জাগিল লাজ সে বাঙা কপোলে।
সস্মিত প্রসন্ন মুখে উঠি নারায়ণ
কহিলেন—"ধর্মরাজ! অহি-শিশু কভু
বিষহীন নহে দেব, এ বীর-কুমার
সমরে যাইতে ইচ্ছে ধর্ম-রক্ষা-আশে,
প্রসন্ন অন্তরে তুমি কর অনুমতি।
এ শিশু কেশরি-শিশু কালাগ্নির কণা
জানি অনুমতি দেহ গুরু, বন্ধুজন।"
অচ্যুতের কথা শুনি অশঙ্ক হৃদয়,
কহিলা প্রসন্ন-মনে ধর্ম নরপতি,—
"তুমি আজ্ঞা দিলে ভাই! ভয় কি আমার?
অর্জুনের পুণ্যবলে, তোমার কৃপায়,
প্রভাতে করিবে রণ অভিমন্যু মম,
সুরাসুরজয়ী শূর গুরুদেব সনে।"
দাঁড়াইলা ভীমার্জুন আলিঙ্গি কুমারে,
কহিলা রথীন্দ্র ভীম—"যুঝিবে আহবে
প্রাণধন! যথাবিধি দেবতার কাজে
করিয়ো আপনা দান ; ধনঞ্জয়সম
উপরোধ করি,—কভু না করিয়ো হেলা—

—করুণা-মমতা-বশে দৈব কাজ ভুলি
ঢাকিয়ো না ভস্ম-মাঝে দৈব বৈশ্বানরে।"
শুনি অগ্রজের কথা হাসিয়া ফাল্গুনি
আশিসি কহিলা পুত্রে,—"প্রাণাধিক মম,
রাজার কৃষ্ণের আর ভীমের আজ্ঞায়
প্রভাতে করিয়ো রণ আচার্যের সনে
সুযশ মন্দার মালা পরায়ে ও গলে
প্রসন্না বিজয়লক্ষ্মী করুন কল্যাণ।
লক্ষ চক্ষে দেখে যেন মানব দেবতা—
'এ শিশু কেশরি-শিশু, কালানল-কণা!'
কিন্তু বৎস! মনে রেখ জীবন মরণ
সংগ্রামে ক্ষত্রিয়কুলে উভয় সমান।"
নীরবিলা ধনঞ্জয়, পাণ্ডবের দলে
উঠিল দিগন্তভেদী মহা জয়ধ্বনি,
কাঁপিল সে জয়-রবে কৌরব-শিবির;
অন্যমনে শিহরিলা সুভদ্রা জননী;
অকস্মাৎ চমকিয়া উত্তরা সুন্দরী
চাহিল সখীর পানে উদাস নয়নে—
অজানা আতঙ্কে দেহ উঠিল কাঁপিয়া,
ভূকম্পনে কাঁপে যথা সরসে নলিনী।
কনক পালঙ্ক-'পরে কুসুম-শয্যায়
সহচরী-সহ বসি বিরাট-নন্দিনী।
জ্বলিছে সুবর্ণ-দীপ উজলি আগার,
ভরিছে আনন্দে মন কুসুম-সুবাসে।
বীণা, বাঁশি, সপ্তস্বরা বাজাইছে সুখে
সখীগণ ; কলকণ্ঠে গাহিছে সংগীত ;—
কি ছার ইহার কাছে কুলু-কুলু ধ্বনি
তটিনীর, বিহগীর কাকলী বিজনে।
(শিখিল গান্ধর্ব-বিদ্যা বিরাট-নগরে
বৃহন্নলা শিখাইলা পরম যতনে,)
ফুল-কুল-মাঝে যথা ফুলকুলেশ্বরী
কমলিনী, সখীদলে তেমতি উত্তরা।
উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু সীমন্তে শোভিছে
নারীর ভূষণশ্রেষ্ঠ, মণি-মুকুতায়
বিভূষিত চারু দেহ, কিন্তু আহা, তার
রূপের আভায় যেন গিয়াছে নিভিয়া
সে রত্ন-সম্ভবা বিভা ; চন্দ্রালোকে যবে
উজলে গগন-বক্ষে, নিভে তারাবলী।
আচম্বিতে উত্তরারে বিকম্পিতা হেরি

চমকি দক্ষিণা সখী বাহু পসারিয়া
ধরিলা স্নেহের বুকে, ধরিত্রী যেমতি
ধরেন—কাঞ্চন-লতা কাঁপে যবে ঝড়ে।
মধুর বচনে সখী কহিল—"সজনি!
চমকি উঠিলে কেন, কি হেতু কাঁপিছে
দেহ তব? তন্দ্রাবেশে নবীনা গর্ভিণী
কত বিভীষিকা দেখে, তুমিও তেমতি
দেখিলে স্বপন কিবা কহ সবিশেষ।"
ধরিয়া দক্ষিণা-কর কহিল উত্তরা
(বীণায় বাজিল যেন পূরবী রাগিণী)
"স্বপ্ন নহে প্রিয়সখি, নহে বিভীষিকা,
তোমার মধুর গান শুনিতে-শুনিতে
কি জানি কি অন্যমনা হইনু এখনি,
সহসা বাহিনী-কণ্ঠ-জয়ধ্বনি-রবে
কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ, এখনো দক্ষিণে!
কি যেন আশঙ্কা প্রাণে আসিছে ঘনায়ে।
শূন্যময় সব যেন—সব তো রয়েছে
তবু কি হারানু যেন লাগিছে এমনি!
ভালো তো আছেন সখি, প্রাণাধিক মম,
গুরুজন, বন্ধুজন, পাণ্ডবী বাহিনী?
প্রতিদিন সন্ধ্যা-শেষে বিরামের তরে
আসেন জীবিতনাথ দাসীর সকাশে;
নিত্য আমি মন-সাধে—জান তো সজনি,
সেবি সে চরণযুগ, অগুরু চন্দন
দিয়া শ্রান্ত বর অঙ্গে, নব পুষ্পদামে
শোভি তাঁর কণ্ঠ , করি চামর বীজন
ধীরে-ধীরে ; কত মানা করেন আমারে
প্রাণনাথ, কিন্তু আহা পতি-সেবাসম
রমণীর লোভনীয় কি আছে জগতে?
সেই সুখ-লোভে আমি নাহি মানি মানা
প্রাণেশের , কিন্তু আজি দক্ষিণা সজনি,
নিশার প্রথম যাম হইল বিগত,
কেন না আসিলা প্রভু বুঝিতে না পারি।"
উত্তরিলা সুভাষিণী দক্ষিণা সঙ্গিনী ;—
"কল্যাণে আছেন সবে, তুমি বরাননে!
শুনিলে তো জয়ধ্বনি, বীরগণ-রবে।
শত কাজে রত সখি, প্রাণপতি তব
অনুক্ষণ; বিলক্ষণ চিনি আমি তাঁরে।
সৈন্য-পরিচর্যা করে ভৃত্যগণ যত,

স্বচক্ষে কুমার তাহা করেন ঈক্ষণ;
পীড়িত ব্যথিতজনে সেবেন আপনি
জনক-জননী-স্নেহে ; মন্ত্রণা-আগারে
শূরদল-পুরোভাগে থাকেন সতত।
শিক্ষাগারে নারায়ণ কহেন যখন
নীতিশাস্ত্র, পিতৃপাশে বসিয়া কুমার
সে সুধা করেন পান চকোরের মতো।
শত কাজে রত তিনি, তাই, বিধুমুখি,
আসিতে বিলম্ব তাঁর।" আবার হাসিয়া
কহিলা দক্ষিণা (সদা সদানন্দময়ী)—
"রমণী-কটাক্ষ সদা মানে পরাভব
তব বীর-পতি-কাছে ; জানিয়ো নিশ্চিত
অপ্সরা-কিন্নরী কেহ রাখেনি ভুলায়ে
সে বীরেশে, তবে তব কিসেব ভাবনা?"
কহিল উত্তরা—"যদি আছেন কুশলে
প্রিয়তম, তবে তাঁর বিরহ-ব্যথায়
উত্তবা অধীরা নহে নিশ্চিত, সজনি।
আনন্দে করুন তিনি কার্য যাহা তাঁর,
সেই ভিক্ষা চাহি আমি বিধির চরণে।
তাঁব সুখ মোর সুখ একই জগতে,
তাঁহা বিনা উত্তবার কি আছে আবার?
অপ্সরা কিন্নরী, সখি, ভুলাবে কেমনে
চিত্তজয়ী বীবশ্রেষ্ঠ প্রাণেশে আমার?
যে কুলে জন্মিলা দেব দেবব্রত বলী
বিশ্বজয়ী জিতেন্দ্রিয়, শ্বশুর ঠাকুর,
উর্বশীর গর্বহারী, আত্মজয়ী সদা,
আমি জানি প্রভু মম সে কুল-প্রদীপ
ভুলিয়া রতির পানে না চাহেন কভু।
ভাবি শুধু, প্রিয়সখি! পাছে কভু তাঁর
ব্যাধি বিঘ্ন ঘটে , ভালে কি আছে না জানি!"
হেথায় সুভদ্রা দেবী আছেন বসিয়া
পথ চাহি পুত্র-মুখ দেখিবার তরে।
হায় রে! মায়ের হিয়া কে বোঝে জগতে
মা বিনা? সুখাদ্য কত রাখিছেন তুলি
স্বর্ণ-পাত্রে ; প্রাণধন খাইবে বলিয়া।
হেনকালে অভিমন্যু প্রণমিল আসি
চরণে ; জননী-হিয়া স্নেহে উথলিল
চাঁদেরে হেরিয়া সিন্ধু উথলে যেমতি।
সমাদরে চুম্বি শির সুভদ্রা কহিলা,—

"কেন এ বিলম্ব, বাপ, চাঁদ মুখ তব
হেরিবারে সারাদিন পথ চেয়ে থাকি;
অভাগীরে 'মা' বলিতে, তোমা বিনা আব
কেহ নাই, সে কথা কি নাহি পড়ে মনে?"
মাতৃস্নেহ-সুধা-ঢেউ উছলি-উছলি
ভিজাইল বীর-বক্ষ, বিনীত কুমার
কহিল সস্মিত মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে,—
"মা! তোমারি শুভাশিসে সকল মঙ্গল
এ দাসের; বহুকাজে রত ছিনু আজি
তাই এ বিলম্ব মম প্রণমিতে তোমা।
শুভ সমাচার কহি, আমারে নৃপতি
সেনাপতি করি কালি পাঠাবেন রণে।
শুভাশিস দিয়ো, মাতঃ! যুঝিব প্রভাতে
বীর দ্রোণাচার্যসহ পিতৃপুণ্যবলে।"
কহিলা সুভদ্রা,—"মম সার্থক জীবন
তোমা হতে, প্রাণাধিক; যশস্বী সুকৃতী
পুত্র যার, ভাগ্য তার অতুল জগতে।
কল্যাণ করুন বিধি, পিতৃ-যশ তব
তোমা হতে সমুজ্জ্বল হউক ত্রিলোকে।
আর কি বলিব, বাপ, হও চিরজীবী
এমনি আনন্দ দিয়ো বান্ধব-স্বজনে।"
খাইয়া মায়ের দত্ত সুখাদ্য পানীয়,
চলিল কুমার সুখে যেখানে উত্তরা,
মধুমাসে গন্ধবহ যায় যথা ছুটি
রসাল মুকুল-মালা শোভিছে যেখানে।
খুলিল স্ফটিকদ্বার, চমকি চাহিলা
বিরাটনন্দিনী; দ্রুত পশিলা আসিয়া
অভিমন্যু; মেঘজাল সরায়ে সহসা
হাসিল শশাঙ্ক যেন, বাঁচিল চকোরী।
নীরবে মনের কথা কহিল নয়ন,
নীববে হাসিতে হল হাসি-বিনিময়,
আকর্ষিল লৌহে যেন অয়স্কান্ত মণি,
তাই দোঁহে দোঁহা পানে চলিল ছুটিয়া।
শিথিল মৃণাল-বাহু রাখি পতি-গলে
কহিল উত্তরা,—"আজি বিলম্বে তোমার,
হতেছিল পোড়া মনে কত যে যাতনা
কি বলিব, প্রিয়তম? কালি হতে আর
দহিয়ো না এ দারুণ কুচিন্তা-অনলে,
দাসীর হৃদয়, নাথ!" বলিতে বলিতে
বহিল আকুল অশ্রু যুগল নয়নে।

চুম্বি সিক্ত আঁখিযুগ কহিল কুমাব,—
"কেন অশ্রু, প্রাণাধিকে, কমল-নয়নে?
কিসের ভাবনা, তব সুকুমার বুকে?
পিতৃমাতৃ আশীর্বাদে, তব পুণ্য-বলে
সুপ্রভাতে, তব পতি সেনাপতি রূপে
যুঝিবে আচার্য সনে ভূপতি-আদেশে।
কি গৌরব দেখ, প্রিয়ে, বিধির করুণা
মূর্তিমতী হয়ে যেন উত্তেজিছে মোরে'
কখন পোহাবে নিশা, কখন, প্রেয়সি,
দ্রোণ-সনে শস্ত্রালাপ করিব সাদরে?"
সোহাগে হাসিয়া বালা কহিল প্রাণেশে,—
"প্রভাতে যুঝিবে যদি সেনাপতি হয়ে,
এবে তো উত্তরাপতি, কব অনুমতি,
চবণ সেবিবে দাসী, গাহিবে গায়িকা।"
আতপ-তাপিত তুঙ্গ অচল-শিখরে
হিমাংশুর অংশু যেন সহসা পড়িল!
হাসিয়া আর্জুনি তবে বসাইল বামে
প্রিয়ারে ; মিলিল যেন চন্দ্রমা-রোহিণী!
অথবা বসন্ত যেন আসিল জগতে
বাসন্তী লক্ষ্মীর সনে , আসিল অমনি
তারাদল কিম্বা ফুল্ল ফুলদলসম
সখীদল ; উথলিল আনন্দ উল্লাস'
কেহবা পূরিল বীণা, কেহবা গাহিল
কলকণ্ঠে ; কেহ সুখে দিল করতালি।
যেন বে পাপিয়া পিক মধু ঢালি দিল
মধুমাসে, রমণীয় বন উপবনে!
মঞ্জুকেশী উত্তরার কবরী বেড়িয়া
সোহাগে পবায়ে দিল মল্লিকার মালা,
নিশাব ললাটে যথা তারাময়ী সিঁথি।
দুজনে ভাবিতেছিল—"স্বর্গ-সুখ-মাখা
অই নীলপদ্ম-নেত্রে, অই চন্দ্রাননে!"
হেরি সে আনন্দ-ভরা যুগ্ম চন্দ্রানন
সবে সুখী ; ভাবী কথা ভাবিয়া কেবলি
কাঁদিল যামিনী দেবী! জলদাবরণে
ঢাকিল ললাট-রত্ন শশাঙ্কে সুন্দরী।
ফেলিয়া নীহার-অশ্রু, অনন্তের পথে
সমীরণ চলি গেল হায়-হায় করি।

ইতি শ্রীবীরকুমার-বধ-কাব্যে উপক্রমো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।
নির্বাচিত অংশ।

বাণী-বন্দনা

জননি আমার! চরণে তোমার
করিছে প্রণতি এ দীন ভক্ত,
এস স্মিতাননে শ্বেত পদ্মাসনে,
সন্তানে কর মা! সমর্থ শক্ত।
যবে উরিলে এ ভারতবর্ষে,
বেদগীতি গাহে বিরিঞ্চি হর্ষে,
মহিমা-মণ্ডিত চরণ-স্পর্শে,
ভূলোকে জাগিল দ্যুলোক স্বর্গ,
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত ও পাদপদ্ম,
বন্দিল সাধক গাহিয়া ছন্দ,
অনল অনিল তপন চন্দ্র,
সম্ভ্রমে সঁপিল ভকতি অর্ঘ্য।
কূজনিল বনে বিহগপুঞ্জ,
গুঞ্জরিল ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জ
কুসুমে ভরিল কানন-কুঞ্জ
সে লোলিত শোভা নিখিল পূজ্য,
হিমাদ্রি শেখরে ছুটিল গঙ্গা,
ছুটিল তরঙ্গ পুলক সংজ্ঞা,
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চনজঙ্ঘা,
আকাশে উঠিল প্রথম সূর্য!
শুভ দাত্রী শিবে! ও পাদপদ্মে,
এ দীন সন্তান কাতরে বন্দে,
তোমার বীণার সুতান ছন্দে,
জাগাও আঁধারে বিমল দীপ্তি;
মনে রেখ শরণাগত এ ভক্ত,
শ্রীপদে ঢালিছে বুকের রক্ত,
তুমি মা! কর গো সমর্থ শক্ত,
তোমাতে হউক সকল তৃপ্তি।*

*স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "যে দিন উঠিলে জলধি হইতে" সংগীতের সুরে এইটি গেয়। সাহিত্য-সম্মিলনের নবম অধিবেশনে ইহা গীত হইয়াছিল।—শেষাংশ পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইল।

সত্যলাভ

১

"সন্ন্যাসীরে কি করিবে দান,
বল বল সরলা বালিকা,
কিবা দিবে স্নেহময়ি, আমরা যে আত্মজয়ী,
চাহি না মা, ক্ষীর সর,
কুসুম-মালিকা।

২

কিবা দিতে চাহ সুবদনে,
মন যোগ্য কি আছে তোমার?—
পরিয়াছি বাঘছাল, শিরে দোলে জটাজাল,
গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা,
কি লইব আর?

৩

কি চাহিব—গিয়াছে আমার
তৃষ্ণা—যাহা চাহিবার আশা,
লইতে যক্ষের ধন, চাহেনা সংযত মন,
অলকা অমরা প্রতি
নাহিকো পিপাসা।

৪

উষায়, পবিত্র গঙ্গাজলে,
দেহখানি ধৌত করি লয়ে,
বসিয়া জাহ্নবী কূলে, প্রাণ খুলে মন খুলে,
ডাকি সেই প্রাণারামে
পরিতৃপ্ত হয়ে।

৫

মধ্যাহ্নে দারুণ রবি-করে,
স্নিগ্ধ বট-বিটপীর তলে,
ভক্ষালব্ধ আহারীয়ে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিয়ে,
পশু পাখিগণ সহ
থাকি কুতূহলে।

৬

সন্ধ্যায়, সুধার ছটা ঢালি,
আকাশে হাসেন শশধর,
সাধু সাথে সদালাপে, ভুলে থাকি সব তাপে,
মরমে বহিয়া যায়
আনন্দ নিঝর।

৭

নিশায়, এ বাহু-উপাধানে,
গিরি-গুহা কিম্বা নদী-তীরে,
বসুধার কোলে পড়ি, সুখে দেই গড়াগড়ি,
কিসের অভাব—মোরে
কি দিবে রুচিরে?

৮

তোমার এ স্নেহার্দ্র-নয়ন,
মধুমাখা করুণ সম্ভাষ,
নিয়া যাও ঘরে ফিরে, দিয়া অন্য অতিথিরে,
পুরাও তাহার সাধ
সুখের পিয়াস!"

৯

"হে দেব! হে চিত্তজয়ী বীর!
শ্রীচরণে প্রণতি আমার,
আমি শুনিয়াছি—ধর্ম, পরার্থে নিষ্কাম কর্ম,
আমি শুনিয়াছি—ত্যাগ
সর্ব-অর্থ-সার।

১০

তাই আমি এসেছি কেবল,
দিতে তোমা নির্মলা ভকতি,
আমার রমণী প্রাণ, চাহিবে না প্রতিদান,
এ হিয়া কাতর নহে,
হেরিলে বিরতি।

১১

তুমি শুধু দেবতার মতো
লহ ভকতের উপহার
তাতেই আনন্দে হিয়া, উঠিবে যে উথলিয়া,
আপনা ভুলিয়া যাব
বলিব কি আর।

১২

ও চরণ কুশাঙ্কুরে ক্ষত,
শোণিতে ঝরিছে অবিরল,
হইয়া সদয় মতি, করে দেব! অনুমতি,
আনিগে শীতল জলে
ভিজায়ে আঁচল।

১৩

শুকায়ে গিয়াছে মুখখানি
অনুমানি কাতর ক্ষুধায়,

দিব উপাদেয় ফল,   দিব সুশীতল জল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ করি
করুণা আমায়।"

১৪

"সে কি কথা সাধিয়া ভকতি
তুমি মোরে করিবে প্রদান?—
সুখ দুখ তেয়াগিয়া,   তৃপ্ত হবে 'দান' দিয়া,
এই মা, কামনা তব
কোথা ভগবান।

১৫

কত শাস্ত্র পড়িয়াছি আমি
জ্ঞানলাভে মিটিয়েছি আশা,
পড়েছি বেদান্ত তন্ত্র,   জপিয়াছি মহামন্ত্র,
শিখিনি সরল প্রাণে
কত ভালোবাসা।

১৬

পড়িয়াছি পরার্থের কথা,
'পরময়' হইনি কখন,
'সর্বজন আত্মতুল্য'   বুঝিনিকো তার মূল্য
তুমিই শিখালে আজ
প্রথম, নূতন!

১৭

তুমি যে মা, সন্ন্যাসীর গুরু,
তুমি মা বিশ্বের মধুরতা,
শিখিনু তোমার কাছে,   সত্যই করুণা আছে,
প্রেম বিনা শূন্য সব
এই সত্য কথা।"

বুলবুল

১

সে যে বুলবুল—
কিবা দিব পরিচয়,
কোকিল পাপিয়া নয়,
তার গানে ক্ষিপ্ত নহে প্রাচ্য কবিকুল
সে যে অতি ক্ষুদ্র পাখি
উষায় অমিয় মাখি

এসেছে হেমন্ত দিনে হয়ে অনুকূল;
আমার আঁধার ঘরে রাঙা বুলবুল।

২

সে যে বুলবুল
মন্দার তরুর শিরে
সোনার বিহঙ্গ ফিরে
গাহিয়া নন্দনবনে সংগীত অমূল
তাদের একটি সাথি
(আঁধারে জ্বালাতে বাতি)
এসেছে মানবপুরে আনন্দ আকুল!
তাই মোর ভাঙা ঘরে রাঙা বুলবুল!

৩

সে যে বুলবুল—
এত দিন বসুন্ধরা
ছিল শত দুঃখ ভরা,
প্রকৃতি দেবতা ছিল বিষাদ ব্যাকুল;
কি যেন কি ছিল দৃশ্য,
অপূর্ণ, বিষণ্ণ বিশ্ব,
যাহা বিনা ছিল সদা হয়ে ক্ষোভাকুল,
সেইটুকু যেন এই রাঙা বুলবুল!

৪

সে যে বুলবুল—
তাই তার মুখ চেয়ে,
পাখি উঠে গান গেয়ে
আকাশে চাঁদিমা হাসে বাগানে পারুল!
সে যবে উল্লাস ভবে,
মধুর ঝঙ্কার করে,
বসন্ত ছুটিয়া আসে হইয়া আকুল!
বিধির আশিস যেন ক্ষুদে বুলবুল!

৫

সে যে বুলবুল—
অনাহূত অমানিত,
তাহাতে "অপরিচিত!"
তবু সে লইল লুটি হৃদয় আমূল,
বিশ্বের সোহাগ নিতে
সে এসেছে অবনীতে,
কোথাও দেখি না "চোর" তার সমতুল,
কোথাকার জাদুকর, ক্ষুদে বুলবুল!

৬

সে যে বুলবুল—
শত বরষের পরে,
টেনে নিয়ে খেলা ঘরে,
আমারে খেলায় খেলা দিয়া শতভুল'
তারি জয় মোর হারি,
তবু পলাইতে নারি,
তবু হয়ে আছি তারি "খেলারি পুতুল"
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুলবুল!

৭

সে যে বুলবুল—
যা কিছু আমাব ছিল,
সবি সে কাড়িয়া নিল,
তবুও মিটে না তার কামনা বহুল,
নিল নিদ্রা, নিল স্মৃতি,
নিল সে কবিতা গীতি,
নিতি লয় লক্ষ চুমা, ছিঁড়ে লয় চুল.
দারুণ দুরন্তপনা,
শুনে না করিলে মানা,
বোঝে না সে রীতিনীতি মানে না সে "কুল।"
(আমি) "ভীরু কাপুরুষ" মতো,
পরিহার মাগি যত,
তত সে করিতে চাহে সংগ্রাম তুমুল,
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুলবুল।

৮

সে যে বুলবুল—
তার সে হাসির ঘায়
চপলা চমকি যায়
সরমে ঝরিয়া পড়ে গোলাপ মুকুল।
সেই হাসি মুখে মাখি
খুলি নীলপদ্ম-আঁখি
চেয়ে থাকে মুখপানে দিঠি ঢুলঢুল,
সে চাহনি দেখি হায়
কোথা দিয়া দিন যায়,
রাখিতে হিসাব হয় আগাগোড়া ভুল।
শুধু তারি স্রোতে হিয়া,
দিয়ে আছি ভাসাইয়া,
কে পারিবে এ তুফানে হতে প্রতিকূল?—
আর কি বলিব বেশি,

ছদ্মবেশে দেবদেশী
আমার ব্রহ্মাণ্ড বুঝি করে দিল ভুল,
ভবসিন্ধু দিতে পাড়ি
মানিলাম পুনঃ হারি,
আসিলাম খেলাঘরে সাজিয়া পুতুল,
বিধির আশিস মম রাঙা বুলবুল!

আমার ভ্রমর

আমার ভ্রমর—
সে যে আঁধারের আলো, তোমরা ভেব না "কালো"
পারিজাতে ঘুমি ছিল রাঙা মধুকর,
কি জানি কি ভালোবেসে, উড়িয়া পড়িল এসে,
পুষেছি গরিব আমি প্রাণের ভিতর,
"কালামুখো অলি" নহে আমাব ভ্রমর।

আমার ভ্রমর—
মন্দার পাতিয়া কোল, সদা তারে দিত দোল,
মুছাত গায়ের ঘাম স্বর্গ সুধাকর,
সমীরণ চুপে-চুপে, পরশিত সুধারূপে,
স্ববগ পাপিয়া তাবে শুনাত সুস্বব,
সেই আদরের ধন আমাব ভ্রমর।

আমার ভ্রমর—
মোর সে অমূল্য নিধি, হাসিতে গড়িলা বিধি,
হেসে-হেসে কুটি-কুটি তাই নিরন্তর,
চাঁদের হাসির সম তারো হাসি মনোরম,
দেখিলে পাগল হয় মানব অন্তর
হাসিব পুতুলটুকু আমার ভ্রমর!

আমার ভ্রমর—
সবারি আশিস চায়,
সকলে কহিয়ো তায়,
তাহার কবচ হোক বিধাতার বর;
মা বাপের কোল জুড়ে, থাক্ সে আনন্দপুরে,
সিতপক্ষ শশী সম হোক নিরন্তর,
জগৎ হৃদয় খুলে, তার শিরে দিতে তুলে
স্নেহাশিস প্রীতিধারা হোন অগ্রসর;
হোক সে সত্যের দাস, পূর্ণ হোক শুভ আশ,
সুকীর্তি করুন তারে অজর অমর,
যেন গো "মানুষ" হয় আমার ভ্রমর।

মাতৃহারা

১

মা আমার! মা আমার!
আমারে একেলা ফেলে,
কোথা মাগো চলি গেলে,
এখানে থাকিতে আমি পারি না যে আর,
দশদিকে করে ধু-ধু,
আঁধার আঁধার শুধু,
আকাশ অবনী ভরা শুধু অন্ধকার।

২

মা আমার! মা আমার!
মাতৃস্নেহ-পিপাসায়
হিয়া যে শুকিয়ে যায়,
চাতকের তৃষা যে মা তব তনয়ার,
কই মা, মমতা কই,
তোমারি করুণা বই,
কভু যে এ মহাতৃষা মিটে না আমার।

৩

মা আমার! মা আমার!
খুঁজিতেছি প্রতি ঘরে,
ডাকিতেছি এত করে,
কোথা যে মিলে না মাগো কিছুই তোমার,
সে দেবী-মুরতি খানি,
সে অমৃত-মাখা বাণী,
সীমাহীন রেখাহীন স্নেহ-পারাবার!

৪

মা আমার! মা আমার!
ধরার বিষাক্ত বায়
লাগে পাছে মম গায়,
তাই সে রাখিতে ঢাকি আঁচলে তোমার,
আজি কোথা সেই ছায়া,
কোথা সে মমতা, মায়া,
কোথা সে আরাম-দাত্রী অভয়া আমার!

৫

মা আমার! মা আমার!
বৎস যথা গাভীহীন,
বারি বিনা যথা মীন,
আশাশূন্য চিত্ত যথা চিত্র বেদনার,—

তেমনি (হারায়ে তোমা)
আমি হয়ে আছি ওমা।
কেমনে সহিছ তুমি এ ব্যথা আমার!

৬

মা আমার! মা আমার!
কে নিঠুর নিরমম
ভীষণ—ভীষণতম,
করি গেল অনায়াসে হেন অত্যাচার,
মার কোল নিল কাড়ি,
মরু মাঝে দিল ছাড়ি,
সরবস্ব নিল তব অভাগী কন্যার।

৭

মা আমার! মা আমার!
নিদারুণ চৈত্রমাস
করি গেল সর্বনাশ,
সিত নবমীর তিথি বৃহস্পতিবার—
জলদে লুকাল রবি,
মসীমাখা বিশ্ব ছবি,
পড়িল আকাশ থেকে অশ্রু দেবতার।
মুক্তিপ্রদ প্রাণারাম,
সে তারক ব্রহ্মনাম,
উচ্চারিত শতমুখে হরিধ্বনি আর!
আমারে মা দিয়ে ফাঁকি,
তখনি মুদিলে আঁখি
জনমের মতো ফিরে চাহিলে না আর!

৮

মা আমার! মা আমার!
মুখে দিনু গঙ্গাজল,
শিরে নিনু পদতল,
মা মা বলি ডাকিলাম করি হাহাকার।
হায় মা, নিঠুর মেয়ে,
তবু দেখিলে না চেয়ে,
বুঝিলে না কি যে গতি হবে অনাথার!

৯

মা আমার! মা আমার!
তোমা বিনা বসুন্ধরা,
হবে যে কালাগ্নি ভরা,
তোমা বিনা কে করিবে সংকটে নিস্তার?
কক্ষভ্রষ্ট গ্রহসম,

এ দীর্ঘ জীবন মম,
ছিঁড়ে চিরে, ভেঙে চুরে চুরমার।

১০

মা আমার! মা আমার!
অত দয়া অত স্নেহ,
হারালে কি বাঁচে কেহ,
হোক না মানব-ভাগ্য কর্মফল তার।
হোক না সে শক্তিহীন,
হোক না অদৃষ্টাধীন,
তবু তো ক্ষমতা তার চাহি সহিবার।

১১

মা আমার! মা আমার।
তোমারি চরণ নিত্য,
যার সর্ব পুণ্যতীর্থ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি এ জগতে সার,
তার শিরে বজ্র হানি
কে তোমারে নিল টানি
জানি না এ নির্মমতা কার সুবিচার?

১২

মা আমার! মা আমাব!
আজি আমি বড় দীনা,
আজি আমি মাতৃহীনা,
"গৃহধর্ম" সর্ব কর্ম ঘুচেছে আমার,
তোমারে বিদায় দিয়ে,
রব আর কিবা নিয়ে,
সকল কাজের শেষ তব সেবিকার।

১৩

মা আমার! মা আমার!
ওমা সতী! পুণ্যবতী!
ধর্মপ্রাণা শুদ্ধমতি;
তিন কুল উজলিয়া করেছ সংসার;
বিশ্বের আরামদাত্রী,
অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী,
তোমারে মা-রূপে পাওয়া সিদ্ধি তপস্যার!
পোহালে এ কালরাতি,
দিয়ো দিয়ো কোল পাতি,
দেখাইয়ে দিয়ো পথ বৈতরণী পার,
তোমার মা-হারা মেয়ে,
পুনঃ মার কোল পেয়ে,

লভিবে সে শান্তি তৃপ্তি, আনন্দ আবার,
পুণ্যদাত্রী মুক্তিদাত্রী তুমি মা আমার।

বিপদে

১

কি এনেছ এ দাসের তরে
দয়াময় জগৎ জীবন?
যা এনেছ দাও শিরোপরে,
বুকে দাও অভয় চরণ।

২

হোক সর্প, হোক দাবানল
কিম্বা হোক ভীষণ অশনি,
দাও নাথ! স্নেহের সন্তানে
বরাভয় দিয়েছ যেমনি।

৩

তুমি দিবে, তাহে কিবা ভয়?
তুমি যে গো নিতান্ত আমার
এই মাত্র চাহি শ্রীচরণে
মোরে শক্তি দিয়ো সহিবার।

৪

জানি আমি আমারে কাঁদায়ে
তুমি কভু রহিবে না স্থির,
এখনি আসিবে ছুটে কাছে,
আদরে মুছাতে আঁখি-নীর।

৫

ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ অণুকণা—
তবু দেব! চিনি যে তোমায়,
ক্ষুদ্র শিশু জড়পিণ্ড সম
সেও চিনে স্নেহময়ী মায়।

৬

কি এনেছ—যা এনেছ দাও,
আমি তব চরণ-ভিখারি,
অভাগারে ভিক্ষা দিয়ে যাও—
তোমাতে ডুবিতে যেন পারি।

৭

ভিক্ষা দাও, মেঘ ভরা দিনে
তব নাম মরমে আসুক,

এ আঁধারে—অশনি গর্জ্জনে,
ও চরণে পরান থাকুক।

৮

এস নাথ! বিপদের দিনে
সেবকের বিপদ ভঞ্জন,
বুকে দাও শকতি, ভরসা
প্রাণে দাও অভয় চরণ।

৯

আমি হীন, দীন অভাজন,
তুমি দেব! ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর,
তবু তুমি আমারি! আমারি!
আমি হব কি দুখে কাতর?

১০

বিপদ বাহিরে পড়ে থাক্,
ঘরে থাকি তুমি আর আমি,
দাসের মিনতি রাখ আজি,
দয়াময় নিখিলের স্বামী।

বউ-কথা-কও পাখি

১

এস এস আরো এস, আকাশের সখা!
দেখা আজি বহুদিন পরে,
সেই যে গিয়েছ চলে, আমি যেন একা,
উদাসীন পড়ে আছি ঘরে।

২

যতদিন খগবর, শুনি নাই কানে
তোমার মনোহর গীতি,
নিরালা নিজন ছিল সমস্ত অবনী,
কি যেন হারায়েছিল স্মৃতি!

৩

কারে যেন খুঁজিবারে যত কাছে যাই,
সে যে চলি যায় শত দূরে,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সহ উপেক্ষা তাহার
রহে মোর হিয়াখানি পূরে।

৪

মিলনের কত হাসি জাগিত জগতে
আমি শুধু হয়েছিনু পর,

কারে কভু দিতে-নিতে পারি নাই কিছু,
কারো সাথে বাঁধি নাই ঘর।

৫

অজ্ঞাতে শ্রবণ-যুগ থাকিত কেবল,
অই দূর নীলিমা আকাশে,
কখন আসিবে তুমি অমৃত ছুটায়ে,
পুষ্পরথে মলয় বাতাসে।

৬

সহসা বিকালে আজি শুনিনু শ্রবণে
অই চির-পরিচিত গান,—
"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

৭

কোন্ জন্মে কোন্ যুগে কে অভিমানিনী
ও হৃদয়ে দিয়েছিল ব্যথা,
প্রেমিক সাধক আজো স্বরগ বীণায়
সাধিতেছ—"বউ কথা কও।"

৮

কিন্নরের কণ্ঠে বহে যে মধুব গীতি
যে অমিয় ছোটে তব তানে,
কত কথা—কারে যেন হয় নাই বলা,
সে অতৃপ্তি মাখা তোর গানে।

৯

প্রবাসী উদাসী যেই সতত একাকী
তুমি তারে আন হে সাধিয়া,
স্নিগ্ধ শান্ত গৃহ-তলে সবাকার সাথে
দাও তার পরান গাঁথিয়া।

১০

কতদিন গিয়েছে যে বহুদূরে চলি,
তুমি তারে জাগাও স্মরণে,
কত সোহাগের হাসি কত অভিমান,
উথলয়ে বিশুষ্ক জীবনে।

১১

তুমি যে শ্যামের বাঁশি যমুনার কূলে,
মরতের সুধা সঞ্জীবনী,
বিশ্বের সকল দৈন্য সকল-হীনতা,
ঘুচি যায় শুনিলে ও ধ্বনি!

১২

গাও পাখি, গাও সখা, ভরিয়া আকাশ
যাক গীতি মন্দাকিনী তীরে,

যেথা যে গিয়েছে চলে—যুগ যুগান্তর,
তোর ডাকে আসে কি সে ফিরে?

নিশাশেষে

(বিসর্জন)

১

যামিনী পোহায়—
প্রাণময়ী সুখময়ী নিশা চলি যায়
কত সুখ, কত প্রীতি, কত বিষাদের গীতি,
কত কি, সে বেঁধে নিল আঁচল কোনায়,
আব সব যাক নিয়ে, মোরে দিক ফিরাইয়ে,
আমি যা লভেছি পুণ্য চির সাধনায়।—

২

যামিনী পোহায়—
ওগো! তবে যাও দূরে, দিয়ে যাও প্রাণ পূরে,
আদর, মমতা, দয়া দেছ যা আমায়,
রাখিয়া প্রাণের সবি, যাও ত্রিদিবের কবি'
তোমাব নন্দন-বন ডাকিছে তোমায়।—

৩

যামিনী পোহায়—
অই যে কনকাচলে উষার মুকুট জ্বলে,
এখনি দেখিবে বিশ্ব চাহিয়া তোমায়,
এ ধরা মাটির ধরা, কত নিষ্ঠুরতা ভরা,
উদাস চাহনি দিয়ে দেখে দেবতায়!
বিষাক্ত বাতাস পাছে লাগে তব গায়!

৪

যামিনী পোহায়—
লহ লহ আঁখি তুলি, আমি এ জড়তা ভুলি
আবার আসুক বল বিভল হিয়ায়,
যেন গো দাঁড়াতে উঠি, নাহি পড়ি মাথা লুটি,
পুনঃ যেন রক্ত বহে শিথিল শিরায়!

৫

যামিনী পোহায়—
তুমি শুধু যাও রেখে, বুকে মেখে—প্রাণে মেখে,
যা দিয়েছ সারা নিশা স্নেহ-করুণায়,

আনন্দ উল্লাস হর্ষ,			পুণ্যের সজীব স্পর্শ,
সে যে কত সে যে কি তা বলা নাহি যায়!

৬

যামিনী পোহায়—

সে অমিয় মাখা চিত্র,			সদ্য, স্নিগ্ধ, সুপবিত্র,
যেন গো জাগিয়া থাকে হিয়া নিরালায় ;
এমনি মন্দার বাসে,			যেন এ পরান ভাসে,
থাকে এ জাগ্রত যেন আঁখির পাতায়।

৭

জগতে আসুক উষা,			আমার অমূল্য ভূষা
এই নিশা—বেঁচে থাক্ দেবাশিসপ্রায়,
এ অমৃত করি পান,			অমরতা পাবে প্রাণ,
কৈশোর, যৌবন রবে মরম-তলায়।

৮

যামিনী পোহায়—

অই দেখ নিশা শেষ,			ডাকে তোমা দেব-দেশ,
তোমার মিলন মাগে কত দেবতায়,
যাও তুমি পুষ্প-রথে,			নির্বিঘ্ন মঙ্গল-পথে,
মরতের বায়ু যেন লাগেনা ও গায়।
শত বরষের শেষে,			যাই যদি সেই দেশে,
এমনি এ হৃদিখানি দিব পুনরায়,
আর বেশি কব কিবা—			নিঠুর নয়নে দিবা,
এখনি এখনি বুঝি দেখিবে তোমায়—
যাও যাও পায়ে পড়ি যামিনী পোহায়।

পথিক-সম্ভাষ

১

ম্লানমুখে দাঁড়ায়ে পথিক!
কি দেখিছ চেয়ে চারি ভিতে?
এই যে শ্যামল গ্রাম,			এত যে স্নেহের ধাম,
এরা কি ডাকেনি তোমা
আসিতে বসিতে?

২

হোথাকার সান্ধ্য সমীরণ
দেয়নি কি সুধা ছড়াইয়া?
গোলাপ যূথিকা বেলা,			খেলেনি সৌরভ মেলা,

তোমারে মধুর গীতি
ঢালেনি পাপিয়া?

৩

স্নেহসিক্ত সরল ভাষায়
নরনারী ডাকেনি তোমারে?
হেথাকার শিশুগুলি, চারু বাহুযুগ তুলি,
ছোটেনি তোমার কাছে
কোলে যাইবারে?

৪

তাই তুমি বড়ই একেলা,
প্রাণে জাগে গৃহের স্বপন?
সেথা আছে গান-গীতি, সেথা আছে স্নেহ-প্রীতি,
সেথা আছে মরমের
নন্দন-কানন!

৫

সেই, শত বাহু পসারিয়া
কোলে যেতে ডাকিছে তোমায়?
সেথাকার ফুল ফল, তাপ, বায়ু, মাটি, জল,
সবারি মমতা, তব
পরান মাতায়?

৬

না না পান্থ! যেয়োনা ফিরিয়া ;
এখানেও আছে বাড়ি ঘর,
এখানেও সাধ আশা, এখানেও ভালোবাসা,
আছে ফুল, আছে শিশু
আছে নারী-নর।

৭

অজানা অচেনা প্রাণগুলি
একপাশে রয়েছে বসিয়া,
যখন করুণা রানী, খুলিবে আননখানি
এ দূরতা—এ পরতা
যাইবে চলিয়া।

৮

এস পান্থ! জননীর ছেলে!
এস পান্থ! ভগিনীর ভাই!
পবিত্র হৃদয়খানি, আমরা দিতেছি আনি,
পবিত্র নয়নে দেখ
এই মাত্র চাই।

জল, বায়ু, শশী, রবি,   এক দেবতার সবি,
তুমি আমি "পর" কেন বুঝিতে না পাই?
এস পান্থ! ঘরে এস, স্নেহময় ভাই!

সুয়ারানী

১

প্রিয়তম!
কার সাধনার ধন দিয়াছ এ কারে?—
সেই "দুয়া" হতভাগী
তোমারে পাবার লাগি,
না জানি কাঁদিছে কত দেবতার দ্বারে!
সংসারের রত্ন ধন,
দিতে পারে বিসর্জ্জন,
জগতের সব সুখ পায়ে ঠেলিবারে—
তার সে "অমূল্যনিধি" দিলে তুমি কারে?

২

কে আমি—অজানা নারী, অচেনা হৃদয়,
জানিনাকো ভালোবাসা,
ছিল না কামনা আশা,
শিখিনি প্রেমের লীলা—প্রাণ-বিনিময়;
আমারে আপনি খুঁজি,
দেবীর আদরে পূজি,
কেন নিলে মন্ত্র পড়ি নির্ম্মম-নির্দয়!—
আমি যে অজানা নারী, অচেনা হৃদয়!

৩

আমারে সাধিয়া দিলে হৃদি প্রাণ মন,
সেধে-সেধে আপনারে,
বিকাইলে একেবারে,
মরমে গড়িলে এক সোনার স্বপন!
আমারি সৌন্দর্য-স্রোতঃ
মর্ম্ম মাঝে ওত-প্রোত,
প্রাণের আরাধ্য কাম্য আমারি মিলন,
ছি ছি ছি কৃতঘ্ন এত পুরুষের মন!

৪

বিমুখী বালিকা আমি সদা উদাসীনা,
আমি চাহি মার কোল,
ভাই বোনে তুচ্ছ গোল,
আমি চাহি ক্ষেমি, পুঁটি, ঘোষেদের বীণা।
চাহি সে দুপুরবেলা
লুকাইয়া তাস খেলা,
পান খাই, গান গাই—ঠিক হয় কি না—
আমি চাহি সেইসব—বিয়ে তো চাহি না!

৫

আমারে বাঁধিলে তুমি দিয়া কত ফাঁসি,
মাথায় ঢাকাই ফুল,
কানে সে হীরার দুল,
সোনালি ব্লাউজ বডি এসেন্সের রাশি;
ফল, ফুল, পাখি কত,
খেলানা সহস্র-শত,
রবি বর্‌মার ছবি কমল-বিলাসী,
এ সব কত কি দিয়া,
আরো দিলে বুঝাইয়া
"তোমারে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি,
পাগল করেছে মোরে অই রূপরাশি!

৬

হায় রে, তোমার তরে সে যে পাগলিনী—
তুমি তার প্রিয়তম,
প্রাণের দেবতাসম,
নয়নের আলো-রেখা জীবনে জীবনী,
তোমারে হইয়া হারা,
নেত্রে তার শত ধারা,
বিরাট শ্মশান তার বিশাল মেদিনী—
তোমারি সে হতভাগী প্রেম-পাগলিনী!

৭

সন্ধ্যাবেলা যূথি-বেলা করিয়া চয়ন—
আন-মনে গাঁথে হার,
অমনি স্বপন তার
ভেঙে যায়—পুড়ে যায় কুসুম-কানন!
ফুলের বিছানা পাতি
কভু বা পোহায় রাতি,
উছলিত অশ্রু জলে ভিজায়ে বসন,
ভালোবাসা গেল যদি দুর্ভর জীবন!

৮

কত সাধ আশা তার গিয়াছে মরিয়া,
স্মৃতির শ্মশান মাঝে,
যৌবনে যোগিনী সাজে
অভাগী রয়েছে শুধু মরণে স্মরিয়া!—
যে দিকে ফিরায় আঁখি,
দেখে সব শূন্য ফাঁকি,
প্রাণের বাঁধন হায় গিয়াছে ছিঁড়িয়া,
অভাগী রয়েছে বেঁচে মরণ ভাবিয়া!

৯

কিবা চাও প্রিয়তম! কিসে সাধ আশা?—
কি ছিল না তার কাছে,
বল কি আমাতে আছে,
মিটাতে এলে কেন নির্ম্মমা পিপাসা?—
এ রূপ সৌন্দর্য মম,
দংশিছে ভুজঙ্গসম;
কি যে ব্যথা, কি যে জ্বালা, নাহি তার ভাষা!
আশ্বাসে বিশ্বাসে আহা!
তোমারে সে দিল যাহা—
সেই যে অমরাবতী অমৃত-পিপাসা
আর না কোথাও পাবে—
দিবা নিশা বহি যাবে—
পাবে না স্নেহ নীড়, আরামের বাসা,
দুজনে কাঁদিব ভাবি, পূরিল না আশা!

১০

কার সাধনার ধন দিলে তুমি কারে?—
পাইতে তোমারে স্বামী
সাধিনি কাঁদিনি আমি,
রহিনিকো অনশনে ঠাকুরের দ্বারে—
ছিঁড়িনি মুকুতা-মালা,
ভাঙিনি হীরার বালা,
ছোটেনি বুকের রক্ত আঁখির আসারে!—
তবে কেন হেন খেলা,
প্রাণ দিয়ে পায়ে ঠেলা,
এ বিশ্বাসঘাতকতা দানবে কি পারে?
তার সেই আর্ত্তশ্বাস,
তার সেই সর্ব্বনাশ,
তার সে দলিত হিয়া পিষিছে আমারে!—
আতঙ্কে কম্পিত হৃদি

সত্য কি আমারে বিধি,
গড়িলা রাক্ষসীরূপে প্রেমের সংসারে—
কে আমি, কি আমি নাথ! শুধিব কাহারে?

নব-বিধবা

১

এ কি দেখি বসুন্ধরা,
মহা শূন্যতায় ভরা,
যে দিকে ফিরাই আঁখি আঁধার কেবল,
কেন আমি হেন দীন ,
আশ্রয়-আশ্বাস-হীন,
করুণা মমতাহীন কেন ভূমণ্ডল?

২

এই যে ছিলাম হায়,
সুভগা—সম্রাজ্ঞীপ্রায়,
এই তো অবনী ছিল কত আপনার,
শাঁখা লোহা ছিল হাতে,
উজ্জ্বল সিন্দূর মাথে,
এই যে সে তুমি ছিলে—কেবলি আমার!

৩

পলকে হারানু সবি,
নিভে গেল শশী রবি,
ঢাকিল বিশাল বিশ্ব ভয়ানক ভয়,
মহা দৈন্য, মহা পাপ,
বজ্রানল, ব্রহ্ম শাপ,
চমকিছে, গরজিছে, কোথা প্রেমময়?

৪

তুমি যে গো নাহি ঘরে,
তাই এ ভীষণ ঝড়ে,
শুষ্ক তৃণসম আমি যেতেছি উড়িয়া
আর সে করুণা মাখি,
শত অপরাধ ঢাকি,
কে লুকাবে স্নেহ বুকে সোহাগ মাখিয়া?

৫

এরা
শাঁখা লোহা নিল খুলি
সিঁথিতে মাখালো ধূলি—

তুমি সে বিবাহ দিনে, শুভক্ষণে যবে,
অঙ্গুরীয় ধরি হাতে,
যে সিঁদুর দিলে মাথে,
বাড়ি ঘর ভরি গেল হুলু শঙ্খ রবে—

৬

তাই আজি দিল মুছি,
সকল সৌভাগ্য ঘুচি,
ত্যজিলাম রাঙা শাড়ি সর্ব আভরণ,
শুধু হাত থান পরা,
এ কি বিভীষিকাভরা,
আর বুঝি তব সনে হবে না মিলন?

৭

সত্যই আমারে ফেলে,
তুমি নাথ! চলে গেলে,
জীবন্ত আশ্বাস আশা দগ্ধ চিতানলে,
এ "বিদায়" প্রাণাধিক!
জনমেরি তরে ঠিক,
একেলা রহিব আমি শূন্য ধরাতলে?

৮

চির-পরিচিত যারা,
সেই রবি, চন্দ্র, তারা,
তরু, লতা, নদী, গিরি, বার, তিথি, মাস,
সকলি তেমনি রবে,
আবার সকলি হবে,
আমার—আমার শুধু হেন সর্বনাশ!

৯

ভীষণা যামিনী আসে,
বিষ-বহ্নি প্রতিশ্বাসে,
চির-অমঙ্গল মাখা নগ্ন অন্ধকার,
নীরব রসাল শাখে,
কুরবে পেচক ডাকে,
বাতাসে বাতাসে ছোটে মৌন হাহাকার!

১০

শুধিব কাহার কাছে,
বিশ্বে কি গো প্রাণ আছে,
কে করে বিদ্রূপ-ভরা এ নিঠুর খেলা,
জীবনের সরবস্ব,
তাই শ্মশানের ভস্ম,
অশরণ আর্ত রবে রুক্ষ অবহেলা?

পাষাণী

১

দেবি। আমি "পাষাণ প্রতিমা"?
ভেঙে যাব পাষাণের মতো?
তোমার দয়ার নাহি সীমা,
পাষাণেও করুণা নিযত।

২

তুমি শুধু কাঁদাইয়া যেয়ো,
আমি দিব প্রীতি ভালোবাসা,
আমারে নিঠুর নেত্রে চেয়ো
জাগাইয়ো মরণের আশা।

৩

আমি দিব কুসুম-অঞ্জলি,
তুমি দিয়ো দূরে তা ফেলিয়া,
আমার বাসনা-সাধগুলি
দিয়ো সব চরণে দলিয়া।

৪

তোমা লাগি আমার নয়নে
ব'বে যবে উষ্ণ অশ্রুরাশি
দেখিয়া দেখিয়া আনমনে
যেয়ো—দিয়ে উপেক্ষার হাসি।

৫

এত দূরে থেক দিবানিশি—
যেন ও অমৃতগন্ধ লয়ে,
সমীরণ (হারাইয়া দিশা)
আমারে পারে না দিতে বয়ে!

৬

মোর যত যতনের ধন
পথে রেখ ভাঙিয়া চুরিয়া,
প্রার্থিত বাঞ্ছিত যে রতন
তাই দিয়ো পরে বিলাইয়া!

৭

এইরূপে—দিনকত পরে
এক দিন বাসন্তী সন্ধ্যায়,
পাপিয়ার সুমধুর স্বরে,
চাঁদের মধুর জ্যোছনায়,—

৮

যশোদার করুণ বিলাপ
গাহি পথে চলিবে পথিক ;

বিধবার লুকানো সন্তাপ
খুঁজিবে "কোথায় প্রাণাধিক"!

৯

তুমি বসি তেমন সন্ধ্যায়,
মলয়ায় নাহি ঘুচে জ্বালা ;
বীণা কেন বাজিতে না চায়,
শুষ্ক নব বেলাজুই মালা!

১০

তবু তুমি ধীর—তার পরে
সচকিতে চারিদিকে চাহি,
শুনিবে, বুঝিবে চিরতরে—
এ জগতে আমি আর নাহি।

১১

সেইক্ষণে বিধির ইচ্ছায়
অকস্মাৎ চিনিবে আমাবে,
এ বুকে যে কি ছিল কোথায়
সকলি দেখিবে একেবাবে।

১২

তাই তুমি উনমত্ত রূপে
বনে বনে বেড়াবে কাঁদিয়া,
মহাশূন্যে থাকি চুপে-চুপে,
আমি তাহা হেরিব হাসিয়া।

১৩

এ কবিতা পড়িয়া আমাব
তুমি যা বলিবে তা তো জানি।
কিন্তু ভেবে দেখ একবার
কে আমারে করেছে পাষাণী!

ব্যথিতা

১

কত যুগ চলি গেছ তুমি—
মনে হয় সে দিনের কথা,
সেই বেল ফুল হাসি, ঢালিত সৌরভরাশি,
মলয় পবনে সেই
কত মধুরতা।

২

মনে পড়ে—কত মধুমাখা
ছিল এই মাটির ধরণী,
প্রাণে ছিল সুখ শান্তি, নরদেহে দেবকান্তি,
বিশ্বব্যাপী ছিল সদা
বিশ্বের জননী।

৩

সে দিনে তো বুঝি নাই কভু
হেন দিন রবে না আমার,
বুঝি নাই এই স্মৃতি, নির্জনে জপিব
অভাগীর অমানিশা নিতি
পোহাবে না আর।

৪

আজি তুমি আছ কোনখানে
উজলিয়া চাঁদের কিরণ,
আমি যে তোমার লাগি, যুগ যুগ আছি জাগি
জাগ্রত নয়নে দেখি
সে শুভ স্বপন।

৫

তোমা বিনা আজি ধরাতল,
শুধু জরা মরণের দেশ,
শত বিভীষিকাময়, সতত ভাবনা-ভয়,
তোমা বিনা নাহি হেথা
আরামের লেশ।

৬

তুমি যদি না আসিলে ফিরে,
একা আর পারি না থাকিতে,
হেথা যে কিছুই নাই, আছে শুধু ভস্ম-ছাই,
এমন নিঠুর এরা
তা যদি জানিতে।—

৭

আমি কত লাঞ্ছিতা দলিতা
অনাদৃতা সংসারের আজি—
তা যদি জানিতে কভু, স্বর্গবাস ছাড়ি তবু
আসিতে করুণাময়,
বীরবেশে সাজি।

৮

বোঝ না তো কি ব্যথিতা আমি,
কেমনে ভাঙিছে ভাঙা বুক,

তথাপি যে আছি প্রাণে, সে শুধু তোমারি ধ্যানে
মানসমন্দিরে পূজি
ও পবিত্র মুখ!

৯

বড় সাধ—আর একদিন,
বড় সাধ—আর একবার,
তেমনি শ্যামল সাঁঝে, নীরব নিরালা মাঝে,
মিশাইয়া হাসি অশ্রু
প্রীতি তিরস্কার—

১০

মরমের লুকানো বেদনা
যেন তা বলিতে পারি সব—
তাও কি কখন হবে, কেই বা সে কথা কবে,
অদৃষ্ট অদৃষ্ট লিপি
দেবতা নীরব!

রাজেন্দ্রনাথ*

১

স্নেহময় রাজু! না কি গিয়েছ কোথায়?
কি শুনিনু নিরমম,
শত বজ্রাঘাতসম,
এ যে কি বাজিল বুকে সহা নাহি যায়,
সর্বনাশ করি রাজু, কোথা গেছ হায়!

২

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?—
শুনেছি দানব-বাণে
বাসব আকুল প্রাণে
অচেতন, বর-বপু লুটিল ধুলায়;
পুনঃ সেই ইন্দ্রপাত,
কে ঘটালে অকস্মাৎ,
মধ্যাহ্ন-তপন হেন কেন অস্ত যায়?

৩

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?
বীরবেশ চিরদিন,
আলস্য-ঔদাস্যহীন,

---

* আমার স্নেহাস্পদ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের স্মরণার্থে।

কর্মিষ্ঠ কর্তব্যনিষ্ঠ, সদা সুস্থকায়,
সরল সহাস্য মুখ
প্রাণভরা শান্তি সুখ,
পর-দুঃখ-তমোনাশে প্রভাকর প্রায়।

৪

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?
পরের মঙ্গল তরে
খাটিলে সহস্র করে
ব্যথিতে টানিয়া নিলে স্নেহার্দ্র হিয়ায়;
উদ্যমী, সংযমী, যতি,
বিশ্বের কল্যাণ ব্রতী
অতুল অমূল্য ধন, দীন বাঙ্গালায়।

৫

স্বদেশের অনুরক্ত,
জনম-ভূমির ভক্ত,
কতজনে শিক্ষা দিলে মায়ের পূজায়;
সত্য ধর্মে সদা মতি,
বিজ্ঞতায় বৃহস্পতি,
শান্ত ধীর যুধিষ্ঠির লক্ষ্মণের প্রায়।

৬

সোনার সংসারখানি
তুমি রাজা ইন্দু রানী
আশ্বাস বিশ্বাস মাখা সেথা সমুদায়;
আনন্দ আরাম ভরা,
পরান শীতল-করা,
পুত্র কন্যা বন্ধুভরা, প্রেম উথলায়।

৭

অবহেলি এত সুখ,
ভাঙিয়া সহস্র বুক,
অকালে অদিনে গেলে কেমনে কোথায়?
ব্যথিত, পীড়িত, দীন,
নিরাশ্রয়, অন্নহীন,
তোমারে কি ডেকেছিল অশ্রুত ভাষায়?

৮

বিপন্নের আর্তনাদে,
সদা তব প্রাণ কাঁদে,
তাই কি কহিলে সদা "বুক ফেটে যায়?"
না চাহিয়া কারো পানে,
অলক্ষিত ব্যোমযানে,
চলি গেলে তাড়াতাড়ি—বাসন্তী উষায়?

৯

আজি যে অভাগী ইন্দু
গরজি অনল-সিন্ধু,
গরাসিতে পোড়াইতে ছুটিয়াছে হায়।
বিশ্ব যে রাক্ষস রূপে,
আসিতেছে চুপে-চুপে,
গিলিবারে, তোমা বিনা কে বাঁচাবে তায়?

১০

সংসারে কত কি জ্বালা,
কিছু যে জানেনি না বালা,
আজ তার কোন তাপ লাগেনি যে গায় ;
জনমের ভাগ্য-বলে,
স্নেহ হিমাচল-তলে,
ঘুমাইয়া ছিল বাছা এ তপ্ত ধরায়।

১১

কি নিঠুর জাগরণ,
দিলে তারে বাপধন!
ভাবিলে না হেন দিনে কার মুখ চায়?
তার যে জগৎময়,
শত বিভীষিকা ভয়,
জগৎ-জননী মাগো! রেখ তারে পায়।

১২

স্নেহময় রাজু! তুমি গিয়েছ কোথায়?
তোমার স্নেহের ধন,
শিশুপুত্র কন্যাগণ,
আদরের পারিজাত ফুটেছে হেথায়।
কিছুই বোঝে না তারা,
উল্লাসেই মাতোয়ারা,
আজি যে "বাবা"রে খোঁজে অনাথের প্রায়।

১৩

চিকিৎসা, শুশ্রূষা অত,
আশঙ্কা আশিস শত,
কেমনে জন্মের মতো ডুবিল গঙ্গায়?
কি আশ্চর্য!—বাস্তবিক,
মানব-জনমে ধিক্,
অনন্ত অসীম আশা পলকে ফুরায়!

১৪

তুমি তো দেবের ছেলে,
দেব কাজ সাধি গেলে,

যায় যথা মধু শেষে মলয়ের বায়;
আমরাই ধরাতলে,
ভাসিব নয়ন-জলে,
আমরা জনমশোধ দিয়াছি বিদায়,
আমাদেরি রাজু আর আসিবে না হায়!

১৫

প্রাণাধিক রাজু! আর আসিবে না হায়!
সেই রাজু স্নেহময়,
মুখে মাখা বরাভয়,
অনাথের চির সখা মহাদেবপ্রায়।

১৬

আপনা ঢালিয়া দিয়া,
শতপাকে জড়াইয়া,
বাঁধিলে উদাস হিয়া মহা মমতায়।
গুরু, বন্ধু, বাপধন,
বড় আপনার জন,
কর্মে বুদ্ধি, মর্মে বল, সেবক সেবায়,
তোমার অমর স্মৃতি,
প্রাণের পবিত্র-গীতি,
পূজিব হৃদয়-রক্তে নিত্য নিরালায়;
যাও বাবা! মার কাছে,
যেখানে অমৃত আছে,
অসহ্য রোগের জ্বালা যেখানে জুড়ায়,
যাও বাবা, মার কোলে স্বর্গ অমরায়।

তোমার "শুভাকাঙ্ক্ষিণী"
সেই হতভাগিনী।

যশোরের আবাহন*

স্বাগত হে সুধীগণ!
লহ প্রীতি আবাহন,
স্বাগত সতীশ চন্দ্র বিদ্যা-বিভূষণ!
মনস্বী যশস্বী ধীর!
প্রিয় পুত্র ভারতীর,
তোমা সবা নিরখিয়া কৃতার্থ এমন।

---

* সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে লিখিত।

বিধির স্নেহের দান,
এই সব সুসন্তান,
বিজ্ঞান দর্শনবিদ সুকবি ভুবনে,
নাশিতে বিষাদ তমঃ
ফুটেছে জ্যোতিষ্কসম,
আলোকিত হিয়া মম ভাস্বর কিরণে।

কি দেখিছ চাহি চাহি?
আর যে সেদিন নাহি—
ধন-জন-ফল-পুষ্প-ভরা নিরন্তর;
গৌড়ের-সুযশঃ হরি
জননী যশোরেশ্বরী
সাজাইয়া দিয়াছিল মম কলেবর।

খুলনা আমারি সঙ্গে
মিশামিশি এক অঙ্গে,
আজি যদি গেছে দূরে তবু নহে পর;
কতই গৌরবে বিধি,
ভরি দিলা মম হৃদি,
সেই "রত্ন-প্রসবিনী" আমি যশোহর।

কত সেন, পাল, গুপ্ত,
একে একে হল লুপ্ত,
আছে সেই রাজচিহ্ন আমার সকাশে;
পীর খাঁজাহান আলি,
কত কীর্ত্তি গেল ঢালি,
সেই সব ভাঙা গড়া কত মনে আসে!

স্মরিতে আকুল চিত্ত,
নাহি সে প্রতাপাদিত্য;
নাহি আর সীতারাম, বীর পুত্র সব,
ধার্মিক সরল শান্ত,
নাহি সে বরদাকান্ত,
নলডাঙা নড়াইল, নপড়া নীরব!

সেই যে ভিষক্‌বর,
কবিরাজ গঙ্গাধর,
শমন সভয়ে যারে ছিল কৃতাঞ্জলি,
ভারতে সুখ্যাতি যার
"চরকের টীকাকার"
সে আমার সুখ-স্বপ্ন পুত্র ধন বলি।

আমারে যে নিতি-নিতি,
শুনাত মধুর গীতি,
স্বরগ-কিন্নর-কণ্ঠে সে মধু কিন্নর
সাহিত্য-গগন-রবি,
শ্রীমধুসূদন কবি
জননি, আমারে বাছা করেছে অমর।

পড়ে-পাওয়া নিধিসম,
কোথা দীনবন্ধু মম,
কোথা মোর যদুনাথ ধাত্রী-শিক্ষাকার,
নিষ্কাম সন্ন্যাসীসম,
কৃষ্ণচন্দ্র নিরুপম,
গেছে সব কোল খালি করিয়া আমার।

সেনহাটি, কালিয়ায়,
তারা আজি নাহি হায়,
সেই ধন্বন্তরিসম সুবৈদ্য সকল,
সাহিত্যে যে সুপ্রকাশ
গেছে সে ঠাকুরদাস,
তারক সুরেন্দ্র গেছে ভাতি হৃদিতল।

অমৃতবাজারে সেই,
সোনার শিশির নেই,
হেমন্ত বসন্ত সবে বিদায় করিয়া,
এবে আছি জীবলোকে,
বরষা লইয়া চোখে,
স্মৃতির শ্মশানে আছে মরমে পড়িয়া।

বলিব কি সবিশেষ,
যারা আছে অবশেষ,
সংকোচে সে নাম কটি আনি না আননে,
ভয়ে-ভয়ে বলি তবে,
যদুনাথ আদি সবে,
সাধিছে এ মহাযজ্ঞ জীবনের পণে।

লোকে বলে—ঋষিসম
দেবতা, প্রফুল্ল মম,
আমি বলি—বাট বাট বুকি থাক লুকি,
কাতরে সবারে সাধি,
ললিত, গিরিজা আদি
দরিদ্রের ধনে, কেও দিয়োনাকো উঁকি।

আজি আমি দীনা ক্ষীণা
শত তাপ-বিমলিনা,
আজি কি সে সকলের দিব পরিচয়?
দুর্ভিক্ষ-দলিত হিয়া,
তাহে জ্বর ম্যালেরিয়া,
আত্মদ্রোহ, অহবহ কবিতেছে ক্ষয়।

এখন যকৃৎ পিলে
সদা বক্ত মাংসে গিলে,
কবিছে কঙ্কাল সার নধব শবীব,
জগত জীবন বায়ু,
গবাসিছে পরমায়ু
কালিয়েব বিষভবা আজি হেথা নীব।

হেন দৈন্য-ক্ষুণ্ণ দেশে
তোমবা মিলিলে এসে,
বঙ্গের অমূল্য নিধি ভাবত-গৌবব৷
কেমনে কোথায় বাখি,
অশ্রুজলে রুদ্ধ আঁখি,
ক্ষমা কবো প্রাচীনাব দোষ ত্রুটি সব।

বসো বাপ৷ তরুচ্ছায়
শষ্পাসন স্নিগ্ধতায়
শ্রম দূব কব মম অঞ্চল বীজনে,
বনফুল দাও মুখে,
তৃপ্তি পাই ভাঙা বুকে
শ্রীবাম অতিথি এ যে শ্রমণা-সদনে।

কারাবাসে শ্রীমন্ত*

১

উদ্দীপিত চন্দ্রতাবা উদাব আকাশে,
মৃদুল হিল্লোলে বায়,
দিগন্তে বহিয়া যায়,
বজত-জ্যোছনাধাবা দশদিকে ভাসে,
এমন সুন্দব ধবা
কাব এ আদবভবা

---

* অমব কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীগ্রন্থোক্ত "শ্রীমন্তের মশান" অবলম্বনে লিখিত। স্থানে স্থানে মূলেব সহিত অনৈক্য হইয়াছে। ভরসা কবি এ দোষ মার্জনীয়। —(লেখিকা)

নশ্বর মানব হেথা কি করিতে আসে
আমি বা কি পাপে আজি বন্দী কাবাবাসে?

২

অভাগার শেষ নিশা অই যায়-যায়—
নহি দস্যু নহি চোর
অদৃষ্ট নিয়তি মোর
রাজ-রোষে প্রাণদণ্ড দীন অসহায়!
ললাটে বিধিব লেখা
প্রবাসে মরিব একা
বান্ধব স্বজন স্নেহে দিবে না বিদায়—
অভাগার শেষ নিশা অই যে পোহায়।

৩

কোথা সেই মাতৃকোল আরামের ঠাঁই?
জগতেব যত পাপ
নারী হত্যা, ব্রহ্মশাপ
পরশে পলায় সব, বিনাশে বালাই।
শুভ সিদ্ধি, ঋদ্ধি-সীমা
কি পবিত্র কি মহিমা
সেখানে যে ত্রিতাপের অধিকার নাই,
কোথা সে অমৃত মাখা আরামের ঠাঁই!

৪

কোথা চির পবিচিত স্নেহের ভবন—
যে প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাবেলা
খেলিতাম শিশু-খেলা
সোনার শৈশবে সেই মিলি সখীগণ
পাতিয়া স্নেহের ফাঁদ
মা দিতেন ধরি চাঁদ
সোহাগে আমারে দিয়া সহস্র চুম্বন;
কোথা সে আজন্ম-স্মৃতি সে স্নেহ-ভবন।

৫

কোথা সেই বিদ্যালয় সহপাঠী দল,
অধ্যয়ন একসনে,
একীভূত প্রাণ মনে,
অপরাধে নিত্য ক্ষমা, আনন্দে চঞ্চল;
প্রীতি মান রাশি-রাশি,
তুচ্ছ কাজে উচ্চ হাসি,
সরল পরানে সেই উদ্যম প্রবল,
কোথা সেই বিদ্যালয় সতীর্থ সকল!

৬

কোথায় জনম-ভূমি, বন, পথ, নদী—
সেই পশু পাখিকুল
তরুলতা ফল ফুল,
সে চিত্র যে চিত্তপটে আঁকা নিরবধি;
দেবের করুণা সমা
সেই যে স্বদেশ রমা
আজি মা তোমার যেন পাই না অবধি
কি অমৃত মাখা তব ধূলি বালি নদী!

৭

আমি তো মায়ের "শিশু" কিছুই বুঝি না,
বিমাতা সে নিরমমা
কুপিতা ভুজঙ্গী সমা
মা—আমার অশ্রুমুখী দীনা পরাধীনা,
পিতা নিরুদ্দিষ্ট বলি
সিংহলে আসিনু চলি,
অমনি বাজিল বুঝি মরণের বীণা
অবোধ বালক আমি কিছুই বুঝি না!

৮

দেখিলাম কালীদহে "কমলে কামিনী"
কে জানে নিয়তি লীলা
কি প্রপঞ্চ দেখাইলা
মরু মাঝে মরীচিকা, তেমনি কাহিনী!
কহিতে ভূপতি ঠাঁই
আর তার চিহ্ন নাই
কি লাজ—"সে উন্মত্ততা" বুঝাতে পারিনি
কি বলিতে কি বলিনু অদ্ভুত কাহিনী!

৯

তাই "প্রবঞ্চক শঠে" বধিবে রাজন—
মরিতে জনম সবে,
আমারো মরিতে হবে,
মশানে করিছে মম, মৃত্যু আয়োজন
কিন্তু এ কলঙ্ক মম
ভীষণ ভীষণ-তম—
আমি কি বঞ্চক শঠ আমি কি দুর্জ্জন?
সাক্ষী, তুমি বিশ্বচক্ষু সাক্ষী ত্রিলোচন!

১০

অভাগার শেষ নিশা যায় পোহাইয়া;
রবি শশী গ্রহ তারা

জনমের সাথী যাবা
শ্রীমন্ত বিদায় মাগে মিনতি করিয়া।
তোমরা দেখিয়ো কালি,
অভাগার স্থান খালি,
রয়েছে এ দেহ শেষ শ্মশানে মিশিয়া
অভাগার শেষ নিশা যায় পোহাইয়া।

১১

এস অন্তিমের সখা ভাই কর্ণধার!—
এস কাছে জন্ম শোধ
না হতে এ কণ্ঠরোধ
বলে যাই যাহা কিছু আছে বলিবার।
আজিকার নিশা শেষে
যাও তুমি ফিরি দেশে
এ হেন অরক্ষ পুরে রহিয়ো না আব।
নাহি হেথা দয়ামায়া,
নাহি শান্তি নাহি ছায়া,
নাহি ক্ষমা, নাহি হৃদি নাহি সুবিচাব।
এ দারুণ মরুভূমি
চরণে দলিয়া তুমি
যাও দেশে—স্বর্গপুরী সে যে এ ধরার,
স্নেহ প্রেম দয়া ক্ষমা সবি আছে তার।

১২

বলিয়ো মায়েরে মোর শেষ নিবেদন,
যদিও হতেছি হত
তথাপি বীরের মতো
হাসিয়া কিশোর প্রাণ দিব বিসর্জন;
মুক্ত হবে কারা-ক্লেশ
সকল লাঞ্ছনা শেষ
চির সুষুপ্তির পরে শুভ জাগরণ,
মা সর্বমঙ্গলা শিবে
এ সন্তান কোলে নিবে
অসীম করুণা ক্ষমা করি বিতরণ,
মানবে দেখিবে চাহি
আর সে শ্রীমন্ত নাহি
প্রতিহিংসা করায়েছে শোণিত তর্পণ।
বিশ্বদেবে নমস্কার
দেখ-দেখ কর্ণধার
আসিছে কনকাচলে উদার মরণ
দিবে সে অভয় বর অমর জীবন।

আকাঙ্ক্ষা

দেখ এ হৃদয়তল, দেখ গো লুকানো স্থল,
কিবা আমি চাই,
চিনি না উদ্দেশ্য আশা, বুঝি না প্রাণের ভাষা,
কেমনে বুঝাই?
দিয়াছি খুলিয়া দ্বার, খুঁজি লহ যেথাকার
যা আছে যথায়,
সুখ, দুঃখ, পাপ পুণ্য, যত আছে পরিপূর্ণ
দেখ সমুদায়।
দেখ সে আকাঙ্ক্ষা আশা, ঈর্ষা দ্বেষ ভালোবাসা
বল, দুর্বলতা,
যাহা শুভ যাহা কালো, যাহা মন্দ যাহা ভালো,
চির নীরবতা।
উজ্জ্বল আলোকে আনি, দেখ মোর হৃদিখানি
আমি শুধু চাই
তোমারি মহিমাভরা, একখানি বসুন্ধরা
তোমা বিনা নাই।
তব জ্যোতিঃ শশী রবি, নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক সবি
উদার আকাশে,
বরষা, বসন্ত, শীত, ছয় ঋতু উপনীত,
তোমারি বাতাসে।
লইয়া তোমারি হাসি, ফুল ফোটে রাশি-রাশি
বিচিত্র বরনে,
তোমারি প্রেমের গীতি, শুনিবারে পাই নিতি
বিহগ স্বননে।
তোমারি করুণা বুকে, নদী ধায় সিন্ধুমুখে
ছুটায়ে লহরী;
আমার প্রভাত নিশা, তোমাতেই মিলামিশা
সকলি তোমারি।
আমি শুধু একমনে, তোমাময় নিরজনে
সাধি এ সন্ন্যাস,
তাহে লাভ শুভবুদ্ধি, পূত আত্মা, চিত্তশুদ্ধি
—এই অভিলাষ।

জিজ্ঞাসা

১

সে এবে যথায়—
এ দেশের দিবা নিশা সেখানে কি যায়?
এখানে যে সমীরণ,
জুড়াইছে জীবগণ,
এই বায়ু সেখানে কি লাগে তার গায়?
সেও কি জ্যোছনা রেতে,
চাঁদের আলোক পেতে,
বসে থাকে সৌধ-শিরে কিম্বা জানালায়?
আমাদের দিবানিশি সেখানে কি যায়?

২

এ দেশের বসন্ত কি বিরাজে সেখানে?
তার সে তমাল-শাখে,
আমাদের পক্ষী ডাকে,
আমাদের ফুল ফোটে চেয়ে তার পানে?
সেথা কি জলধি জলে,
আমাদের ঢেউ চলে,
সেখানে কি বীণা বাজে আমাদের তানে?
আমাদের সুখ-সাধ পশে কি সেখানে?

৩

এ দেশের ভালোবাসা সেখানে কি রয়?—
অনুকূল সুখে দুখে,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস বুকে,
চিরদিন অনশ্বর চির মৃত্যুঞ্জয়,
এমনি মমতা প্রীতি,
এমনি সুখের স্মৃতি,
সে দেশের প্রাণে-প্রাণে জড়ায়ে কি রয়?
এ দেশের ভালোবাসা সেখানে কি হয়?

৪

তাই যদি হয় তবে কিসের বেদন?
মাঝখানে বৈতরণী দু-পারে দু-জন।
সাঁতারিয়া একবার,
চলি যাব পর পার,
মরণের পরে পাব সোনার জীবন;
অমানী যামিনী গেলে,
উষা আসে হাসি ঢেলে,
বিধুরের তরে মিলে মধুর মিলন?
ভয় কি, কদিন পরে পাব দরশন।

আবাহন

নিশার আঁধার রাশি ঠেলি
স্বর্ণাচলে হাসে অরুণিমা,
বসুধার ললাটে বিরাজে
দেবতার অব্যক্ত মহিমা;
একসাথে কত কোটি প্রাণ
তপস্যায় ছিল নিমগন,
কত ঝড় কত বজ্রানল
দেখায়েছে ভীষণ স্বপন,
অনশনে অগ্নিকুণ্ড মাঝে
কত যুগ করিয়াছে ক্ষয়,
তবু তারা চাহেনি লুকাতে
তবু তারা করেনিকো ভয়।
শুকতারা দেখেছে নীরবে
সে নীরব মহতী সাধনা,
পশিয়াছে সর্বগ্রাহী পদে
সেই মূকপ্রাণের কামনা,
তাই স্নিগ্ধ স্নেহের পরশে
অন্ধকার দূরে সরাইয়া,
বিকাশিলা সুবর্ণ কিরণ,
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া।
মা আমার, ভূতলে লুটিয়ে
এসময়ে ঘুমিয়ো না আর,
হাসে ওই নব অরুণিমা,
সুপ্রভাত দুয়ারে তোমার;
মহাদেশ, ক্ষুদ্রদেশ কত
জাগিয়াছে নব আলো পেয়ে,
উঠ মা, দরিদ্র-প্রসবিনি!
দেখ সবি পদ্ম-নেত্রে চেয়ে।
হিংসা দ্বেষ জড়তা মূঢ়তা
চলি গেছে আঁধারের সাথে,
নবোদ্যম নব ভালোবাসা
আসিযাছে সোনার প্রভাতে।
বহিতেছে উষার বাতাস
শুভ্র স্নিগ্ধ পবিত্র নির্মল,
ফুটিছে স্বরগ সুধা মাখি,
সুবাসিত নব পুষ্পদল;
আনন্দের প্রথম সংগীত

গাহিতেছে বিহঙ্গমগণ,
সুপ্রভাতে জয় গীতি গাহ,
ভারতের শুভ জাগরণ।

বিরহ সুহৃদ

১

নিঠুর বিরহে হায় কেবা ভালোবাসে?—
সে যে কালানল সম
হৃদি শূন্য নিরমম,
পোড়ায় মানব হিয়া গায়ের বাতাসে।
তারি উপহাসে হায়,
ঈশান উন্মত্ত প্রায়,
বিবশা রামের সীতা তপোবন-বাসে,
সে হেন বিরহ হায় কেবা ভালোবাসে?

২

তোমরা করিয়ো ক্ষমা—আমি ভালোবাসি,
যদি সে হৃদয় শূন্য,
শত নিঠুরতা পূর্ণ,
যদিও অখ্যাতি তার ঘোষে বিশ্ববাসী,
তবু আমি প্রাণ ঢালি,
তারে ভালোবাসি খালি,
পুড়িতে সে অগ্নিবাণে মনে-মনে আসি।
এমনি অভাগা আমি তারে ভালোবাসি।

৩

কেন, কি যে গুণ তার কি কব প্রকাশি,
সাধে কি তাহার তরে,
পরান কেমন করে,
সাধে তারে ভালোবেসে হয়েছি উদাসী?
শত দূরে থেকে এরে,
পূজা করি যেই দেবে,
বিরহ গায়ত্রী তারি সেই স্মৃতিরাশি,
সেই মিলনের সীমা, তাই ভালোবাসি।

৪

যারে বিনা বুকে জ্বলে দারুণ অনল,
সে মহাসমুদ্র পারে,

আমি হেথা একধারে,
দুই কূল জুড়ি আছে বিরহ কেবল,
তাই তার স্মৃতি, শোক,
এ আঁধারে চন্দ্রালোক,
তার তরে বহে অশ্রু পূত গঙ্গাজল।
সাধে আমি ভালোবাসি বিরহ অনল?

৫

সেই হাসি, সেই কথা ভালোবাসা তার,
সেই যে আদর স্ফূর্তি
সেই যে সহানুভূতি,
পুনঃ সেই অভিমান, রোষ, আবদার,
আজি সে যে বহু দূর
কোথায় স্বরগ পুর
সাধের কুটির মোর কেবলি আঁধার,
ভুলি সে অমৃতযোগ,
ভুগিতেছি কর্মভোগ,
নীরবে মরমতলে উঠে হাহাকার।—
তবুও বিরহ হায়,
ভোলেনি এ অভাগায়,
গেঁথেছে একই সাথে প্রাণ দুজনার
এহেন সুহৃদ সখা কোথা মিলে কার।

৬

বিরহ মানব-বুকে দীপ্ত হোমানল,
প্রণয় পূজার ফলে,
জাগে সে হৃদয়তলে,
পূর্ণ করে মনস্কাম দিয়া পুণ্যবল।
ক্ষুদ্র আশা তৃষাশূন্য,
মহত্ত্বেই পরিপূর্ণ,
প্রীতির পবিত্র স্মৃতি, চিন্তার মঙ্গল,
প্রেমে প্রেমাস্পদ চিত্র,
কি মহান কি পবিত্র,
আঁকিয়া মানস পটে দেখায় কেবল,
শিখায় মহতী শক্তি
আত্মত্যাগ স্থিরা ভক্তি
করে সে অভীষ্ট দেবে প্রাণের সম্বল,
মহা মন্ত্রে দিয়া দীক্ষা
প্রেম, প্রাণ দেয় শিক্ষা

সে যে গো বিরাট গুরু, ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল
বিরহ এ মরদেশে ত্রিদিব মঙ্গল।

৭

সেই যে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, চৈতন্য, প্রসাদ *
দেখ সে অপূর্ব দৃশ্য,
তাহারা কাহার শিষ্য,
কোন্ মহাগুরু দিলা অমৃত আস্বাদ?—
সে গুরু বিরহ মাত্র
তাহারা "গঠিত ছাত্র"
বিরহেরি শিক্ষা সেই পুণ্য, অপরাধ,
সেই প্রেম চিরনগ্ন,
সেই সুধামাখা স্বপ্ন,
দিশাহারা, মাতোয়ারা, বিমুক্ত অবাধ।
এই চায় এই পায়,
আবার হারায়ে যায়,
তাই তো সে সর্বনেশে মিলনের সাধ।
সে লালসা বজ্রে গড়া
সে পিপাসা ক্ষিপ্ত করা,
তাই প্রাণাধিক সনে সহস্র বিবাদ।—
কভু হৃদি পরিপূর্ণ
কভু শূন্য মহাশূন্য,
কে জানে কি মহানেশা কি অমৃত স্বাদ।
হেন প্রাণ কেড়ে নিতে
কেবা পারে পৃথিবীতে,
মানবে দেবতা গড়ে, কার হেন সাধ?—
বিরহ! তোমারি শক্তি তোমারি প্রসাদ।

৮

সেই যে হাসিল শশী আকাশ উজলি,
মধু মাখা চারিদিক,
ঘুমন্ত পাপিয়া পিক,
স্বপনে ছড়াতেছিল মধুর কাকলী,
মৃদুল মৃদুল বায়,
জ্যোছনা চুমিয়া যায়,
আদরে ফুটায়ে নব বেলিজুঁই কলি,
সে যে কি মাহেন্দ্রক্ষণ,
ভুলিয়া গিয়াছে মন,
ভেঙে দিয়ে বীণা বাঁশি, কাল গেছে চলি,

---

* প্রসাদ—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

শত যুগ যুগান্তর
হয়ে গেছে তারপর
বুঝি সে জগৎ গেছে, গেছে সে সকলি,
শুধু এ দারুণ তাপ
রেখেছে সে "ফটোগ্রাফ"
জীবনের সে বসন্ত, সেই পুষ্পাঞ্জলি।
বিরহে "সুহৃদ" আমি শতমুখে বলি।

৯

আমারে দিয়ো না গালি প্রেমিক সকল,
আমি বড় ভালোবাসি "বিরহ অনল"।
মিলন সে ক্ষুদ্র বিন্দু
বিরহ অনন্ত সিন্ধু,
নাহি সীমা নাহি রেখা নাহি তার তল।
মিলন ফুলের রায়,
সহসা ফুরায়ে যায়,
বিরহ পড়িয়া থাকে জুড়ি হৃদিতল।
বিরহেরে বুকে করি,
ভাসি কিম্বা ডুবে মরি,
হোক সে শাণিত অসি, কিম্বা হলাহল
মরম হউক ক্ষত,
জাগুক যাতনা শত,
ছিঁড়িয়া পুড়িয়া যাক প্রাণের সকল,
সেই মোর চিরানন্দ।
(মাখানো অমৃত গন্ধ)
শ্যামশূন্য বৃন্দাবন সুখস্মৃতি স্থল,
মিলনের চিত্রপট বিরহ কেবল।

বিমল

১

ওরে, মোর আঁধারের আলো,
ওরে মোর ভবিষ্যৎ প্রাণ।
কত আশা আশ্বাসের ধন
বিধাতার করুণার দান।

২

স্বরগের বিশুভ্র বাতাস
নবোদিত চন্দ্রমার হাসি,

সুপ্রভাতে সোনার স্বপন,
উছলিত দ্রব সুধারাশি।

৩

ভয় হয় চাহিয়া দেখিতে
শুষ্ক তপ্ত এ চাহনি দিয়া,
দ্যুলোকের কুসুম-কোরক,
পাছে তুমি পড় শুকাইয়া।

৪

কোনখানে রাখিব লুকিয়া,
খুঁজিয়া যে নাহি পাই ঠাঁই,
মরতের মলিন বাতাস,
জানিনা তো কোনখানে নাই।

৫

দেবতার করুণায় বাছা'
চিরজীবী চিরসুখী হও,
সুমঙ্গল সুকল্যাণ-রূপে,
মার কোল উজলিয়া রও।

৬

পিতৃকুল মাতৃকুল তব
তৃপ্ত হোক তোমার গৌরবে,
ভারতের "সুসন্তান" বলি,
তোমারে জানুক বিশ্বে সবে।

৭

আয় রে বিমল! যাদুমণি!
দেখি তোর অই চাঁদ মুখ,
স্বরগের অমিয় সমীর
জুড়ায়ে দে চির তপ্ত বুক।

আমার সাথী

১

সাধের বসন্ত এল আয় নিমু আয়,
দু-জনে করিগে খেলা মনে যাহা চায়,
আজিকার বসুন্ধরা, শ্যামল উচ্ছ্বাস ভরা,
"কুহুকুহু চোক গেল" কত পাখি গায়
মধু মাছি ভৃঙ্গগণ, পুলকে বিভল মন

কি যেন অস্ফুট সুরে বেহালা বাজায়
আয় নিমু আয়।

২

সাধের বসন্ত এল আয় নিমু আয়,
দু-জনে বসিগে চল শিমুল তলায়,
প্রকৃতি গহনাগুলি, ওখানে রেখেছে খুলি
তাই আলোকিত বন হেন বক্তিমায় ,
অথবা কে দেববালা, খুলিয়া সিন্দুর ডালা
হাসিয়া রাঙিয়া দেছে তরুণ গায়
আয় নিমু আয়।

৩

সাধের বসন্ত এল আয় নিমু আয়,
দু জনে দাঁড়াই গিয়ে শ্যাম কুঞ্জ ছায় ,
বাতাবি লেবুর ফুলে, সমীর পড়িছে ঢুলে
ত্রিদিবে বহিবে গন্ধ আনন্দ আশায়
কি সৌরভ সুধাভরা, পরান পাগল করা
পারিজাতে অবহেলি দেবকুল চায়।
আয় নিমু আয়।

৪

সাধের বসন্ত এল আয় নিমু আয়।
দু-জনে বসিগে ভালো বসি নিরালায়,
দেখ তটিনীর জলে, অনিল হিল্লোলে চলে
ছোট-ছোট ঢেউগুলি দুলে দুলে যায়,
দেখ বাদামের গাছে, কি বাহার হয়ে আছে
কচি কিশলয় রাজি রাজিছে মাথায়
দেখ, সহকার শির, কি ভূষণ পৃথিবীর।—
উছলি উঠিছে ছটা মুকুল মালায়।
আয় নিমু আয়।

৫

সাধের বসন্ত এল আয় নিমু আয়,
দু জনে ছুটিলে কারে কে ধরিতে পায়?
শীতের জড়তা রোগ, যা কিছু অধর্ম ভোগ,
মলয় বাতাস ছুঁয়ে গিয়াছে কোথায়।
আজিকার বসুন্ধরা, মৃত-সঞ্জীবনী ভরা
আরোগ্য উদ্যম আশা ভরিছে হিয়ায়
আয় নিমু আয়।

৬

হেন শুভ দিনে নিমু বড় সাধ যায়
বিলায়ে দি ভালোবাসা সারা বসুধায়

বাঁধিয়া সাধের ঘর,　　ভুলে যাই পরাপর,
　　হীনতা নীচতা গুলা ঠেলে ফেলি পায়,
প্রকৃতি মা করি যত্ন,　　ঢালিছে কুসুম-রত্ন
　　অযাচিত প্রেমভরে সমস্ত ধরায়,
আয় না তেমনি ঢালি　　ভাণ্ডার করিয়া খালি
　　প্রাণ গলা স্নেহ প্রীতি যেবা যাহা চায়
এমন সুখের বেলা,　　ভুলি সব অবহেলা
　　আয় নিমু করি খেলা—পাখি কুহু গায়
　　শুনি-শুনি বুকে ভরি সারা বসুধায়।

৭

　　হাসিছে অবোধ শিশু—মরিনু লজ্জায়
　　কি বলিতে কি বলিনু—নিমু বুকে আয়
দু-হাতে জড়িয়ে গলা　　কানে কানে কথা বলা
　　সর্বনাশা আধ ভাষা সুধা উছলায়,
নীরবে পাপিয়া পিক　　আমারি থাকে না ঠিক
　　সহস্র কুসুম ফোটে হাসির ঘটায় ,—
নিশ্বাসে মলয় বায়ু,　　বাড়ায় অনন্ত আয়ু
　　বাসন্ত চন্দ্রমা নিভে, অনিল ছটায়
　　জীবন্ত বসন্ত নিমু আয় বুকে আয়।

শেষ

বড় সাধ ছিল মনে—মরণের বেলা
ধীরে-ধীরে কাছে তুমি বসিবে আসিয়া,
ছিল সাধ জীবনের সে সায়াহ্ন খেলা
অই মুখে চেয়ে-চেয়ে যাইবে ভাঙিয়া।
বড় সাধ ছিল মনে প্রাণের যাতনা
খুলিয়া দেখাব সব অন্তিম শয্যায়,
নীরবে নিভেছে কত পবিত্র কামনা
কি মহত্ত্ব বলি দিছ নীচতার পায়।
কতই আনন্দ আশা কত হাহাকার
লুকায়েছি হৃদিতলে শত সাবধানে,
একটি পেলে না ঠাঁই চরণে তোমার
গেল না প্রাণের ক্ষত সুধা-পরশনে।
স্বরগে রহিলে তুমি আমি ধরাতলে
সব সাধ ডোবে আজি নয়নের জলে।

প্রতিশোধ

(পাশি)

১

নীল মেঘতলে বলাকা উড়িল,
শ্বেত শতদলরাশি,
সে শোভা হেরিয়া বালিকা চামেলি
করতল দিল হাসি।
মা বাপের সেই অতুল বিভব,
এক মাত্র প্রাণধন,
আট বছরের কনক কুসুম,
রূপে গুণে অতুলন।

২

ঠাকুমা যে দিন "গোরী দান" আশে
বারো বছরের বরে
মহা সমারোহে দিলা চামেলিরে
মা বাপের আঁখি ঝরে।
কেমনে পাঠাব শ্বশুর ভবনে,
অন্ধের নয়ন-মণি
সে যে না হাসিলে, হাসে না সে পুরী
মৌন বিষাদের খনি।

৩

নয় বছরের চামেলি যখন
বিশি দিলা বড় তাপ,
নিদাঘ প্রদোষে পতিরে তাহার
দংশিল ভীষণ সাপ।

নয়ন-নিমেষে "গেছি গেছি" বলি
বালক পড়িল ঢলি,
চামেলির যত সুখ সাধ আশা
তার সাথে গেল চলি।

৪

সে অবোধ বালা কিছুই বোঝে না
"একাদশী" কারে কয়
সিঁদুর লইয়া ভালে পরে ফোঁটা
জানে না কিসে কি হয়।

মার কাছে চাহে ভাজা কই মাছ
হাতে পরে রাঙা শাঁখা

মা বাপের বুকে বাজে শত বাজ
সমাজে যায়না থাকা।

৫

বারো বছরের বালিকা চামেলি
বাড়ে শশীকলা সমা,
মা ভাবেন "বাছা, কোথা লুকাইব
সোনার প্রতিমা তোমা!"

কাতর জনক কহেন আশ্বাসি—
"করুণা সাগর সেই
বিদ্যাসাগরের বিধি আছে, মেয়ে
বিয়ে দিতে দোষ নেই।"

৬

পরাশর আদি শাস্ত্রকার যত—
উপদেশ শিরে বয়ে,
শুভদিন ক্ষণে যোগ্য পাত্র সনে
দিলা বিভা কন্যা লয়ে।

নিরানন্দ পুরে আনন্দ উৎসব
আবার উঠিল জাগি,
বালিকা চামেলি ফুটিল উজলি
আর নহে "হতভাগী"।

৭

তর্কচূড়ামণি করিলা ধিক্কার
শুনি বিয়ে বিধবার,
জাতিচ্যুত আজি চামেলির পিতা
আদেশে, শাসনে তাঁর।
নাপিত, রজক, জ্ঞাতি কুটুম্বাদি
কেহ নাহি ফিরি চায়,
(তবু মাতা পিতা পরিতৃপ্ত মন
লয়ে কন্যা জামাতায়।)

৮

সমাজ-শাসক তর্কচূড়ামণি—
ঘন ঘন নস্য টানি,
শাস্ত্র ব্যাখ্যাছলে চামেলি জনকে
দেন বাক্যবাণ হানি!

নাতিনী শিবানী কোলে নিয়ে হেসে
গৃহিণীর মুখ চাহি
কহেন "ব্রাহ্মণি! দেখিলে তো তবে
ধনীর সে দিন নাহি!"

৯

পোস্টকার্ড পড়ি নস্যাধার ফেলি,
ভূপতিত চূড়ামণি
কহেন কাঁদিয়া "মরেছে—ব্রাহ্মণি।
সে নাতি-জামাই "ননী"।
ছয় বছরের শিশু যে শিবানী,
বৈধব্য কপালে ওর!
আর তো হবেনা বিধবার বিয়ে।
প্রতিশোধ এই মোর!!"

বজ্রানল

১

নিদাঘ-গগনে অই অশনি গর্জ্জন,
ভয়ে কাঁপে হিমাচল,
ভয়ে কাঁপে জলস্থল,
দেবতার আগ্নেয়াস্ত্র এতই ভীষণ।

"কড় মড় কড় মড"
উ হু হু! কি ভয়ঙ্কর,
পুড়ে যাবে সারা বিশ্ব হইলে পতন,
আঁখি মুদি যক্ষ রক্ষ
বলে "বিধি রক্ষ রক্ষ"
মানব কেমন করে বাঁচাবে জীবন?

মাথার উপরে বাজ
কোথায় লুকাবে আজ
সর্বস্ব করিয়া ভস্ম লুঠিবে শমন।—
অই অই ইরম্মদ ঝলসে নয়ন।

২

মানব!
কত যে কামনা তব পরানে প্রবল
এখনো যামিনী ভোরে
মনে পড়ে ঘুম ঘোরে
কনক হাসিটি মাখা বদন কমল!—
কত গান, কত গীতি,
কত সাধ, কত স্মৃতি,
কতই লালসা বুকে জাগে অবিরল!

তবে কি সাহসে বলে
পুড়িবে ও বজ্রানলে,
সহসা হারাবে সব সহায় সম্বল?—
অই অই ছুটে আসে ভীষণ অনল।

৩

মানব।

যাও চলি নাহি যথা ভীম বজ্রানল,
ভূধরে, বিজনে কিবা,
সাগরে আশ্রয় নিবা,
অথবা লুকাও গিয়া যথা রসাতল,
মানব জীবন হায়,
শত পুণ্যবলে পায়,
সবতের শ্রেষ্ঠ সে যে, আছে বোধ বল,
আছে তার প্রেম, ধর্ম,
আছে তার সাধ্য কর্ম,
আছে তার ভাগ্য বৃক্ষে শত লক্ষ ফল
এমন জীবন কেন
তুচ্ছ ধূলি-ভস্ম হেন
সঁপিবি অশনি মুখে মরিতে কেবল?
পলাও পলাও ত্বরা
কি কাজ পুড়িয়া মরা,
যাও চলি—নাই যথা পোড়া বজ্রানল,
তবে যদি হেন ঠাঁই
জগতে কোথাও নাই
এড়াবি সেখানে গিয়া মৃত্যু-করতল,
জনমে মরণ যদি
বিশ্বময় নিরবধি
কেন তবে চিন্তা, ভয়, কেন অশ্রুজল,
অমর নহে তো নর, লুকায়ে কি ফল?

৪

ও নর জীবন ভাই, কত কাল রবে?—
ওই যে "মার্জিত দেহ
যাহে কর এত স্নেহ"
ও যদি শ্মশান ধূলি এক দিন হবে
বজ্রানল কিম্বা রোগে
নাগ-বিষ কিম্বা যোগে
অদৃশ্য, অজ্ঞেয় দেশে যদি যেতে হবে;
তবে মিছা কেন আর

খ্যাতি হবে "কুলাঙ্গার"
কেন বা ও বজ্রানল বীর দাপে সবে?
যে বেশে আসুক কাল,
পাতিয়া মরণ জাল,
ভয় কি মানব তোর কি বেদনা তবে?
তুমি তো "শিকার" তার একদিন হবে!

৫

তবে যদি মৃত্যু সিন্ধু হতে চাহ পার,
ডাক সেই মৃত্যুঞ্জয়ে মৃত্যু দাস যার
তোমরা তো তাঁরি অংশ
নাহি ক্ষয়, নাহি ধ্বংস,
দেববলে বলী জনে মাবে সাধ্য কার?
যে বজ্র কালাগ্নি-বর্ষী
তোমাদের দেহ স্পর্শি
লাজে সে হউক দ্রব, শীতল তুষার
বুক পেতে লহ বজ্র বরে দেবতার!

৬

তোমরাই দেবশিশু—ভুলিলে এখন?—
শত মৃত্যু মরে যেত খুলিলে নয়ন!
কিবা শক্তি কুলিশের
বিনাশিতে তোমাদের
অতীত "অমর কীর্তি" করত স্মরণ
—যাহারা খেলিত রঙ্গে
সহস্র অশনি সঙ্গে
ভাঙিয়া ফেলিত বাজ আঘাতি চরণ।
দ্যুলোক দেখিত চেয়ে
ভূলোক যাদের মেয়ে
কবিত ধরিয়া বজ্রে কবরী ভূষণ
সে গার্গী, গৌতমী, কৃষ্ণা,
সুলভা গান্ধারী তৃষ্ণা
মিটেনি তো ভারতের—মিটে কি কখন?
—সেই রাম, ভীষ্ম, পার্থ
ধন্য শৌর্য—সে পরার্থ—
সে যে, মরণের সনে অমরের রণ?—
(হোক্ কোটি বর্ষান্তর)
তোমরা সে বংশধর
যদিও জাহ্নবী তটে মুদিয়া নয়ন
টানিয়া জরার বাস ঢাকিছ যৌবন!

৭

জীবনে মরণ হেন আর কাজ নাই,
বজ্র রবে জাগ আজি কোটি কোটি ভাই,
শত বজ্র শত পাকে
পুড়িতে মরিতে তাকে
যমের আহ্বান সে যে শুনিবারে পাই,—
তোমাদের সিংহ শব্দ
শুনি সে হউক স্তব্ধ
ঘুচি যাক মুছি যাক বিষম বড়াই।—
"জনমে মরণ আছে"
সে তো অপরের কাছে
তোমরা দেবের শিশু নাহি সে বালাই,
কোটি বক্ষ পসারিয়া
বজ্রানল লহ গিয়া
ভেঙে চুরে যাক্ বজ্র হয়ে যাক্ ছাই
গাহি সে বিজয় গাথা সুখে ভেসে যাই।

যদি দেখা হয়

১

যদি দেখা হয়।
নবীন বরষ আজি
ভূতলে আসিল সাজি,
চির পুরাতন আজি নবীনতাময়,
নূতন উদ্যম আশা,
নবীভূত ভালোবাসা,
পুরাতনে মনে পড়ে সমস্ত সময়,
তাই আমি ভাবিতেছি, যদি দেখা হয়।

২

যদি দেখা হয়—
কি ভাবিনু হরি! হরি।
আপনি শরমে মরি
কত যে নবীন বর্ষ হতেছে বিলয়।
নীরব নিশ্বাস সনে
শত ঘুম জাগরণে
বহিতেছে জীবনের অমূল্য সময়—
তবু কেন ভাবি হেন, যদি দেখা হয়!

৩

যদি দেখা হয়—

এত অশ্রু এত হাসি

জমিছে যে রাশি-রাশি

এত যে আকাঙ্ক্ষা-আশা কহিবার নয়;

এত কথা এত গাথা

এত ফুল এত পাতা

কেন হেন তুলে রাখি কে রাখিতে কয়?

কেন আসে পোড়া মনে যদি দেখা হয়?

৪

যদি দেখা হয়—

হা ধিক্ অবোধ মন

সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ

গিয়াছে—সে পুণ্যবল হইয়াছে ক্ষয়,

সে নিশা হয়েছে ভোর

ভেঙেছে সে ঘুম ঘোর

ফুরায়েছে সত্য যুগ চিরানন্দময়।—

আজো কেন আসে মনে যদি দেখা হয়!

৫

যদি দেখা হয়—

আর কি এ বসুন্ধরা,

আছে প্রীতি পুণ্যভরা

আর সে শশী কি হাসে, সে জ্যোছনাময়

আর কি মলয়ানিলে,

তেমন অমিয় মিলে

আর কি পাপিয়া কণ্ঠে সেই গীতি বয়,

আর কি দেখাব তারে যদি দেখা হয়!

৬

যদি দেখা হয়—

নির্মল দর্পণ-সম

কোথা সে হৃদয় মম

সোনার কৈশোর সেই সরলতাময়।

দেবের আশিস-সম

সে শুভ জীবন মম—

কত আদরের সে যে স্বতঃ মৃত্যুঞ্জয়—!

আজি কি দেখাব তারে যদি দেখা হয়।

৭

যদি দেখা হয়—
সে যে গেছে যুগ শত,
জনমি মরিনু কত
কত বিপ্লাবন ঝড়ে গেছে সে হৃদয়।

দ্বেষ, হিংসা, হা-হুতাশ,
অভিমান, অবিশ্বাস
শোক, রোগ, সর্বনাশ, নিত্য পরাজয়।
সারা বিশ্ব নিরানন্দ
নাহি সে পবিত্র গন্ধ।

নাহি সেই রবি শশী তারকা নিচয়।
প্রকৃতি ভুলেছে হাসি,
নিকুঞ্জে নীরব বাঁশি
বসন্তে জাগে না ফুল নব-কিশলয়।

শত ব্রহ্মশাপ সম
এ পোড়া জীবন মম,
ফিরে দিব সে চরণে তা কি প্রাণে সয়?
কি দিব এখন তারে—যদি দেখা হয়!

৮

যদি দেখা হয়!—
আ ছি ছি! কিসের তরে,
লাজ-ভয়ে হিয়া মরে।
মুমূর্ষু অমৃত-পানে করে কিরে ভয়?

সে বিনা অধম দীন
এহেন সর্বস্ব-হীন
সে যে রাজরাজেশ্বর চির স্নেহময়!
আমার তাহার কাছে,
ডরিবার কিবা আছে?—
রোগ শোক পাপ যার দরশনে ক্ষয়।

মানি না মীমাংসা যুক্তি
সাধিয়া আসিবে মুক্তি
যোগবল পুণ্যফল পাব সমুদায়
মহাসুখে ঘরে রব যদি দেখা হয়:

৯

যদি দেখা হয়—
পূত মন্দাকিনী ধারে
নন্দনের গন্ধ-মাখা বায়ু যথা বয়,

সদ্যস্নাতা সুরবালা
গলায় মন্দারমালা
বিতরে, আনন্দ প্রেম, শান্তি বরাভয়।
সেই খানে দুইজন
এক হিয়া এক মন,
(তটিনী জলধি সনে যেমতি বিলয়।)
সে মহা মিলন আহা!
মরতে মিলে না তাহা,
মনে মনে, প্রাণে প্রাণে সমস্ত সময়!
আমার নবীন সাধ যদি দেখা হয়।

পল্লী-আহ্বান

১

আয় তোরা—কে আসিবি ভাই!
একবার মার কোলে যাই,
সে যে আমাদেরি ঘর,
নাহি অন্য নাহি পর
নাহি সেথা রাঙা আঁখি আপদ বালাই,
কেহ নাহি দিবে গালি,
বিদ্রূপ ব্যঙ্গের ডালি,
কৃপাণ খুলিয়া কেহ মাথা লবে নাই,
আয়! মোরা মার কোলে যাই।

২

মার ঘরে গোলাভরা ধান,
গোহালে গাভীর অবস্থান,
তুলসী বেদির কাছে
আঙিনায় শিশু নাচে,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে ছোটে অমৃত তুফান!
যুবার বিনীত বাণী,
বধূরা স্বরগ-রানী,
প্রবীণ শুনায় গীতা, পবিত্র পুরাণ।

৩

সরোবরে নিরমল জল
পুলকে খেলিছে মীন-দল,
মৃদুল হিল্লোলে বায়
লহরী নাচায়ে যায়,

হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে সোনার কমল।
শাখি-শাখে পাখিগণে
কূজনে আনন্দ মনে
তরুলতা ভরা কত চারু ফুল ফল।

৪

মার অন্ন—সে মহাপ্রসাদ,
মাখা তাহে সুধার আস্বাদ,
কি আশে প্রবাসে রব
কাহার "গোলাম" হব
শস্যক্ষেত্রে স্বাধীনতা—মাতৃ-আশীর্বাদ,
মায়ের কুটিরখানি,
অলকা অমরা মানি,
শত তুচ্ছ তার কাছে পরের প্রাসাদ।

৫

মণি ত্যজি কাচের আশায়
এত দিন ছিলাম কোথায়?—
ধর্মহীন কর্মহীন,
বিফলে কেটেছি দিন
একটি স্নেহের কথা মিলেনি ধরায়।
অদৃষ্টের উপহাস,
পরিতে জুটেনি বাস,
মিলেনিকো একমুঠা—দারুণ ক্ষুধায়।
তনু যে কঙ্কাল সার
পারি না পারি না আর
বহিতে সাহেবি সাজ গোলামির দায়।
হৃদয়ের যা মহত্ত্ব,
শুভবুদ্ধি—মনুষ্যত্ব
ছি ছি ছি কিসের লোভে করিনু বিদায়।
আয় ভাই লুকাবি তো আয়।

৬

ওগো তোরা মার কোলে আয়,
হারাধন পাবি পুনরায়
কি হবে দাসত্বে খাটি,—
আয় পুনঃ মাটি কাটি
উদর পূরিবে তাহে বিধির কৃপায়,
পত্নী, পুত্র কন্যাগণে
কাঁদিবে না অনশনে,

স্থবিরা মা মরিবে না পেটের জ্বালায়।
রবেনাকো মনস্তাপ,
হবে না সে মহাপাপ,
টানিতে গলায় ফাঁসি, বকুল-শাখায়।

৭

আর তাঁতি, কাঁসারি, শাঁখারি,
কর্মকার হবে না ভিখারি;
স্মরি পুনঃ ইষ্ট মন্ত্র,
হাতে লহ ত্যক্ত যন্ত্র
এস, পুরাতন ব্যথা যাতনা পাসরি;
স্বদেশের ছেলে মেয়ে,
দাঁড়ায়েছে মুখ চেয়ে,
দাও বস্ত্র, রত্ন ধন, চন্দন বাঁশরি।
আজি যে মায়ের পূজা
তাই যে মা দশভুজা,
দিতেছেন বরাভয় অমৃত-লহরী।

৮

কে কোথায় আছ এস ভাই,
মার কোলে—স্নেহধামে যাই,
কোটি শির লুটাইয়া,
পাদপদ্মে প্রণমিয়া,
মায়ের মঙ্গল-গীতি কোটি কণ্ঠে গাই,
আমাদেরি মার ঘরে
কমলা বিরাজ করে,
আমরা দেখি না চেয়ে ভিক্ষা মেগে খাই।
সব ভাই বোন মিলে,
শ্রীচরণে পূজা দিলে
সিন্ধুপারে যাবে সব আপদ বালাই,
চল চল বেলা গেল মার কোলে যাই।

সহধর্মিণী

১

তুমি প্রভো! দেবতার মতো
দূরে উর্ধ্বে থাকো গো বসিয়া—
যাহা কিছু সত্য ধর্ম, পবিত্রতা পুণ্যকর্ম
অবিরত থাক্ সবি তোমাতে মিশিয়া।

২

প্রভাতের কনক তপন
উজলিবে তব জ্যোতিঃ নিয়া—
তোমারি পবিত্র গন্ধে, বায়ু ব'বে সদানন্দে,
তব কণ্ঠ গীতি গাবে কোকিল পাপিয়া।

৩

ভাসিবে তোমার মধুরতা
চাঁদের মধুর জ্যোছনায়—
গোলাপ, যূথিকা, বেলা, খুলিতে রূপের মেলা
তোমারি লাবণ্য, হাসি, ছড়ায়ে ধরায়।

৪

তোমারি বিমল স্নেহাসারে,
কুলু কুলু তটিনী বহিবে,
প্রসন্ন হৃদয় তব, সদা হয়ে অভিনব,
শক্তি, ভক্তি, দয়া, প্রেম মোরে শিখাইবে।

৫

তোমাময় আনন্দ ভবনে
আনন্দে করিব আমি বাস,
পূজি ও অমর কান্তি, পাব সত্য সুখ শান্তি
রবনা এমন—তুচ্ছ কামনার দাস।

৬

দূরে যাবে ক্ষুদ্রতার ধ্যান,
মহত্ত্বেই পূরিবে হৃদয়,
ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিব ঘর ভুলিব আপন পর,
স্বার্থের বন্ধন ছিঁড়ি হব বিশ্বময়।

৭

যাবে চলি শত্রু মিত্র জ্ঞান,
ভাই বোন হইবে সকলে,
হিংসা দ্বেষ দলাদলি, যাইব চরণে দলি,
অনাথে বাঁচাতে সুখে পশিব অনলে।

৮

চাহিব না মোর তরে আর,
হীরক মুকুতা যশঃ মান,
মানিব না, নিন্দা স্তুতি, অকৃপা সহানুভূতি,
সবি লব শিরে—ভেবে বিধাতার দান।

৯

যাহা কিছু দেবতার কাজ
তাতেই হইবে মোর প্রীতি,

"এ জনম বৃথা নয়, সদানন্দ ব্রহ্মময়"
বাজিবে মানসী বীণে সে মহতি গীতি।

১০

নিরখিব সুষুপ্তি ভাঙিয়া
তুমি সৌম্য, দেবতা যেমন,
তখনি ভাবিব মনে, এজনম শুভক্ষণে,
ধন্য বিধাতার দান সার্থক জীবন!

১১

এই রূপে বহুদিন গেলে
একদিন আসিবে সময়—
নীরব নির্জন গেহ, সেথা নাহি আর কেহ,
তুমি আমি আছি শুধু নির্মুক্ত নির্ভয়।

১২

শ্রান্ত শির রাখি তব কোলে
ধীরে-ধীরে করিব শয়ন,
সহসা সুহৃদ বেশে, আমারে ডাকিবে এসে,
সুখময় শান্তিময় সুন্দর মরণ!

১৩

তোমার আদরটুকু লয়ে
অবসন্ন নয়ন মুদিব,
তারপরে—প্রাণাধিক! বলিতে পারিনা ঠিক
হয়তো দু-জনে মিশি একই হইব।

সিদ্ধি

(১)

জীবন সংগ্রাম এত যুঝিলাম
সব হল শুধু হল না বিত্ত,
ভগন হৃদয় ভগন পঞ্জর
বেদনে ভাঙিয়া পড়িছে চিত্ত।

স্নেহের দুহিতা সরলা আমার
জননীর মতো করুণাদাত্রী
হইল বয়স বর্ষ চতুর্দশ
এখন বিবাহ-সুযোগ্যা পাত্রী।

কোথা দয়াময় কোথা দীননাথ!
কোথা আছ প্রভো কমলাকান্ত!

কেন পাঠাইলে সে দীন অধমে
কন্যা বিভা দিতে হয় যে শ্রান্ত!

উপাধি গৃহীত সুকৃতী শিক্ষিত
'পণ' চাহে বহু সহস্র মুদ্রা,
হায় মা সরলে! কি আছে কপালে
আকাঙ্ক্ষা যে মম না হয় ক্ষুদ্রা!

নীরবে কামনা বাড়িছে মরমে
দিব বাছা তোরে অতি সুপাত্র
রাজরানী মতো সুখে রবি কত
ভাবিতে পুলকে শিহরে গাত্র!

(২)

কেন গো তব স্নেহ কোলে
ওগো মা জননী ভারতবর্ষ!
রবি, শশী, ক্ষিতি, অনল, অনিলে
কেন দিলে মোরে মঙ্গল স্পর্শ।

নিষ্ঠুর নির্মম সমাজ আমারে
শাসিছে ভ্রূকুটি আরক্ত চক্ষে,
তাই সরলার সোনা মুখ খানি
বজ্র সম যেন বাজিছে বক্ষে।

কোথা অর্থ পাব, কার দ্বারে যাব,
কোথা স্নেহময়ী জননী বঙ্গ!
পড় দ্বিধা হয়ে, লাঞ্ছিত তনয়
তোমাতে লুকাবে তাপিত অঙ্গ।

লোক মুখে শুনি কত ধনী গুণী
দানে বলিরাজা—দয়ার সিন্ধু
এ পোড়া কপালে কিছু তো না মিলে
কারো বুকে নাহি করুণা বিন্দু।

(৩)

হায় ভগবান! একি অপমান।
কে জানে ডেপুটি সে রমাকান্ত
পায় বহু টাকা, কথা কহে বাঁকা
'সুশিক্ষিত' শুনি হইনু ভ্রান্ত!

কন্যা দান তরে সাধিলাম তারে,
অমনি হইল ঘূর্ণিত নেত্র,
খেয়ে গালাগালি ভাবি আরদালি
আসিছে বুঝিবা লইয়া বেত্র!

কোঁচায় মুছিনু নয়নের ধারা
দেখিবারে যেন না পায় অন্যে,
ভাবিনু এখনি হব কাশীবাসী
বুকে নিয়ে মোর কুমারী কন্যে।

বেচি ঘটি, বাটি, বেচি ভিটা মাটি
মায়ে পোয়ে মিলে করিব যাত্রা
পাষাণের দেশে কাপুরুষ বেশে
কেন বাড়াইব দুখের মাত্রা।

(৪)

পথে যেতে দেখি, "এম এ." একজন,
সুবর্ণ চশমা শোভিছে চক্ষে,
লুক্কায়িত ঘড়ি কোটের পকেটে,
লম্ব চেন শুধু বাহিরি বক্ষে।

চাহি তার পানে, পথ-মাঝখানে
ঘৃণা-রোষানলে জ্বলিল অঙ্গ,
ভাবিলাম "ওরে! তোদেরি তো তরে,
কন্যাদায়ে মরে দরিদ্রা বঙ্গ।"

আনত আননে, বিনীত বচনে
কহিল যুবক হইয়া ত্রস্ত,
"শুনেছি আপনি কন্যা বিভা তরে,
দিবা নিশা আছেন সদা ব্যস্ত ;
যদি দয়া হয়—দিন্ মহাশয়!
মম করে নিজ সুপাত্রী কন্যে"
চমকি উঠিনু—এ তপস্যা বাপ!
অজ্ঞাতে সাধিনু তোমারি জন্যে?

স্বাগত

(কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা)

স্বাগত হে দেশের বাঞ্ছিত!
চেয়ে আছে মাতৃভূমি, কখন আসিবে তুমি
লইয়া ভরসা, বল, অমিয় সংগীত ;
কবীশ আহ্বানে কবে, গাহিবে আনন্দ রবে,
মৌন বন বিহঙ্গেরা পুলক-পূর্ণিত।
জুড়াইবে তপ্তহিয়া—অমৃত সিঞ্চিত

যথা রামচন্দ্র এসে, চতুর্দশ বর্ষ শেষে
অভাগী কৌশল্যা মারে করিলা নন্দিত।
স্বাগত হে দেশের বাঞ্ছিত!
কি বলিব—ভয় দাত্রী, এসেছিল কাল রাত্রি,
শব্দময়ী ধরা ছিল দারুণ স্তম্ভিত,
মানব খোলেনি আঁখি, ডাকেনি একটি পাখি,
ঝিঁঝি, ভেক সব ছিল আতঙ্কে মূর্ছিত।
সহসা দেবের বর, দেখিনু অরুণ কর।—
অমনি পূর্বাশা-শিরে রবি সমুদিত।—
অমনি আকাশ ধরা, হইল আলোক ভরা,
সঞ্জীবন মন্ত্রে যেন বিশ্ব জাগরিত!
জাগিল উদাম আশা, উদ্বোধিত ভাব, ভাষা,
জড়তাব অবসান, জগৎ জীবিত।
স্বাগত হে দেশেব বাঞ্ছিত।
এস নিয়ে পবাক্রম, দৃপ্ত নিদাঘের সম,
রবির উজ্জ্বল আলো হোক উদ্ভাসিত;
এস বরষার মতো, দুঃখ দৈন্য আছে যত,
বরষি করুণা প্রীতি কর বিদূরিত ;
এস শরতের বেশে, ম্লানিমা যাউক ভেসে,
হাসুক আকাশ ধবা, ভাণ্ডার পূর্ণিত;
হেমন্ত শীতের প্রায়, এস পূর্ণ করুণায়,
অভয় আশ্বাসে তুষি ভীত সংকুচিত ;
এস বসন্তের ছবি, উপজিবে কত কবি,
অবনী কবিতামৃতে হবে সঞ্জীবিত!
ফুলে ফুলময়ী ধরা, দখিনা পবন ভরা,
বন উপবন যত অলি-ঝংকারিত;
বিহগ-কাকলি মধু, সোনামুখী দিগ্‌বধু,
মন্দার-অঞ্জলি দেয় হয়ে হৃষ্ট চিত।—
ভারতীর পুত্র রত্ন, কোথা তব যোগ্য যত্ন,
আমরা যে দীন, হীন অশক্ত, বঞ্চিত!
তবে জানি বসুন্ধরা, হোক না আঁধার ভরা,
রবির গৌরবে হয় পুনঃ আলোকিত,
এস মার মণি রত্ন! সবার বন্দিত।

পরাজিত

সুবোধ।

একটুখানি ক্ষুদে ছেলে বড্ড ভালোবাসি
বড্ড ভালো লাগে যে তোর সোনামুখে হাসি
দোল দোল দোল হাতের তালি,
নীরবে তাই দেখছি খালি,
ভেঙে চুরে ফেলে দিলি এমন মধুর বাঁশি,
রাগটা আমায় ভুলিয়ে দিলি একটুখানি হাসি!
ওরে অবোধ সোনার সুবোধ ফেলিস্‌নাকো কালি,
কলম ভেঙে কাগজ ছিঁড়ে দিস্‌নে হাতে তালি,
ওমা এমন দেখব না রে
হাসি যে তোর পীযূষ ধারে
ভুলিয়ে দিলি রাগটা আমার ওই হাসিতে খালি,
দূরে যাক আজ কাগজ কলম হাসিটি দে ঢালি।
আমি আজি হার মেনেছি সত্যি যে তোর কাছে
কে জানে তোর ওই হাসিতে কি মাখানো আছে?
তোর যে সকল অশিষ্টতা
হয়ে পড়ে সুমিষ্ট তা
এ অনুযোগ এ অভিযোগ লুকিয়ে বয় পাছে,
আমি আজি হার মেনেছি সত্যি যে তোর কাছে।
ওরে আমার যাদুমণি! অমনি হাসি দিয়ে,
সকল বিষাদ সকল জ্বালা দাওরে ভুলাইয়ে।
দেখি আমি মানিক রতন,
দেখি আমি সোনার স্বপন,
সকল ব্যথা ভুলে গেলাম তোমায় বুকে নিয়ে,
বিধির বরে মানুষ হইয়ো,
সুবোধ, শান্ত, সুশীল রইয়ো,
চিরজীবী চিরসুখী হও গো উদার হিয়ে,
মায়ের প্রাণটা জুড়িয়ে রেখ বিধির আশিস নিয়ে।

জাগ্রতি

১

চিরদিন ঘুমিয়াছি
আজি হল জাগরণ,
এত দিনে বুঝিনু যে
জীবনে কি প্রয়োজন!

২

যুগে যুগে কি করেছি—
উপেক্ষা ও অবহেলা
স্বপনে কাটিয়া গেল
উজ্জ্বল মধ্যাহ্নবেলা!

৩

অদৃষ্টের শুভ গ্রহ
নীরবে গিয়াছে সবি,
সৌভাগ্যের দীপ্ত রেখা
মুছিয়া গিয়াছে মরি!

৪

আনমনে গেঁথেছি যা,
সবি গেছে ভেঙে চুরে,
এস আজি প্রাণারাম,
বস এ পরান পুরে।

৫

ভাঙা চোরা যত কিছু
থাক্ তা পশ্চাতে পড়ি,
সম্মুখে যা অসমাপ্ত
দাও শিক্ষা—তাই গড়ি।

৬

দাও বজ্র, দাও চন্দ্র,
দাও বিষ, দাও সুধা,
সুখ দুঃখ দুয়ে দিয়ে
মিটাও পিপাসা ক্ষুধা।

৭

মানুষের যাহা প্রাপ্য,
যাহা ভোগ্য, যাহা সীমা,
তাই দিয়ো দীনবন্ধো!
সে শুভ্রতা—সে কালিমা।

৮

চাহি না সে সিন্ধুপারে,
আনন্দে সোনার খাটে,
সুখাসীন রাজপুত্র
সরল জীবন কাটে।

৯

চাহি না অপ্সরাকণ্ঠে
প্রভাতে ললিত গীতি,
চাহি না শান্তির নামে
অলস জীবন প্রীতি।

১০

মানবের সুখ দুঃখ,
জীবনসংগ্রাম শত,
জয় পরাজয় আদি,
ঘটিছে যা ক্রমাগত।

১১

এক লক্ষ্য এক আশা,
অথচ অনেক কর্ম;
তোমাতে আপনা দান,
পরিত্যক্ত উপধর্ম।

১২

প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা,
পায়ে দলি ঘৃণা করা ;
যেখানে যা শূন্য রবে,
তোমাতে তা হবে ভরা।

১৩

যদি জাগায়েছ প্রভো!
জীবন্ত জীবন দাও,
প্রতিদানে তাই দিব,
যা তুমি লইতে চাও।

কবির শ্মশানে

এখানে আসিছ যারা
নীরবে কহিয়ো কথা,
দেখো যেন ভাঙেনাকো
এ গভীর নীরবতা।
নীরব নির্জন এ যে
বড়োই নিরালা ঠাঁই।
সুখে দুখে বড়ো কথা
এখানে কহিতে নাই।
হেথা নিতি ধীরে আলো
দেন শশী দিবাকর,
সাবধানে শ্যাম ছায়া
করে নব জলধর;
চুপে চুপে ফুল ফোটে,
ধীরে ধীরে বহে যায়,

মায়ের আঁচলে হেথা
'বাদুমণি' ঘুম যায়।
সে বড়ো "দুরন্ত" ছিল,
মানিত না বাধা-বাধি,
ছুটিত ত্রিদিব-পথে
হাতে লয়ে সাধা বাঁশি
কত সে জানিত খেলা,
কত কি গাহিত গান,
পূরবী-খাম্বাজে কত
কাঁদাত মানব-প্রাণ।
কখনো আকাশে উঠি
দাঁড়ায়ে মেঘের 'পরে
মেঘনাদ—বজ্রনাদে
কাঁপাইত চরাচরে,
শারদ জ্যোছনা-সম
কভু বা হাসিত হাসি,
নয়ন-দিঠিতে তার
বসন্ত আসিত ভাসি।
বড়োই "দুরন্তপনা"
করিত সে দিনে-রেতে,
তাই মা রেখেছে ঢেকে
স্নেহের অঞ্চল পেতে।
দারুণ আতপ তাপে
তাপিত কোমল প্রাণ,
শ্যামল সুন্দর ছটা
হয়েছিল কত ম্লান'
সকালে সকালে তাই
রেখেছে মা ঘুমাইয়ে,
শীতল কোমল কোল
দেছে তারে বিছাইয়ে।
সুখে দুখে গোলমাল
এখানে কোরো না কেহ,
ঘুমায় মায়ের বাছা
আমারে ঘুমাতে দেহ।
যে খেলা খেলেছে শিশু
গেয়ে গেছে যেই গান,
জননীর বুকে বুকে
উঠিছে তাহারি তান;

সে গীতি যে সুধা-মাখা
অফুরন্ত চিরদিন,
জননী হারিয়ে গেছে
শুধিতে শিশুর ঋণ।
আকাশের দেবতা যক্ষ
গাহিছে সহস্র মুখে,
অমর অক্ষরে লেখা
রয়েছে বসুধা-বুকে—
ভারতীয় বরপুত্র,
কাব্য-কমলের রবি
বঙ্গ-রবি-শিরোমণি
শ্রীমধুসূদন কবি;
জনম সাগরদাঁড়ি
কপোতাক্ষী-নদী-তীরে
কেমনে বলিব আর
পোড়া আঁখি ভাসে নীরে,
এখানে আসিবে যারা
নীরবে কহিয়ো কথা,
ভুলে যেন ভেঙোনাকো
এ মধুর নীরবতা।
নীরবে ফেলিয়ো অশ্রু,
নীরবে মাগিও বর,
স্বরগে আবামে থাক্
শ্রান্ত বঙ্গ-কবিবর।

স্মৃতি-পূজা

(মাইকেল মধুসূদনেব সমাধি-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে)

নব আষাঢ়ের আজি নব কাদম্বিনী
গরজিছে গুরু-গুরু, পড়িছে উছলি
কার এ প্রাণের ব্যথা বারিধারা-রূপে?
কার এ সুদীর্ঘ শ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি
নীরবে শোকের ভরা আকুল পবনে?
সুখের স্বপন কার ভাঙিয়া অকালে
আঁধার করিয়া দেছে ধরণী-মাধুরী?
কি শুনিবে ভাই পান্থ! প্রাণান্ত বেদনা?
অভাগিনী বঙ্গমাতা হারাইল হেথা

ভারত-গৌরব পুত্র শ্রীমধুসূদনে!—
আসে তাই খুঁজিবোর ঝবঝে ঝরঝে
সে অমূল্য মহারত্ন—কাঙালের ধন!
—তারি অশ্রু, তারি ব্যথা, তারি হাহাকার,
তারি আকুলতা আজি আবরিছে ধরা?
যেমতি পরশুরাম মাতৃবধ-পাপে
স্নানি তীর্থ ব্রহ্মপুত্রে পাইলা নিস্তার—
(লভিলা বিধির বর) আজিরে তেমতি
বঙ্গের সন্তান মোরা হৃদি-রক্ত দিয়া
কৃতঘ্নতা মহাপাপ ফেলিব প্রক্ষালি!
তুমি কি আসিবে ভাই, ভক্তি-অশ্রুজলে
অনাদৃত দেবে আজি করিতে তর্পণ?
গাই তবে প্রাণ খুলে কাঁপায়ে গগন;
"বঙ্গের গৌরব-রবি শ্রীমধুসূদন।"

বেলাশেষে

১

জগদীশ!

কত যুগ হল শেষ
আসিয়াছি এ বিদেশ,
কোথা হে স্বদেশী সখা হৃদয়ের ধন!
কোথা তুমি হে আত্মীয়!
চিরানন্দ চিরপ্রিয়।
খুঁজিছ না—ডাকিছ না, এ আর কেমন?

২

এ দেশে বিফল "সেহ"
দোসর হল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলি পাতিলাম খেলা;
আজি দেখিলাম সবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অবনী জবাব দিল, "ফুরায়েছে বেলা"।

৩

ফিরে দেখি আমি একা,
মুছিয়াছে সব রেখা,
সাধের বাঁধন যত গিয়াছে খসিয়া;
শূন্যময় মরুভূমি,

তাই ডাকি কোথা তুমি,
কি সুখে ছিলাম বেঁচে তোমারে ভুলিয়া।

৪

বুঝিলাম এতদিনে,
সবি মিছা তোমা বিনে,
সংসারের স্নেহদয়া সকলি অসার,
সুহৃদের বেশ ধরে,
গোপনে শত্রুতা করে,
ধন, যশঃ, প্রাণশশী, নির্মম সংসার।

৫

শত শত ত্রুটি খোঁজে,
পরে স্বার্থপর বোঝে,
ধনীর শরণাগত, দরিদ্রে নিদয়,
শিখিয়া মহত্বভান,
নাশিছে ক্ষুদ্রের প্রাণ,
এমনি দেখিনু নাথ, সংসার-হৃদয়!

৬

আর কাজ নাহি ভবে,
দেশে যদি যেতে হবে
কেন গো "করুণা-ভিক্ষা"—সেধে কেন মান?
চোখে কেন অশ্রু-ধার,
বুকে কেন হাহাকার,
আমারি রয়েছ যদি বিশ্ব—ভগবান?

৭

জগৎ ঠেলেছে পায়,
মা আমারে নাহি চায়,
তাই মনে হয় এটা বড়ো 'শুভদিন',
সবারি যে হেয় ঘৃণ্য,
কেহ নাহি তোমা ভিন্ন,
হোক্ সে অভাগা পাপী পঙ্কিল মলিন।

৮

স্নেহে মুছি মলা ধূলি,
তুমি নেবে কোলে তুলি,
তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রান্তিময়ী খেলা;
গনিয়া সে ভাবি দিন,
রব আর কতদিন,
কখন ডাকিবে মোরে ফুরাল যে বেলা!

এই কী জীবন?

১

এই কী জীবন?—
এই যে কঙ্কর-স্তূপ,
বিষাক্ত আগ্নেয় কূপ,
দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস, ভুজঙ্গ দংশন,
বিধবার শোক ক্লান্তি,
কলুষের শেষ শ্রান্তি,
বিবহীর হতাশ্বাস—একি এ জীবন?

২

এই কি জীবন?—
এই জীবনের তবে,
মানবেবা বাঁচে মরে
এত বাদ-বিসম্বাদ, এত কোলাহল?
এই জীবনেব লাগি
এত কাল ভিক্ষা মাগি,
এবি লাগি গর্জে সিন্ধু, বিস্তাবে অনল?

৩

আসুক বিশুভ্রা উষা—
পরিয়া কুসুম-ভূষা,
অথবা আসুক নিশা তিমিব-বাসনা,
বিশ্বকাব্য-পরিচ্ছেদে
নিত্য ছয় বিপু ভেদে,
প্রকৃতি জাগাক চিতে অভূত কামনা;

৪

হোক সুখ হোক দুখ
হাসি বা বিষণ্ণ মুখ,
আলো বা আঁধার ঘোর থাকুক ঘিরিয়া,
নিন্দা কিম্বা যশোগীতি
জগৎ শুনাক নিতি,
প্রীতি বা ঘৃণার রাশি দিক্‌না ঢালিয়া;

৫

আমার "অদৃষ্ট-লেখা"
আমারে দিবেনা দেখা—
আমি না পড়িতে পারি জীবন-কাহিনী;
এমনি পরান-পণে,

যুঝিব ভাগ্যের সনে,
রহিব অজ্ঞের আজ্ঞা দিবস-যামিনী।

৬

এমনি রহিব অন্ধ,—
জানিব না ভালোমন্দ,
বুঝিব না কেন জন্ম শুভকর্ম কিসে।
না জানি কিসের তরে,
প্রাণ হাহাকার করে,
কোথা সে অমৃত-সুধা, কেন জ্বলি বিষে!

৭

সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ,
জীবনে না প্রয়োজন,
আমারে দিলেনা নাথ, কাঁদালে কেবল,
সে রহস্য নহে জ্ঞেয়,
তাই আমি হেন হেয়,
তাই মোরে পায়ে দলে মম "কর্মফল"।

৮

কোথা কোন সুপ্রভাতে
বসিয়া তোমার সাথে,
শিখিলাম ধর্মাধর্ম কোন্ তপোবনে;
কিবা শুভাশিস দিয়া,
দিলে হেথা পাঠাইয়া,
আজি যে সে সব কিছু পড়েনাকো মনে!

৯

ভুলিয়া সে মহামন্ত্র,
ছিঁড়িয়া নির্বাণ-তন্ত্র,
সংসার-বালুকারণ্যে বেড়াই কাঁদিয়া,
আর কি করুণা করে,
সে স্নেহ আদর ভরে,
জীবনের মহাতত্ত্ব দিবে গো বলিয়া?

১০

আর কি কখন নাথ!
পাইব তোমার সাথ,
এ দীর্ঘ অচেনা পথে হবে কি মিলন?
বিশ্বে মাখা মধুরতা
জনমের সার্থকতা,
বুঝিব সে শুভক্ষণে অমূল্য জীবন?

সোনার সাথী
১৩২৭

ভাইবোন

(ঘুমপাড়ানী গান)

১

ঘুম যাও ভাই খোকনবাবু। সোনার যাদুমণি।
ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে দিব ছানা-ননী,
আসবি যদি মণির চোখে,
কত ভালো বাসব তোকে,
হীরের বালা মুক্তো-মালা করব কত দান,
বাটি ভরে দুধ খাওয়াব বাটা ভরে পান।

২

ঘুম যাও ভাই খোকনমণি, আমার নয়নতারা।
তাদের চোখে ঘুম আসে না "দুষ্ট খোকা" যারা,
তুমি যে মোর শান্ত সোনা
সোনার চাঁদটি মানিক কণা
সকাল সকাল ঘুমাও আবার জাগ সকাল বেলা,
তাই তো আমি তোমার সাথে খেলি সাধের খেলা।

৩

আকাশমাঝে ঘুম গিয়েছে সাঁঝের তারাগুলি,
ফুলবাগানে ঘুম গিয়েছে ফুলের নবীন কলি,
এদের ওদের তাদের ঘরে,
শুয়েছে সব ঘুমের ঘোরে,
গাছে-গাছে ঘুম গিয়েছে কেমন কচি পাতা,
আমার যাদু ঘুম পড়ে না এ কি লাজের কথা।

৪

ঘুম আয় রে। ঘুম আয় রে। মিঠাই দেব খেতে,
বসে যা মোর মণির চোখে সোনার আসন পেতে।
খোকন বড় দুষ্টু ছেলে,
শিষ্ট হবে তোমায় পেলে,
তোমার মুখ যে মিষ্টিমাখা তাই তো লাগে ভালো,
হাসবে কত স্বপন দেখে, ঘর করিবে আলো।

৫

ঘুম যাও ভাই সোনার গোপাল ঘুম যাও মোর বুকে,
মা আসিয়ে চুপে-চুপে চুমো দেবেন মুখে,
যখন হবে সকালবেলা
দু-ভাই বোনে করব খেলা
এখন আমার লক্ষ্মী ছেলে এই কথাটি শোন্
ঘুমাও আমার রতন মানিক ঘর উজ্জলা ধন।

দুর্গা-পূজা

(গোপালের মা)

১

শরতের নীলাকাশ-পটে
সন্ধ্যা ছবি চিত্রিত সুন্দর,
চারিপাশে কনক-তারকা
মাঝে মানিকের শশধর।

২

তাবা যেন দেখিছে চাহিয়া
ধরাতলে মর নিকেতনে,
কত খেলা খেলিছে মানব
কত ঢেউ মানব জীবনে।

৩

"মা" এসেছে এ আশ্বিন মাসে
তাই দেশ আনন্দে ভাসিছে,
শত বাদ্য শত সুখ গীতি
শত মুখে ফোয়ারা ছুটিছে!

৪

আজি এক কুটিরের দ্বারে
বসিয়া জননী একজন,
জগতেব আনন্দ কল্লোলে,
তার বুকে লাগে কি বেদন।

৫

দূরে তার প্রাণের "গোপাল"
আজিও আসেনি বাড়ি ফিরে,
তাই বুঝি সে আশ্বিন মাস,
আসেনি এ মায়ের কুটিরে।

৬

"গোপাল" সে নয়নের তারা
একমাত্র আঁচলেব নিধি,
জননীব প্রাণেব সম্বল—
আর কটি নিয়ে গেছে বিধি।

৭

সেই ধন সুদূব প্রবাসে,
"মা" বয়েছে শূন্য দেহ লযে,
আশা শুধু বাঁচিয়ে বেখেছে
মনেব মতন কথা কয়ে।

৮

বাছা সেই দূব দেশ থেকে
লিখেছিল পত্র একখানি,
"বাডি যাব পুজোব ছুটিতে"
প্রণমে মা সুবচনী বানী।

৯

সে পত্র শত চুমা দিয়া,
প্রতিদিন দেখে কতবাব,
আঁখবে আঁখবে যেন জাগে
মনোবম মাধুবী বাছাব।

১০

কুডাইযা ঝুনা নাবিকেল
সন্দেশ কবেছে চিনি দিযা,
কচি শশা, পাকা চাঁপা কলা,
কি যতনে বেখেছে তুলিয়া।

১১

"বুধীব" যে বাছুব হয়েছে,
এক সেব দুধ দেয় গাই,
এত সুখে সবি যে অসুখ,
যাদুমণি ঘবে আসে নাই।

১২

দূবে বাজে সপ্তমীব বাঁশি।
'উমা এল হিমালয় বানী।
মা ডাকিল সর্বমঙ্গলায়
'বাছারে মা, কোলে দাও আনি।'

১৩

উঠানের একপাশে আছে
ফুলে ভরা শেফালির তরু,

আর দিকে লাউ-মাচাখানি,
তার তলে শুয়ে "বুধী" গরু।
১৪
অকস্মাৎ দাঁড়াইল গাড়ী
টুপ-টুপ শেফালি ঝরিল,
সুমধুর মৃদুল বাতাসে,
লাউ লতা ঈষৎ দুলিল।
১৫
মাব প্রাণ উঠিল চমকি
তরাসে নয়নে হাত দিল,
স্বপ্ন নহে—সত্য প্রাণধন,
"মা" বলিয়ে অমৃত ঢালিল।
১৬
"বাবা!" আর সরিল না কথা
স্নেহ-বুকে সন্তানে টানিয়া,
ভিজিল মা দুটি আঁখি-জলে
গোপালেব গলা জড়াইয়া।
১৭
বাজগৃহে এক দুর্গাপূজা,
কত ধুমে হতেছে সাধন,
মার বুকে শত দুর্গোৎসব
নিরখিলে সন্তান-আনন!

চাঁদ ডাকা

চাঁদ! আয়রে চাঁদ আয়রে!
আমার বাড়ি আয়,
মাথায় দিব ফুলের তেল,
আতর দিব গায়।
খেতে দিব ন্যাংড়া আম
ঘন দুধের বাটি;
বসতে দিব সোনার খাট
শুতে শীতল পাটি।
ময়ূর পাখার বাতাস দিব
উছলে যাবে সুখ;

খুকুর সেলাই রুমাল দিয়ে
মুছিয়ে দিব মুখ।
কোটি কল্প হাসি গল্প
বলব তোমার সনে,
খেল্‌তে দিব খেলার সাথী
খোকনমণি ধনে।

চোরের শাস্তি

এক বাটি দুধ রেখে ভাঙা ঢাকা তলে,
"ঘোষ পিসী" গিয়াছে কোথায়,
"সুসময়" বুঝি পুষি চুপে-চুপে চলে
উপনীত হইল তথায়।

এদিক-ওদিক চেয়ে লোক নাহি হেরি,
বিড়ালীর কি আনন্দ আজ,
ভয় "জনার্দন" বলি চক্ চক করি,
আরম্ভিল আপনার কাজ।

চক্ চক্—সব গেল আধা দুধ যায়
হায় হরি! পাপীর কপালে,
সুখ ভোগ কখনই স্থায়ী নাহি হয়,
তাই চারু এল হেন কালে।

চারু সে "দুরন্ত ছেলে" জল খেতে এসে,
দেখিল সকল পাতি আড়ি,
কোণে ছিল ছোট লাঠি তাই নিয়ে শেষে,
পুষিরে মারিল এক বাড়ি।

"মেও মেও" রবে পুষি বাটি ছেড়ে যায়,
লেগেছে বড়ই যেন ব্যথা,
রাগ করে কতবার চারু পানে চায়,
"হতভাগা কেন এল হেথা!"

ভাবে মনে "চারু গেলে বুঝিব আবার,
না হয় আবার স'ব বাড়ি,
কেমনে ভুলিব আহা! ও দুধের তার,
কেমনে যাইব বাটি ছাড়ি।"

চারু বলে "চোর পুষি! একি রীতি তোর,
এত দিই তবু তোর চুরি?
আরো এক বাড়ি মেরে ঘুচাইব জোর,
চোরে আমি বড় ঘৃণা করি।"

শোনেনি বোঝেনি যেন এই ভানে পুষি
মধুর করুণ গীতি গায়,
তবু চারু চলে যাবে ভেবে মহা খুশি
তবু সেই বাটি পানে চায়।

হেনকালে যে কুকুরে চারু ভালোবাসে,
সেই এসে উঠানে ডাকিল,
কুকুরে হেরিয়া চারু চাঁদ মুখে হাসে,
দুধটুকু তারে নিয়ে দিল।

নিরাশ চিতে বিড়ালী বুঝিল,
"পাপ আশা তাই পূরিল না,
চোর বলি চারু মোরে এত শাস্তি দিল,
চুরি করে আর খাইব না।"

দু একটি ছেলে আছে, বিড়ালীর মতো
দিবা নিশা কত সাজা পায়,
আপনার দোষে হায় রোগ ভোগে কত,
তবু তারা চুরি করে খায়।

আমার মনের কথা চুপে চুপে কও,
পাঠক পাঠিকে ভাই! তোমরা তো নও?

শাকাতুরা মা

বিদ্যাসাগব মহাশয়েব স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।)

১

উঠহ রে বাপধন।
ভেঙে চুরে গেল মন,
আজ অভাগীব মাথা, কেহ হেন খেলি,
তুই আঁচলেব হীবা,
মাথা খোড়া বুক চিবা,
কাঙালিনী মাবে ফেলে কাব কাছে গেলি?

২

ভিক্ষা মেগে দুটো খাই,
তাব কোন দুঃখ নাই,
ভুলে আছি সব বাথা তোবি মুখ চেয়ে,
তোব "মা" বলিয়া হায,
আজো লোকে ফিবে চায়,
সকলে আমাবে বলে "ভাগ্যবতী মেয়ে"।।

৩

জানেন অন্তরযামী,
বড অভাগিনী আমি,
অমূল বতন তুই বুক পূবাবাব,
অভাগী মায়েব তবে
চাঁদমুখ কথা ক-বে,
"মা" বলিয়া ডাক্ বাছা আব একবাব।

৪

তুই যে "করুণা সিন্ধু"
"দীন কাঙালের বন্ধু"
কেমনে ছাড়িয়া যাস্ কাঙালিনী মারে,
বোঝনা কি হায় তুমি,
আমি দীনা-বঙ্গভূমি,
তোমা বিনা বাপধন, বুকে নেব কারে?

৫

খেটে খেটে রাত দিন
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
তাই কি রয়েছে শুয়ে অলস হইয়া?—
অভাগী মায়ের লাগি,
সারা রাত্তি জাগি-জাগি,
আজি কি এমনতর পড়েছ ঘুমিয়া?

৬

ওঠ যাদু, কথা কও,
তুমি তো "অবাধ্য" নও,
জগতে তোমার নাম "মাতৃভক্ত ছেলে";
মায়ে তোর বড় টান,
মায়ে মাখা তোরি প্রাণ,
চাও না স্বরগ তুমি মার কোল পেলে।

৭

নাই সুযশের লোভ,
নাই বিলাসের ক্ষোভ,
তোমার কাহিনী তুমি কিছুই জান না,
শুধুই আমাবি তরে,
খাটিছ সহস্র করে,
শুধু ভাই ভগিনীর মঙ্গল কামনা।

৮

দুরন্ত বালকগুলো,
চোখে দিয়ে আছে ধুলো,
তুই যে কি ধন মোর কি বুঝিবে তারা?
কেউ দেয় গালাগালি,
কেউ দেয় করতালি,
কোন আহাম্মক হায় হেসে হয় সারা!

৯

দেখে সেই নিঠুরতা
পরানে লেগেছে ব্যথা,
তাই কি আমার 'পরে রাগ করে যাও?—
কভু তো শোন না তুমি,
পাগলের পাগলামি,
এস কোলে যাদুমণি, মার মাথা খাও।

১০

তোমারে হইলে হীন,
মরিবে কাঙাল দীন,

মরন-বেদনা তারা কার কাছে কবে,
কেবা সে আপনা দিয়ে,
দিবে অশ্রু মুছাইয়ে,
কেই বা তাদের ব্যথা নিজ বুকে ব'বে।

১১

মেয়েগুলো অবিরত,
আজিও কাঁদিছে কত,
আজো সেই অত্যাচার, সেই পায়ে ঠেলা,
আজো, "সতীনের ঘর"
"কচি মেয়ে বুড়ো বর"
এই কি তোমার যাদু, ঘুমাবার বেলা?

১২

তোমাবে রয়েছে চেয়ে,
বালিকা বিধবা মেয়ে—
আপন কর্তব্যে তুমি করে কর হেলা—
তাদের যে কেউ নাই,
তুমি বাপ তুমি ভাই,
এই কি তোমাব যাদু, ঘুমাবাব বেলা?

১৩

আজিও সে "রুচিদোষ"
আজো কত "আপশোস"
আজিও শ্মশানে ভূত-পিশাচেব মেলা,
কও তাই চাঁদ-মুখে,
ঘুমায়ে রলে কি সুখে,
এই কি তোমাব যাদু, ঘুমাবার বেলা?

১৪

তুমি না থাকিলে বুকে,
অভাগী কি পোড়া মুখে,
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে?—
পোড়া বুক ফেটে যায়,
আয় যাদু কোলে আয়!
লুকায়ে রাখি গে তোরে শত বুক চিরে।

১৫

মরি! মরি! বাপধন!
ছিঁড়ে-টুটে গেল মন,
তো' হেন পুত্রের শোক কার কবে সয়?
তোমারে হইয়ে হারা,
কাঁদে রবি শশী তারা,
কাঁদিছে জগৎ সারা, আমি একা নয়!

১৬

নিঠুর শ্রাবণ মাস!
কি করিলি সর্ব্বনাশ,
আঁধারে ডুবালি মোর সরবস্ব ধন,
হৃদি শিশু করে চুর,
কেড়ে নিলি কোহিনুর,
পোড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাঁধন!

১৭

ওকি ও জাহ্নবী বক্ষে!—
উহু কি দেখিনু চক্ষে,
চন্দনের কাঠে কারা চিতা সাজাইলে?—
হোক ধরা ছাই ভস্ম,
—কাঙালের সববস্ব,
জ্বলন্ত অনল মাঝে কোন্ প্রাণে দিলে?

১৮

ও দেহ—সোনার দেহ,
দিস্‌নে চিতায় কেহ,
অভাগীর সুখে সাধ দিস্‌নে আগুন;
অন্ধের হাতের নড়ি,
নিস্‌নে মিনতি করি,
কি দোষে ওই ভিখারিরে করিবিবে খুন!!

১৯

সহস্র মরণে হায়,
ভাঙিবে পায়ের ঘায়,
সহস্র গঙ্গার জলে নিভাইব চিতে;
আনিয়া অমৃত-বায়ু,
দিব কোটি পরমায়ু,
আমার সোনার চাঁদে, কে আসিবি নিতে!!

২০

অযুত তরঙ্গ-সঙ্গে,
উথলি উঠেছ গঙ্গে!
তুমি কি পবিত্র হবে "ঈশ্বরে" পরশি,
স্বরগে দেবতা তায়,
ডাকিছে কি "আয় আয়"!
পাতিয়া রত্নাসন তারা আছে বসি?

২১

যেখানে নারদ, ব্যাস,
জনকাদি করে বাস,

আমার বাছারে কিগো সেথা নিয়ে যাবি?
ঈশ্বরে "ঈশ্বর" দিয়া,
দিবি নাকি মিশাইয়া,
মরণেরে একবার অমর করাবি?

২২

তবে বাবা দেব-বশে,
যাও চলি দেব-দেশে—
মরণের পরপার—অনন্ত যথায়!
আজ দশ দিক ভরি,
বল্ তোরা হরি হরি,
আমার ঈশ্বরচন্দ্র স্বর্গপুরে যায়!!

• • •

কবি যে আপন হারা,
চোখে বয় শত ধারা,
কলিজা পরান, সব হয়ে গেল জল,
বিদ্যাসাগরেরে মাগো! কেন দিলি বল্?

শ্রীমা—বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৯৮

ব্যর্থতা

কত কথা মনে ছিল
কিছুই হল না বলা,
ব্যথ সে তমিস্রা মাঝে
দুইজনে পথ চলা।
ছুটিল উধাও বায়ু
স্বন্ স্বন্ রব করি,
ত্রস্ত তরু-শাখা-পত্র
পড়ি গেল মরমরি।
নীরবে বহিয়া গেল
মল্লিকার আর্দ্রবাস,
নিদ্রিতা প্রকৃতি যেন
ফেলিল মৃদুল শ্বাস
সে নগ্ন আঁধার যেন
আঁধার আছিল ধরি,
আঁধারে আঁধারে শুধু
করেছিল জড়াজড়ি।
সে নিশায় যেতেছিনু

পথ হারা দুইজনে।
বিমুগ্ধা সুষুপ্তা স্মৃতি
লুকি ছিল নিরজনে!
শুধু দুটি অশ্রুধারা
নীরবে পড়িল ঝরি,
মরমের কথা যত
রহিল মুরছি পড়ি।
তারপরে উষা যবে
কাটিয়া তিমির-রেখা,
কনক অচল শিরে
হাসি মুখে দিল দেখা,
সে দিল জুড়িয়া কর
বিদায়ের নমস্কার,
তখনি উঠিল জাগি
নিরাশার হাহাকার।
আঁধারে সে এসেছিল
আলোকে মিলায়ে গেল,
আমাবি জগৎ-ভরা
বিমর্ষ-ব্যর্থতা এল।

ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩০

ভরত

সুশোভিত রাজসভা নন্দিগ্রাম-মাঝে,
করিছেন শাস্ত্রালাপ কত বুধ-জন;
সুসজ্জিত সেনাদল বীরোচিত সাজে,
নির্ভয়ে প্রকৃতিপুঞ্জ করে আবেদন।
বাজিছে? বাদিত্র ঢাক, গায়িছে সুস্বরে
গায়ক ; বন্দিছে বন্দী রাজেন্দ্র-মহিমা;
যাচক দরিদ্র তৃপ্ত সদা সমাদরে,
বিরাজে শুভদা শান্তি মঙ্গল প্রতিমা।
অবিচার অকল্যাণ নাহি জানে দেশ,
রাজভক্ত অনুরক্ত যত প্রজাগণ;
মানবে দেবতারূপে গড়িছে নরেশ
লোকহিতে আপনারে করি সমর্পণ।
কে সে ভূপ?—অপরূপ! রাজ-সিংহাসনে

দু-খানি পাদুকা রাখি চন্দনচর্চিত;
নিম্নতলে মৃগাজিনে বসি যোগাসনে,
করিছেন রাজকার্য শান্ত-সুবিনীত।
উপেক্ষিতা রাজলক্ষ্মী সলজ্জ আননে
বিরাজে সে রাজপুরে। অরুণী প্রেয়সী
নিরখে গবাক্ষ দিয়া যোগী পতিধনে,
সূর্যে চাহে সূর্যমুখী ধরাতলে বসি!
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-সাধ দলিয়া চরণে,
মাতৃপাপ-প্রায়শ্চিত্ত করিছে ধীমান্,
রাজা নহে বাজভৃত্য, সদা জাগে মনে,
অগ্রজের পদাম্বুজ করিছেন ধ্যান!
ধন্য হে ভরত।— তব মহা-তপস্যায়,
জননীর কোটি পাপ ভস্ম হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২০

নির্লজ্জ

দলিয়া পিষিয়া দেছে
ভেঙেচুরে এ হৃদয়—
তবু কেন দিবানিশি
তারি কথা মনে হয়?
সারাটা জীবন মম
যার লাগি ব্যর্থ হেন—
মরম-মরম-তলে
তারি মুখ জাগে কেন?
এমনি সুহৃদ সে যে
হেন আপনার জন—
কেড়ে নেছে যত কিছু—
আয়োজন প্রয়োজন! —
ফেলে গেছে মরুমাঝে—
কি তপ্ত বালুকারণ্য! —
পথের ভিখারি আজি
হয়েছি তাহারি জন্য!
মুছে গেছে রবি শশী
নিভে গেছে সব আলো,
সোনার জীবন মম
হয়েছে অঙ্গার-কালো;

থেমে গেছে আধা পথে
মধুর পূরবী-গীতি,
মানব দানব আজি,
নাহি দয়া, নাহি প্রীতি ;
জগতে একেলা আমি,
কথার দোসর নাই,
বিধাতা বিমুখ নিজে,
বিমুখ বান্ধব ভাই ,
শ্মশান ! শ্মশান মম
সেই ফুলবন হিয়া,
জানিনা জগতে আছি
কিসের কামনা নিয়া ?–
যে করেছে হেন দশা—
জীবন অনলময়—
এমনি নির্লজ্জ আমি
তারে শুধু মনে হয় ;—
—মনে হয় ?—মনে হলে
ভরি উঠে খালি-বুক,
তারে স্মরি ঝরে আঁখি,—
তাও যেন কত সুখ !
ওগো ! তুমি যথা থাক,
হে নির্মম দয়াময় !
অলক্ষে শকতি দিযো,
প্রাণে দিয়ো বরাভয়।
সংসারে-সংগ্রামে যেন
নাহি হই পরাজিত ;
আমি যে তোমারি,—যেন
ভুলিনাকো কদাচিত।

ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২২

'আর কেন'?

আর কেন ডাক !
যে যুগে মা বীণাপাণি করেছিলা পূজারিণী
সে যুগের বীণাতান কেন মনে রাখ।
ভালোবেসেছিলে বুঝি, তাই এ সায়াহ্নে খুঁজি
পুনঃ আসিয়াছ কাছে,—নীরবেই থাক !

সে যে গো অনেক দিন   নাহি তার কোন চিন,
    সে পুরানো স্মৃতি কেন আজি বুকে মাখ।
সে বসন্ত, সে বরষা,   সে আনন্দ, সে ভরসা,
    আঁধারে মিলায়ে গেছে, আর পাবেনাকো!
এখন কীসের দাবি?   হারায়ে গিয়াছে চাবি,
    ভেঙে গেছে বীণা বাঁশি—আর হবেনাকো!
আজি বৈতরণী নীরে   তরণী লাগিছে তীরে
    ডাকিছে পারের মাঝি,—সবে সুখে থাক!
    বিদায়, বিদায়, ভাই! আর কেন ডাক!

কোস্‌নে কথা

যা তোরা যা তরী বেয়ে
আমার সনে কোস্‌নে কথা—
আজ চিনিবি কেমন করে,
সে ঘর গেছে ভীষণ ঝড়ে,
উপ্‌ড়ে গেছে রসাল, পলাশ,
শুকিয়ে গেছে স্বর্ণলতা।
তোরা যেদিন গেছলি সাঁঝে,
খেল্‌ছে শশী নদীর মাঝে,
শুভ্র কুমুদ ফুটে আছে,
কালো জলে আলো হোথা!
দেখ্‌লি তীরে বাদাম গাছে,
দুইটি পাখি জেগে আছে,
আকাশ-ভরা গান ধরেছে,
আজ্‌কে তাদের পাবি কোথা।
সেই যে রক্ত-বসন-পরা,
কেশের রাশি এলো করা,
কক্ষে কলস জলে ভরা,
সাধ্বী সতী পতিব্রতা;
সঙ্গে শিশু চাঁদের মতো,
ছুটাছুটি কর্‌ত কত,
মায়ের আঁচল টেনে নিত,
ঢাল্‌ত হাসির মধুরতা।
ছিল যে মা অন্নপূর্ণা,
ঘরে সদাই লক্ষ্মী পূর্ণা,
হিয়াখানি মলা-শূন্যা,

আত্মহারা সে মমতা। —
আজকে প্রভাত-বিহগ মতো,
চলে গেছে সে সব যত,
একাই নিয়ে স্মৃতি শত,
পড়ে আছে মর্মব্যথা।
গেছে সে সব প্রতিবাসী,
গেছে সে সব আদর হাসি,
প্রাণের জ্বালা সর্বনাশী,
রক্ত-মাংসে অনুবতা!
যারে যা ভাই, তরী বেয়ে,
আমার সনে কোস্‌নে কথা
বুকের মাঝে বহ্নি জ্বলে,
এখন চাহি নীরবতা।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৯

দীনের পূজা

(আবাহনী)

(১)

সেই যে তুমি চলে গেলে সে যে অনেক দিন—
পথের পানে রইচি চেয়ে আমরা কাঙাল দীন।
আস্‌বে তুমি বাবুর বাড়ি,
ছুটব মোরা তাড়াতাড়ি
অর্ধাশনে অনশনে এই যে তনুক্ষীণ,
যে দিনে মা আস্‌বে দেশে,
অন্নপূর্ণা দুর্গা বেশে,
উদর ভরি প্রসাদ পাব কতই সুখের দিন!—
পথের পানে রইচি চেয়ে হয়ে মাতৃহীন।

(২)

সবাই বলে তোমার পূজায় অশ্বমেধের ফল,
অনেক ভাগ্যে মানব, দুর্গে! পায় ও চরণ-তল;
আমরা যে মা অন্নশূন্য
বুঝিনাকো কেমন পুণ্য,
পরনে না মিলে বসন নিত্য চোখের জল,
আমরা জানি তুমি এলে,
বাঁচ্‌বে জীবন প্রসাদ পেলে,

নাইকো সেদিন মুখনাড়া আব গালি অনর্গল,
সেই আমাদেব মহাযজ্ঞ মহাপুণ্যবল।

(৩)

তুমি এলে সেজদাবাবু আস্‌বেন নিজেব ঘবে,
তাঁব যে দযা দয়াময়ি! দীন কাঙালেব 'পবে
হাসি মুখে অনাথ শবণ,
হাতে দিবেন নূতন বসন,
শুধিবেন সব ব্যথাব কথা কতই আদব কবে
বছব পবে আসেন ঘবে,
তাই মাগি মা চবণ ধবে,
এস দুর্গে! দীনেব ভাগ্যে— তিনটি দিনেব তবে,
এই ভূলোকে দ্যুলোক আন সুধা-বৃষ্টি কবে।

(৪)

আজ সকালে দেখছি আকাশ সোনালি মেঘ ভবা,
ববিব মুখে সোনাব হাসি সোনায আলো কবা,
শিউলি আব অতসী ফুটে
পডছে হেসে লুটে লুটে
বর্ষা কেটে সমীব ছোটে পবান শীতল কবা
দেখে দেখে জাগ্‌ল মনে
আস্‌ছে মা এই স্বর্ণাসনে
লয়ে লক্ষ্মী সবস্বতী কার্তিক গণেশ ত্ববা
আব দেবি নাই আব দুখ নাই—আস্‌ছে দুঃখহবা।

ভাবতবর্ষ, কার্তিক ১৩৩৫

আবাহন

ওগো! তুমি কোথায় ছিলে কোন্ সাগবেব পাবে,
কোথা হতে বস্‌লে এসে শুষ্ক বনেব ধাবে?—
তোমাব মধুব আলোক পেয়ে,
ভোবেব পাখি উঠ্‌ল গেযে,
উঠ্‌ল হেসে দুইটি কুসুম, শীর্ণ গোলাপ ঝাড়ে,
মরা গাঙে ডাক্‌ল যে বান,
উঠ্‌ল লহব ছুট্‌ল তুফান,
স্ববগ-শুভ্র সমীর এসে সাড়া দিল দ্বারে,
ওগো! তুমি কোথায় ছিলে কোন্ জলধির পারে?

তোমার মাথায় কার শুভাশিস কার এ আদর মাখা,
অমনতর গোলাপি মুখ কার বা হাতের আঁকা?—
কোন্ সুষমা যতন করে,
সাজিয়ে দিলে সোহাগ ভরে,
আঁকিল কোন্ সুধীর তুলি কমল নয়ন বাঁকা,
ফুট্‌ল ঠোঁটের রাঙা হাসি,
কার স্বপনের চুমা রাশি,
একটু দেখি আরো দেখি দেখ্‌লে না যায় থাকা।
তোর যে অমন কান্না হাসি কোথায় পীযূষ-মাখা।

ওরে আমার সোনার পুতুল! অচিন দেশের কবি।
তোর ও গানে মধুর তানে ভুলায়ে দে সবি।—
ভুলায়ে দে ভবের জ্বালা,
জীবন ভরা আগুন ঢালা,
তাপ তপ্ত নিদাঘ দগ্ধ শত নীরস ছবি।
তুই এলি আজ মোহন বেশে,
বসন্ত তাই উঠ্‌ছে হেসে,
ফুলে-ফুলে যাচ্ছে ছেয়ে শ্যাম্‌লা ধরার সবি,
অমর হয়ে জুড়াও বিশ্ব, অমর দেশের কবি।

ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩০

আনন্দ

তুমি যে আনন্দময়ী ওমা বিশ্ব জননি!
যতই পেয়েছি ব্যথা ও কথা যে ভুলিনি।
কতই আনন্দ মাগো, দিয়েছ এ ধরাতে,
হোক শত নিরানন্দ—অভাগার বরাতে!
যখন জলদ আসে সাথে নিয়ে বিজলি,
ঘুমানো আনন্দ ওঠে হিয়া মাঝে উছলি!
ঝম্ ঝম্ বারি পড়ে দিশাহারা অবনী,
আকুল আনন্দ-ধারা ছোটে যেন অমনি!
"বউ কথা কও" ডাকে নীলাকাশে ঘুরিয়া,
অজানা আনন্দ রহে সে ব্যথায় ভরিয়া!
উষার অরুণ-রথে উদিলে তরুণ রবি,
আনন্দের শিহরণে মরতে যে জাগে সবি।
শরত-আকাশে রহে তারা শশী ফুটিয়া
জ্যোছনা আনন্দ-বন্যা, বিশ্ব যায় ভাসিয়া!

বসন্তের ফুলবন মধু মাখা অনিলে,
আনন্দ উথলে—আরো কলকণ্ঠ গাহিলে।
সমুদ্র ভূধর ভীম, নিরজন কান্তারে,
আনন্দ জাগাতে নিতি প্রকৃতির বাঙ্কারে?
অনাথ বালক ডাকে 'মা' বলিয়া দুয়ারে
ব্যথীর আনন্দ সে যে—আয় আয় বাছারে।
রোগী, শোকী, ক্ষুধাতুর, পিপাসীর পিপাসা
জুড়াইতে কি আনন্দ, দরিদ্রের দুরাশা।
যে আমারে ছেড়ে গেছে—দেখা যদি দেবে না
শান্তির আনন্দ সে তো ভব-জ্বালা পাবে না।
হারায়েছি সোনামুখ পাই যদি ফিরিয়া
সে দিনে আনন্দভরে বুক যাবে ছিঁড়িয়া।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৪৬

অশ্রু তর্পণ

১

সে গিয়েছে চলে—
রাগ করে গেছে চলে,
ভেসে গেছে আঁখিজলে,
কে করিল অপরাধ গেল না তো বলে,
কার অনাদরে মেয়ে,
বুকে শেলাঘাত পেয়ে,
নিয়ে গেল অভিমান মরমের তলে,
কেন কেঁদে গেল বাছা গেল না তো বলে।

২

আপনারে ঢেলে দিয়া,
সে ছিল পরার্থ নিয়া,
সে ফুল ফুটিতেছিল পরের কল্যাণে,
সে কি আত্ম-বিসর্জন
সে যে কি উদার মন,
সে জানিত আর তার বিধাতাই জানে।

৩

সে ছিল ব্যথার ব্যথী,
সে ছিল খেলার সাথী,
প্রাণের দোসর ছিল মরমের বল,

সে যে ছিল অপরূপ,
সর্বার্থ-সাধিকা রূপ,
অমলিন অনাঘ্রাত সোনার কমল।

৪

মা বাবা কি দাদা দিদি,
সবারি বুকের নিধি,
সে যে বড় আদরিণী স্বরগ বালিকা,
সতত পবিত্র শুচি,
দেবকাজে সদা রুচি,
নিষ্পাপ নির্মল সে যে হোমানল-শিখা!

৫

কখন হারানু তারে,
বুঝিতে নারিনু হা রে!—
শুয়েছিল মার কোলে দেখি শেষে নাই,
রবি ডোবে ধীরে-ধীরে,
পশ্চিম নীরধি নীরে
আকুলা অবনী মুখে মাখা যেন ছাই।

৬

শেষে খুঁজি পাতি-পাতি,
সিত তৃতীয়ার রাতি,
কোথা না পাইনু তারে—এ কি লুকাচুরি,
এত পাহারার মাঝে,
কে জানে কেমন সাজে,
কৌশলী নিঠুর চোর করি গেল চুরি।

৭

সেই থেকে বাড়ি ঘর,
মরু—মহা মরুন্তর,
সব কটি প্রাণ যেন পড়েছে মুরছি,
যেন গো আশার শেষ,
নিভেছে আরাম লেশ,
মহা শূন্যতায় যেন সব গেছে মুছি।

৮

তার সে রসাল বনে
কাঁদে পাখি কলস্বনে,
সরসী-সলিল শোকে উঠে উছলিয়া,
ওরে শান্তিসুধা ধন!
তোর "শান্তি নিকেতন"
দেখ্ এসে কি হয়েছে তোরে হারাইয়া!

৯

সেই শত উচ্চ আশা,

বুকভরা ভালোবাসা,

ওরে লক্ষী সরস্বতী। —কি অবহেলা,

জনমের আহরণ,—

আজীবন প্রয়োজন,

পলকে ফেলিয়া গেলি ভেঙে দিলি খেলা।

১০

কুমারী তাপসী তুই,

ত্রিদিবের শুভ্র জুঁই

চিনিতে পারিনি মোরা তাই গেলি চলে?—

ওরে শান্ প্রাণধন।

শান্তিহারা এ জীবন

কতদিন রব আর শুষ্ক ধরাতলে?

পূজার সাধ

১

আবার শরত এল হেসে

মুছায়ে প্রকৃতি-আঁখি জল—

সোনা-ঢালা তপন-কিরণে,

শুভ্র মেঘে ভরা নভঃস্থল।

২

শেফালি, দোপাটি, শতদল,

আলো করি উঠিল হাসিয়া

বিশ্ব ছিল যার পথ চেয়ে,

সেই আসে আশ্বাস লইয়া।

৩

মা এসেছে বরষের পরে

তাই ছোটে আনন্দের বান,

মা এসেছে কাঙালের ঘরে,

মরুভূমে বহিছে তুফান!

৪

চারিদিকে প্রীতি কলরব,

গেছে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি,

প্রবাসী আসিছে ছুটি বাসে,
দেখিবারে মার পা দু-খানি।

৫

ওমা! তোর এ শুভ-উৎসবে
আমি আছি যেই সাধ নিয়ে
হোক ক্ষুদ্র—অতি অবজ্ঞেয়,
তুই কি দিবি না পুরাইয়ে?

৬

চেয়ে আছি দুয়ারের পানে—
সে আমার কখন আসিবে,
একটু আমার পানে চেয়ে
নতমুখে একটু হাসিবে।

৭

সে যে তার অন্ধ জনকের
একমাত্র—প্রাণের সম্বল,
সেই দেয় ক্ষুধায় আহার
সেই দেয় পিপাসায় জল।—

৮

মা এসেছে—তার মতো যারা
ছুটিবে নতুন বাস পরি,
সেই মোর চেয়ে রবে শুধু
চাঁদ মুখখানি ছোট করি?

৯

না না বাছা! আয় মোর কাছে,
পরাইব নবীন বসন,
নিবি মুড়ি মুড়কি সন্দেশ,
দেখিব ও প্রফুল্ল আনন!

১০

মহোৎসবে সবাকার পূজা,
মোর পূজা নিরালা কুটিরে,
সবে পূজে ষোড়শোপচারে,
আমি পূজি বুকের রুধিরে।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৪

জীবনীপঞ্জি

জন্ম	.	১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১৩ মাঘ, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি যশোহরের সাগরদাঁড়িতে মানকুমারীর জন্ম। পিতা . আনন্দমোহন দত্ত। মাতা · শান্তমণি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে খুল্লতাত।
বাল্যশিক্ষা	·	গ্রামস্থ বালিকা-বিদ্যালয় এবং স্বামীর কাছে।
বিবাহ	.	১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ বছর বয়সে বিবুধশঙ্কর বসুর সঙ্গে বিবাহ। স্ত্রীর সাহিত্যচর্চায় তিনি উৎসাহ দিতেন। একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে।
বৈধব্য	·	১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে।
গ্রন্থ		১. প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় (গদ্য-পদ্য) . ১৮৮৪ ('কোন-বঙ্গমহিলা-প্রণীত'); পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৮৯৯; ২. বনবাসিনী (উপন্যাস) . ১৮৮৮; ৩. বাঙালী রমণীদিগের গৃহধর্ম (সন্দর্ভ) : ১৮৯০, ৪. স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস · ১৮৯১, ৫. দুইটি প্রবন্ধ : ১৯৯১; ৬. কাব্যকুসুমাঞ্জলি · ১৮৯৩ ; ২য় সংস্করণ ১৮৯৬; ৭. কনকাঞ্জলি (কাব্য) : ১৮৯৬; ৮. বীরকুমারবধ কাব্য : ১৯০৪; ৯. শুভ-সাধনা (গদ্য-পদ্য) : ১৯১১; ১০. বিভূতি (কাব্য) · ১৯২৪; ১১. সোনার সাথী (কাব্য) : ১৯২৭; ১২. পুরাতন ছবি (আখ্যায়িকা) : ১৯৩৬।
সম্মানলাভ	:	ভারত সরকার তাঁর কাব্যপ্রতিভার সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে আমৃত্যু প্রথমে ৩০ টাকা, পরে ৩৪ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-এর কাব্যসাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকেই প্রথম ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণ-পদক' দান করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' পান। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে খুলনায় অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে সমারোহে তাঁর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।
মৃত্যু	:	১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর (৯ পৌষ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) ৮১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। একমাত্র কন্যা প্রিয়বালাকে হারান ১৯০৮ সালে।